Year 13 | Issue 21
02 - 08 October 2026
বর্ষ ১৩ | সংখ্যা ২১
১৭ আশ্বিন ১৪৩৩
১৯ রবি আল থানি ১৪৪৮হি.

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

দুবাই থেকে ইসরাইলগামী ফ্লাইটে নজিরবিহীন ঘটনা

মাঝ আকাশে দুই পাইলটে মারামারি

- ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত ক্যাপ্টেন
- অল্পের জন্য ১৮০ যাত্রীর প্রাণরক্ষা
- দুই মিনিটে ১৭,৪০০ ফুট নিচে নামলো বিমান
- সৌদি আরবের তাবুকে জরুরি অবতরণ

বিমানে সহ-পাইলটের ছুরিকাঘাতে আহত ভারতীয় পাইলট ক্যাপ্টেন মাচ্ছার

দেশ ডেস্ক, ২ অক্টোবর ২০২৬: দুবাই থেকে ইসরাইলের তেল আবিবগামী একটি ফ্লাইটে মুল পাইলট ও সহকারি পাইলটের মধ্যে সহিংস মারামারি ও ছুরিকাঘাতের নজিরবিহীন ঘটনা ঘটেছে। ৩০ সেপ্টেম্বর বুধবার সংযুক্ত আরব আমিরাতের ফ্লাই-দুবাইয়ের ফ্লাইটে মাঝ আকাশে এই ঘটনা ঘটে। ঘটনার সময় মাত্র দুই মিনিটে বিমানটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রায় ১৭ হাজার ৪০০ ফুট নিচে নেমে আসে এবং শেষ পর্যন্ত সৌদি আরবের তাবুকে জরুরি অবতরণ করে।

মারামারির সময় মুল পাইলটকে সহকারি পাইলট ছুরি দিয়ে আঘাত করেন বলে যাত্রীরা জানান। এতে আহত পাইলটের পোশাক রক্তে ভিজে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে যাত্রীরাও এগিয়ে আসেন এবং হামলাকারী সহ-পাইলটকে ককপিট থেকে -- ২২ নং পৃষ্ঠা...

১২ বছর আগে সিরিয়ায় পাড়ি দেওয়া শারমিনা বেঁচে আছেন

দেশ ডেস্ক, ২ অক্টোবর ২০২৬: বারো বছর আগে টাওয়ার হ্যামলেটস থেকে সিরিয়ায় পাড়ি দেওয়া বৃটিশ-বাংলাদেশী কিশোরী শারমিনা বেগমকে এতোদিন মৃত মনে করা হলেও সম্প্রতি তাঁর সন্ধান পাওয়া গেছে। তিনি এখনও বেঁচে আছেন। তিনি ছিলেন আইএস বধু শামীমা বেগমের সহপাঠি। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমের খবরে জানা গেছে, শারমিনা বেগমকে সিরিয়ায় আটক করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জুলাইয়ে জার্মানির বার্লিনে প্রাইড উৎসবের কাছে প্রাণঘাতী হামলার তদন্তে হামলাকারীর সঙ্গে শারমিনার যোগাযোগের তথ্য পাওয়ার পর তাঁকে আটক করা হয়। তবে কোন কর্তৃপক্ষ -- ২২ নং পৃষ্ঠা...

অজু করতে গিয়ে লেকে পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু

লন্ডনে নাঈম ইসলামের পরিবারে শোকের ছায়া

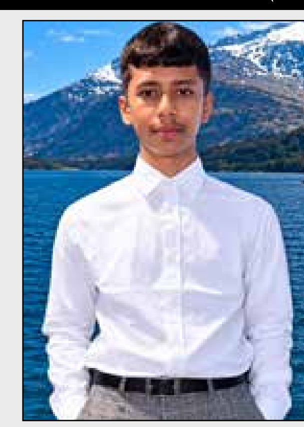

দেশ ডেস্ক, ২ অক্টোবর ২০২৬: টাওয়ার হ্যামলেটসের লাইম হাউজ থেকে ওয়েলসের স্নোডোনিয়া পর্বতে বেড়াতে গিয়ে পানিতে ডুবে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন বৃটিশ-বাংলাদেশী তরুণ মোহাম্মদ নাঈম ইসলাম (২০)। গত ২৬ সেপ্টেম্বর শনিবার এ দুর্ঘটনা ঘটে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার দিন মাগরিবের নামাজের জন্য একটি লেকের পাড়ে বসে ওযু করতে গিয়ে প্রবল বাতাসে ভারসাম্য হারিয়ে পানিতে পড়ে যান নাঈম। সাঁতার না জানায় তিনি পানিতে -- ২২ নং পৃষ্ঠা...

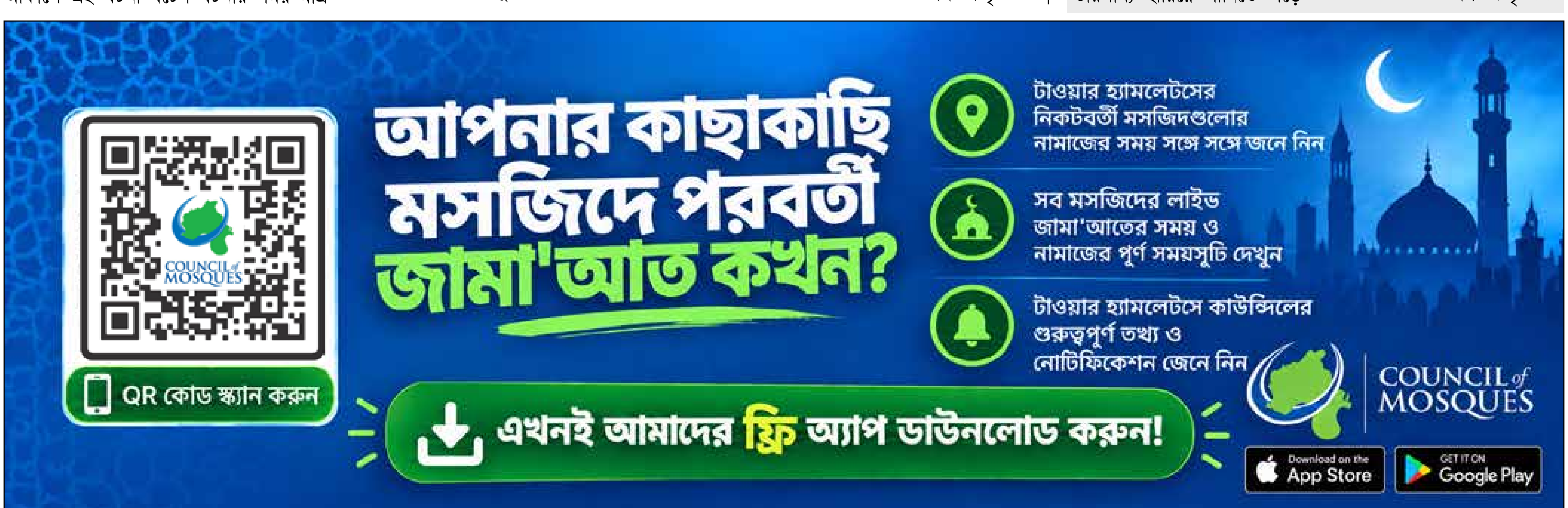

ব্রিক লেন জামে মসজিদ ট্রাস্টের বার্ষিক সাধারণ সভা

মসজিদের কার্যক্রম আরো গতিশীল করার প্রত্যয়

দেশ ডেস্ক, ০২ অক্টোবর ২০২৬ : ব্রিক লেন জামে মসজিদ ট্রাস্টের বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৭ সেপ্টেম্বর রোববার অনুষ্ঠিত সভায় মসজিদের চলমান কার্যক্রম, আর্থিক বিষয়াদি এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

ট্রাস্টের সভাপতি হামিদুর রহমান চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক হেলাল উদ্দিন আলীর পরিচালনায় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ট্রাস্টের কোষাধ্যক্ষ মতিউর মোহাম্মদ রহমান আর্থিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। সভা শুরুর আগে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন হাফিজ সাজ্জাদুর রহমান।

সভায় ট্রাস্টের সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সৈয়দ মোর্তুজা আলী, নূর উদ্দিন, মোহাম্মদ ইলিয়াস, মোহাম্মদ নুরুল হক লালা মিয়া, আলতাফুর রহমান মোজাহিদ, হাফিজুর রহমান, ইউসুফ কামালী, মোশিউর রহমান চৌধুরী, আনসারুল হক, সৈয়দ খায়রুল ইসলাম, আঙ্গুর আলী, নুরুল ইসলাম, হারমুজ আলী, সৈয়দ গোলাব আলী, তুহফেওল আহমেদ, ফিরুজ আলী, সাবেক এমপি শফিকুর রহমান চৌধুরী, নুরুল গনি, এমদাদুল হক, আলী হোসেন, মোস্তফা মিয়া, আখলাস মিয়া, নিজাম উদ্দিন, বশির উদ্দিন, খসরু মিয়া, মুহিবুর রহমান চৌধুরী, আনফালুর রহমান চৌধুরী ও তাহমিদ রহমান চৌধুরী।

সভায় ব্রিক লেন জামে মসজিদের বর্তমান কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে সদস্যরা মতামত ব্যক্ত করেন। পাশাপাশি মসজিদের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করা এবং ভবিষ্যতে বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিষয়েও আলোচনা হয়।

সভা শেষে ট্রাস্টের সদস্যরা পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্মিলিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্রিক লেন জামে মসজিদ ট্রাস্টের কার্যক্রমকে আরও এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

দাবি ডায়ানার ভাইয়ের

প্রিন্সেস ডায়ানার মৃত্যুর পর 'আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠেন' রাজা চার্লস

দেশ ডেস্ক, ২ অক্টোবর ২০২৬ : প্রিন্সেস ডায়ানার মৃত্যুর পর তার সাবেক স্বামী ও বর্তমান রাজা তৃতীয় চার্লস আনন্দে আত্মহারা হঠে ওঠেন বলে দাবি করেছেন ডায়ানার ভাই আর্ল স্পেন্সার। তিনি বলেছেন, ১৯৯৭ সালে ডায়ানার মৃত্যর পর চার্লসকে তিনি যখন ফোন করেন তখন তার কথার টোন শুনে মনে হয়েছিল তিনি খুব খুশি হয়েছেন।

ডায়ানাকে নিয়ে লেখা বইয়ে তার ভাই আরও দাবি করেছেন, তার মনে হয়েছিল রাজা চার্লস এতটাই খুশি হয়েছেন যেন তিনি 'লটারি জিতেছেন'।

এ বইয়ের তথ্য নিয়ে শক্তিশালী প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে ব্রিটিশ রাজার দপ্তর বাকিংহ্যাম প্যালেস। তারা বলেছে, এগুলোর কোনো সত্যতা নেই। প্রায় ৩০ বছর আগে প্রিন্সেস ডায়ানা ফ্রান্সের প্যারিসে এক গাড়ি দুর্ঘটনায় নিহত হন। এর আগে বর্তমান রাজা ও তৎকালীন ক্রাউন প্রিন্স চার্লসের সঙ্গে তার বিবাহবিচ্ছেদ হয়। ১৯৯৬ সালের আগস্টে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে আলাদা হয়ে যান।

ডায়ানার ছোট ছেলে প্রিন্স হ্যারির প্রতিনিধি জানিয়েছেন, তারা বইয়ে উল্লেখ করা বিষয়টি নিয়ে কোনো মন্তব্য করবেন না।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ডেইলি মেইলে প্রিন্সেস ডায়ানার ভাইয়ের স্মৃতিকথাটি প্রকাশ করা হয়েছে। তিনি এ বইয়ে লিখেছেন, ১৯৯৭ সালের ৩১ আগস্ট রাতে তার আরেক বোন জেন-এর কাছ থেকে প্রিন্সেস ডায়ানার গাড়ি দুর্ঘটনার খবর পান। ওই সময় তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় তার বাড়িতে অবস্থান করছিলেন।

বইয়ে আর্ল স্পেন্সার লিখেছেন, "অন্য যাদের ফোন করেছিলাম, তারা সবাই ডায়ানার মৃত্যুতে হতভাগ হন। তারা শুধুমাত্র সহমর্মিতা প্রকাশ ও

সহায়তার কথাই বলতে পেরেছিলেন। কিন্তু রাজা চার্লস যেন খুশিতে আত্মহারা ছিলেন। তিনি যেন লটারি জিতেছেন- আমার মনে আছে, ওই সময় আমি এমনটাই ভেবেছিলাম।"

আর্ল স্পেন্সার বলেছেন, রাজা চার্লস তাকে ফোনে জানান, ডায়ানার ছেলে প্রিন্স উইলিয়াম এবং প্রিন্স হ্যারিকে পরের দিন সকালে তাদের মৃত্যুর খবর দেন তিনি। ওই সময় তারা বালমোরাল প্রাসাদে তাদের বেডরুমে ছিলেন। সূত্র: বিবিসি

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Year 13 | Issue 21 | 02 - 08 October 2026

বৃটেনজুড়ে
প্রতি শুক্রবার আপনার মসজিদে
সপ্তাহজুড়ে ফ্রি গ্রোসারী শপে

যুক্তরাজ্যে অ্যাসাইলাম অ্যাপিলের জট

নিস্পত্তির অপেক্ষায় ৯০ হাজার মামলা

দেশ ডেস্ক, ০২ অক্টোবর ২০২৬ : যুক্তরাজ্যের ইমিগ্রেশন ট্রাইব্যুনালে এসাইলাম আবেদন-সংক্রান্ত আপিলের বকেয়া মামলা ৯০ হাজার ছাড়িয়েছে। তবে সর্বশেষ ত্রৈমাসিক পরিসংখ্যানে নতুন আপিল দায়েরের সংখ্যা কমার পাশাপাশি নিষপত্তি হওয়া মামলার সংখ্যা বাড়ায় দীর্ঘদিনের এই জট ধীরে ধীরে স্থিতিশীল হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ প্রকাশিত এপ্রিল থেকে জুন ২০২৬ সময়ের সরকারি ত্রৈমাসিক ইমিগ্রেশন ট্রাইব্যুনাল পরিসংখ্যানের ওপর ভিত্তি করে ইমিগ্রেশন আইনবিষয়ক ওয়েবসাইট ফ্রি মুভমেন্ট জানায়, আশ্রয় আপিলের বকেয়া সংখ্যা আগের ত্রৈমাসিকের ৮৭ হাজার ৪৫০টি থেকে বেড়ে ৯০ হাজার ৩৪১টিতে দাঁড়িয়েছে। তবে আগের কয়েকটি ত্রৈমাসিকের -- ২২ নং পৃষ্ঠা...

যুক্তরাজ্যে একদিনে ঢুকল ৭৮১ অভিবাসনপ্রত্যাশী

দেশ ডেস্ক, ২ অক্টোবর ২০২৬ : ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্যকে ভৌগলিকভাবে পৃথক করা সাগর ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে গত ২৩ সেপ্টেম্বর বুধবার মোট ৭৮১ জন অভিবাসনপ্রত্যাশী অনুপ্রবেশ করেছে যুক্তরাজ্যে। ১০টি ছোটো নৌকায় চেপে তারা যুক্তরাজ্যের -- ২৩ নং পৃষ্ঠা...

কাউন্সিলের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে অডিটরদের উদ্বেগ

বাজেটের চেয়ে ১৯.২ মিলিয়ন পাউন্ড অতিরিক্ত ব্যয়ের আশঙ্কা

যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাজেটে আগে থেকেই ৩০ মিলিয়ন পাউন্ড আলাদা রাখা হয়েছে : আবু তালহা

দেশ ডেস্ক, ২ অক্টোবর ২০২৬: টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ক্রমবর্ধমান আর্থিক চাপ এবং বাজেটের তুলনায় বড় অঙ্কের অতিরিক্ত ব্যয়ের পূর্বাভাস নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অডিটর্স ।

পেশাদার সেবা প্রতিষ্ঠান আর্নস্ট এন্ড ইয়ং (ই.ওয়াই)-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই কাউন্সিল চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরে নির্ধারিত বাজেটের চেয়ে প্রায় ১৯.২ মিলিয়ন পাউন্ড বেশি ব্যয় করতে পারে। ই.ওয়াই'র মতে এ ধরনের অতিরিক্ত ব্যয়ের পূর্বাভাস কার্যকর আর্থিক পরিকল্পনা ও বাজেট নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং এটি কাউন্সিলের বাজেট নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত অনুমানগুলোর দৃঢ়তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছে।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের জুলাই মাসের বাজেট মনিটরিং রিপোর্টেও জেনারেল ফান্ড-এ ১৯.২ মিলিয়ন পাউন্ডের নেট অতিরিক্ত ব্যয়ের পূর্বাভাস দেওয়া হয়। কাউন্সিল কর্মকর্তাদের অতিরিক্ত ব্যয় কমিয়ে আনার জন্য চলতি অর্থবছরেই আরও সাশ্রয়ী ব্যবস্থা চিহ্নিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এর আগের অর্থবছরেও

কাউন্সিল বাজেটের তুলনায় প্রায় ১৯.৪ মিলিয়ন পাউন্ড অতিরিক্ত ব্যয় করেছিল বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। অতিরিক্ত ব্যয়ের বড় অংশের পেছনে প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশুদের সোশ্যাল কেয়ার, বিশেষ শিক্ষাগত চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য বিভিন্ন -- ২২ নং পৃষ্ঠা...

আধাঘণ্টার মধ্যে সালমান মুক্তাদিরের ব্যাংক হিসাবের তথ্য চায় বিএফআইইউ

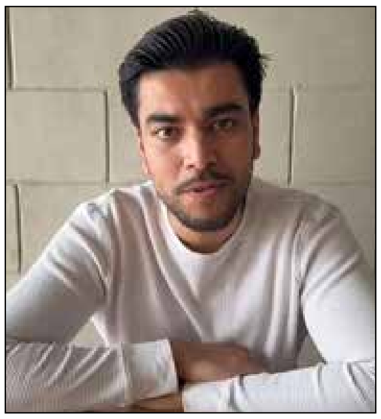

ঢাকা, ২ অক্টোবর ২০২৬ : কনটেন্ট ক্রিয়েটর সালমান মোহাম্মদ মুক্তাদিরের ব্যাংক হিসাব তলব করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। আজ বুধবার সব ব্যাংকে চিঠি দিয়ে তার হিসাব খোলার ফরম, হালনাগাদ লেনদেন বিবরণীসহ যাবতীয় তথ্য চাওয়া হয়েছে। চিঠিতে আধাঘণ্টার মধ্যে এ সংক্রান্ত তথ্য দিতে বলা হয়েছে। একটি গোয়েন্দা সংস্থার চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য চাওয়া হয় বলে একটি সূত্র জানিয়েছে।

গত শনিবার শনিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে রাজধানীর ইসিবি চত্বরের নিউগ্রিনি প্রপার্টিজে সালমানের স্টুডিওতে হামলা, ব্যাপক ভাঙচুর ও মালামাল লুট হয়। পরে তিনি অভিযোগ করেন বিএনপির লোকজন তার কাছে চাঁদা দাবি করেছিলেন। চাঁদা না দেওয়ায় তার স্টুডিওতে হামলা হয়েছে। তার এই বক্তব্যের পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ সরকারের অনেকে প্রতিক্রিয়া জানান। এখন লেনদেন ক্ষতিয়ে দেখার উদ্যোগ নিল সরকার।

আপস মীমাংসা করে জামিন পেলেন গাজী নজরুলের ১ম স্ত্রী

ঢাকা, ২ অক্টোবর ২০২৬ : শ্বশুরের সঙ্গে আপসের পরও জামিন মেলেনি সাতক্ষীরা-৪ আসনের সংসদ সদস্য গাজী নজরুল ইসলামের, তবে নারী বিবেচনায় জামিন পেয়েছেন তার ১ম স্ত্রী মাকছুদা। এর আগে, সাতক্ষীরা-৪ আসনের সংসদ সদস্য গাজী নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে দায়ের করা আত্মহত্যার প্ররোচণার মামলায় আপস মীমাংসা করেন বাদী মরিয়ম খাতুনের বাবা এস এম মাসুম বিল্লাহ। কারাগারে থাকা নজরুল ও তার প্রথম স্ত্রী মাকছুদা ইসলাম জামিন পেলে কোনো আপত্তি নেই বলে আদালতকে জানান তিনি। বুধবার (৩০ সেপ্টেম্বর) ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সেফাতুল্লাহর আদালতে হাজির হয়ে আসামিদের পক্ষে হলফনামা দেন মরিয়মের বাবা।

আদালত বাদীর জবানবন্দি গ্রহণ করেছেন। ঢাকা মহানগর আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর ওমর ফারুক ফারুকী ও আসামিপক্ষের আইনজীবী মাহবুবুর রহমান বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন।

মিরপুরে হকার উচ্ছেদ: অবহিত না করায় 'বিস্মিত' জামায়াত আমির

ঢাকা, ২ অক্টোবর ২০২৬ : রাজধানীর মিরপুর এলাকায় ফুটপাত উচ্ছেদ অভিযান নিয়ে নিজের নির্বাচনী এলাকার সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা না করায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন বিরোধীদলীয় নেতা ও জামায়াতে ইসলামীর আমির ড. শফিকুর রহমান। একই সঙ্গে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অযথা ক্ষতিগ্রস্ত না করে এবং সাধারণ মানুষের চলাচল নির্বিঘ্ন রেখে সমন্বিত ও বাস্তবভিত্তিক উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

বুধবার বিকালে এক ফেসবুক পোস্টে তিনি এসব কথা বলেন। পাশাপাশি পরিস্থিতি শান্ত রাখতে সবাইকে আপাতত ধৈর্য ধরার আহ্বান জানান।

ফেসবুক পোস্টে শফিকুর রহমান বলেন, বুধবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মিরপুর ১৩ নম্বর থেকে ১০ নম্বর এলাকার হোপ মার্কেট এলাকায় ফুটপাতে উচ্ছেদ অভিযান চলাকালে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে সিটি করপোরেশনের কিছু সরঞ্জাম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি উচ্ছেদ অভিযানে অংশ নেওয়া কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও আক্রান্ত হন। পুলিশের সদস্যদের সঙ্গেও সাধারণ ব্যবসায়ীদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ ছাড়া সংবাদ সংগ্রহে গেলে গণমাধ্যমকর্মীদেরও বাধা দেওয়া হয় বলে তিনি উল্লেখ করেন।

জামায়াত আমির বলেন, 'এই আসনটি রাজধানীর একটি গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় আসন, যেখানে জনগণ তাদের মূল্যবান ভোট দিয়ে আমাকে নির্বাচিত করেছেন। সুতরাং জনগণের সুবিধা-অসুবিধা-সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যের সঙ্গে পরামর্শ করা হলে বিষয়টি হয়তো আরও সমন্বিত ও ভিন্নভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হতো।'

তিনি বলেন, সংঘাতের পরিবর্তে বাস্তবতা উপলব্ধি করে এমন ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন, যাতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা অযথা ক্ষতিগ্রস্ত না হন এবং একই সঙ্গে সাধারণ জনগণের চলাচলের পথ নির্বিঘ্ন ও ব্যবহারোপযোগী থাকে। এ জন্য সমন্বিত ও বাস্তবভিত্তিক উদ্যোগ প্রয়োজন।

ফুটপাতের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়ের অভিযোগ তুলে শফিকুর রহমান বলেন, মাসের পর মাস ধরে একদল অসাধু ও চাঁদাবাজ ব্যক্তি এসব ব্যবসায়ীর কাছ থেকে নিয়মিত চাঁদা নিয়ে তাদের সেখানে ব্যবসা করার সুযোগ করে দিয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও বার্ষিক ভিত্তিতে চাঁদা আদায় করা হয় বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তাঁর ভাষায়, এটি অত্যন্ত নিন্দনীয় কর্মকাণ্ড। এর আর্থিক বোঝা শেষ পর্যন্ত সাধারণ ক্রেতা ও জনগণের ওপর পড়ে।

তিনি বলেন, বিচ্ছিন্ন কোনো পদক্ষেপ নয়; বরং সমন্বিত, সুপরিকল্পিত ও টেকসই পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। স্থানীয় সংসদ সদস্যকে অবহিত না করে এ ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়টি তাকে বিস্মিত করেছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

শফিকুর রহমান বলেন, 'এ বিষয়ে আমারও দায়িত্ব রয়েছে এবং আমাকে সম্পৃক্ত করা যেত। পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে একটি উত্তম ও কার্যকর পথ বের করা সম্ভব ছিল। কিন্তু সেই পথ অনুসরণ করা হয়নি।'

মিরপুরে তিন ভাইয়ের বাহিনী

ঢাকা, ২ অক্টোবর ২০২৬ : আবাসন ব্যবসায়ী মোহাম্মদ আলীর প্রায় ২৮ কাঠা জমি রয়েছে রাজধানীর মিরপুরের পল্লবী থানার আওতাধীন বাইগারটেক এলাকায়। জমিটির চারদিকে সীমানাপ্রাচীর তুলে ভেতরে পাঁচটি টিনের ছাউনির ঘর করেছিলেন তিনি। সেগুলো ভাড়া দিতেন।

মোহাম্মদ আলী ১৭ সেপ্টেম্বর বলেন, গত ৩০ এপ্রিল রাতে একদল সন্ত্রাসী বুলডোজার দিয়ে তাঁর জমির সীমানাপ্রাচীর ও ঘরগুলো গুঁড়িয়ে দেয়। জমিটি দখল করে নিয়েছে তারা। এখন আর তিনি সেখানে যেতে পারছেন না। তিনি আরও বলেন, 'আমার জমির দাম প্রায় ২৫ কোটি টাকা। মামুন বাহিনীর সন্ত্রাসীরা সে জমি দখল করে নিয়েছে। মামুনের ভাই মশিউর রহমান আমাকে ফোন করে জমিতে যেতে নিষেধ করেছেন।'

মোহাম্মদ আলী যে 'মামুন বাহিনী'র কথা বলেছেন, সেটি মিরপুরের একটি অপরাধী দলের নাম। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর থেকে বাহিনীটির নামে মানুষের জমি দখল, চাঁদাবাজি, মাদক ব্যবসা, ঝুট ব্যবসা, কেব্ল টেলিভিশন (ডিশ) ও ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ, অবৈধ বস্তির ঘর থেকে ভাড়া আদায়সহ নানা অপরাধের অভিযোগ আসছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র বলছে, বিদেশে থাকা চারজন 'সন্ত্রাসী' মিলে মিরপুরে 'ফোর স্টার গ্রুপ' বা চারটি বাহিনী পরিচালনা করে। চার বাহিনীর একটি 'মামুন বাহিনী'। এই বাহিনীর নেতৃত্বে রয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ৯১ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি মফিজুর রহমান মামুন। ভাষানটেক থানা বিএনপির ১ নম্বর আহ্বায়ক মো. ইব্রাহিম ওরফে 'কিলার ইব্রাহিম', পুলিশের তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসী মিরপুর থানা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি শাহাদত হোসেন এবং মোক্তার নামের আরেক 'সন্ত্রাসী' আলাদাভাবে অন্য তিনটি অপরাধী দল নিয়ন্ত্রণ করেন।

পুলিশ ও মিরপুর এলাকার বিএনপির ও এর অঙ্গসংগঠনের একাধিক নেতা-কর্মীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ইব্রাহিম ও তাঁর অনুসারীরা মিরপুর-১৩, মিরপুর ১৪, ভাষানটেক ও কালশী এলাকার অপরাধজগৎ নিয়ন্ত্রণ করেন। শাহাদত ও তাঁর অনুসারীরা মিরপুর-১, মিরপুর-২ ও মিরপুর-৬ নম্বর এলাকা নিয়ন্ত্রণ করেন। মোক্তার ও তাঁর অনুসারীরা মিরপুর-১০ ও মিরপুর-১১ নম্বরের কিছু এলাকা নিয়ন্ত্রণ করেন।

পুলিশ সূত্র বলছে, সবচেয়ে বড় বাহিনীটির নিয়ন্ত্রক মফিজুর রহমান মামুন। তিনি থাকেন মালয়েশিয়া। সেখানে অবস্থান করে নিজের অপরাধী দল দিয়ে মিরপুরের পল্লবী, মিরপুর-১২, সাগুফতা ও বাউনিয়া এলাকার চাঁদাবাজি, ঝুট ব্যবসা, জমি দখল ও মাদক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করেন।

হত্যাসহ একাধিক মামলা রয়েছে মামুনের বিরুদ্ধে। তিনি বিদেশে থাকলেও তাঁর আপন দুই ভাই দেশে বসে বাহিনী পরিচালনা করেন। বড় ভাইয়ের নাম মো. জামিল রহমান। ছোট ভাই মশিউর রহমান। বাহিনীতে রয়েছেন দেলোয়ার হোসেন রুবেল, মো. রফিকুল, আলমগীর, মোতালেব, রাজন, সামি, ভাগনে মামুন, সোহেল, কায়েস, সেলিম, প্রকাশ, সুজন, হাবিব, সাগর, রোকন, শামিম, জনি প্রমুখের নাম। জনি ও রোকন মিরপুরের যুবদল নেতা কিবরিয়া হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে রয়েছেন।

ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) গত মার্চে রাজধানীতে চাঁদাবাজির স্পট (জায়গা) ও চাঁদাবাজদের একটি তালিকা তৈরি করে। থানা-পুলিশ, ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি), পুলিশের বিশেষ শাখা (এসবি) ও ডিএমপি কমিশনারের গোয়েন্দা ইউনিট মিলে তালিকাটি করেছিল। ওই তালিকায় মিরপুরের সাতটি থানা এলাকায় ৭২ চাঁদাবাজের নাম রয়েছে। তাঁদের আশ্রয়-প্রশ্রয়দাতা ২৫ জন। এর মধ্যে রয়েছে মামুন ও তাঁর দুই ভাইয়ের নাম।

২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মামুন পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তখন পুলিশ জানিয়েছিল, ২০০১ সালে কিছুদিন কারাভোগের পর ২০০৪ সালে বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে ভারতে যান মামুন। পাসপোর্ট জালিয়াতি ও অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে ২০০৮ সালে ভারতে গ্রেপ্তার হন তিনি এবং ১০ বছর সাজা ভোগ করেন। কারাভোগ শেষে ভারতে বসেই মিরপুরের অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করতেন।

বাংলাদেশে আসার পরপরই মামুন গ্রেপ্তার হন (২০২১)। তখন পুলিশ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বলেছিল, মামুনের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি, খুন, মাদক, অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার ও ডাকাতির অভিযোগে পল্লবী থানায় ২৭টি মামলা, ১৫টি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ও ২টি সাজা পরোয়ানার তথ্য পাওয়া যায়। এদিকে পুলিশ সূত্র বলছে, গ্রেপ্তারের পর জামিন পেয়ে মামুন পালিয়ে যান। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর তাঁর প্রভাব বেড়েছে।

পুলিশের তালিকা থেকে মামুনের একটি বিদেশি মুঠোফোন নম্বর পাওয়া যায়। তাতে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়েছে। তবে সাড়া পাওয়া যায়নি। তবে মামুনের ভাই মশিউর মুঠোফোনে বলেন, জমি নিয়ে অনেক পক্ষ-বিপক্ষ থাকে। কোনো পক্ষ বৈধ নথিপত্র নিয়ে এলে তাঁরা সহায়তা করেন। চাঁদাবাজিসহ অন্যান্য অপরাধের অভিযোগ তিনি অস্বীকার করেন।

অবশ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, জমি দখল করে দেওয়া কোনো সাধারণ নাগরিকের কাজ নয়। এটা আদালত ও পুলিশের বিষয়।

যত অপরাধে নাম

মিরপুরের পল্লবী, মিরপুর-১২, সাগুফতা হাউজিং ও বাউনিয়া এলাকায় জমি কেনাবেচা বেশি হয় এবং সেখানে আবাসন ব্যবসার প্রসার ঘটছে। এই এলাকায় ছোট-বড় শতাধিক আবাসন নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

প্রথম আলো খোঁজ নিয়ে অন্তত সাতটি জমি দখলের ঘটনার সঙ্গে মামুন বাহিনীর নাম পেয়েছে। যেমন সাগুফতা হাউজিং এলাকায় ছয় বছর আগে পাঁচ কাঠা জমি কিনে টিনের ছাউনির ঘর করেছিল ১৮টি পরিবার। কয়েকটি পরিবার সেই ঘরে বসবাস করত। পরিবারগুলোর অভিযোগ, চাঁদা না পেয়ে গত ২৯ জুলাই রাতে তাদের ঘর এক্সক্যাভেটর বা খননযন্ত্র দিয়ে গুঁড়িয়ে দেয় মামুন বাহিনীর সদস্যরা। ১৮টি পরিবারের জমির পাশে ৫ কাঠার একটি প্লট রয়েছে মো. ইউনুস মিয়া নামের এক ব্যক্তির। তিনি বলেন, তাঁর জমিও দখল করেছে মামুন বাহিনী। মোট ১০ কাঠা জমি দখল করে তারা সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দিয়েছে।

মিরপুর এলাকায় ছোট-বড় ২৩০টির মতো পোশাক কারখানা রয়েছে। এর মধ্যে শতাধিক পোশাক কারখানা রয়েছে মামুন বাহিনী নিয়ন্ত্রিত এলাকায়। অভিযোগ রয়েছে, এসব কারখানা থেকে প্রতি মাসে ২০ হাজার থেকে ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত চাঁদা তোলে মামুন বাহিনী। কারখানাগুলোর ঝুট ব্যবসাও নিয়ন্ত্রণ করে তারা।

ঢাকা মহানগর উত্তর যুবদলের এক নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর তিনি একটি পোশাক কারখানার জুট বিক্রি করতেন। সেই ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ নিতে মামুন বাহিনীর সন্ত্রাসীরা প্রায়ই কারখানাটি সামনে ককটেল ফোটাত। পরে তিনি সেখান থেকে সরে আসেন।

চাঁদার টাকা না পেলে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে গিয়ে গুলি করে মামুন বাহিনীর সদস্যরা। যেমন গত বছরের জুলাই মাসে পল্লবীতে 'পাঁচ কোটি টাকা চাঁদার দাবিতে' এ কে বিলডার্সের কার্যালয়ে হামলা চালানো হয়। হামলাকারীরা ওই সময় চারটি গুলি করে বলে পুলিশ জানিয়েছিল। পুলিশের একটি সূত্র বলছে, এ কে বিলডার্সের কাছে ফোন দিয়ে চাঁদা দাবি করা ব্যক্তি জামিল, যিনি মামুনের ভাই।

বিএনপি কার্যালয়ে চিরকুট ঘিরে নেতাকর্মীরা আতঙ্কে

‘হত্যা করা হবে, সময় ১৫ দিন’

ঢাকা, ২ অক্টোবর ২০২৬ : জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলার রায়কালী ইউনিয়ন বিএনপি কার্যালয়ে অজ্ঞাত চিরকুট ফেলে রেখে দলের চারজন স্থানীয় নেতাকে হত্যার হুমকি দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় স্থানীয় বিএনপির নেতাকর্মী ও স্থানীয়দের মধ্যে চরম আতঙ্ক ও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

বুধবার (৩০ সেপ্টেম্বর) আক্কেলপুর থানার ওসি মেহেদী মাসুদ এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। এর আগে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কার্যালয় পরিষ্কার করার সময় পলিথিনে মোড়ানো খামের ভেতর থেকে চিঠিটি উদ্ধার করা হয়। খবর পেয়ে রাতেই পুলিশ গিয়ে আলামত হিসেবে চিঠিটি জব্দ করেছে।

উদ্ধার হওয়া চিঠিতে লাল কালিতে চার নেতার নাম উল্লেখ করে লেখা রয়েছে, ‘হত্যা করা হবে, সময় ১৫ দিন’।

ওই চিঠিতে যাদের নাম লেখা হয়েছে তারা হলেন– রায়কালী ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক এম. ইউ. আহমেদ মোশারফ, ইউনিয়ন বিএনপির যুববিষয়ক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, বিএনপি নেতা হেলাল হোসেন এবং কৃষক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক আশরাফুল ইসলাম।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রায়কালী বাজারে অবস্থিত ইউনিয়ন বিএনপি কার্যালয় পরিষ্কার করার সময় কর্মী মোজাম্মেল হক মোজাম একটি খাম পান। খামটি খুলে ভেতরে পলিথিনে মোড়ানো লাল কালিতে লেখা একটি চিরকুট দেখতে পান তিনি। বিষয়টি জানাজানি হলে তাৎক্ষণিকভাবে থানা পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।

হুমকির বিষয়ে রায়কালী ইউনিয়ন বিএনপির যুববিষয়ক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘লাল কালি দিয়ে হুমকি দেওয়াটা রক্তের সংকেত বা ভীতি ছড়ানোর উদ্দেশ্যে করা হতে পারে। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ঈর্ষান্বিত হয়ে কেউ এই হুমকি দিতে পারে। ঘটনাটি হালকাভাবে দেখার সুযোগ নেই; আমরা দোষীদের দ্রুত শনাক্ত ও আইনের আওতায় আনার দাবি জানাচ্ছি।’

রায়কালী ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এম. ইউ. আহমেদ মোশারফ বলেন, এর আগে কখনও এমন হুমকি বা চিঠির মুখোমুখি হতে হয়নি। আমরা এ বিষয়ে আইনি পদক্ষেপ নিচ্ছি।

ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি নুরুজ্জামান বুলু বলেন, পুলিশকে জানানো হয়েছে এবং তারা বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

আক্কেলপুর থানার ওসি মেহেদী মাসুদ বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ রাতেই ঘটনাস্থলে গিয়ে চিঠিটি জব্দ করেছে। এলাকাটিতে নজরদারি ও টহল বৃদ্ধি করা হয়েছে। ঘটনাটির পেছনে কারা জড়িত এবং এটি কোনো ধরনের নামসর্বস্ব হুমকি নাকি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, তা গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

ল্যাপটপ চুরির অভিযোগে বহিষ্কার হয়েছিলেন পাটওয়ারী : রাশেদ খান

ঢাকা, ২ অক্টোবর ২০২৬ : ছাত্র ফেডারেশনের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকাবস্থায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) বর্তমান মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নারী শিক্ষার্থীর ল্যাপটপ চুরি করেছিলেন বলে দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সহকারী রাশেদ খান।

মঙ্গলবার (২৯ সেপ্টেম্বর) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে দেওয়া পোস্টে এ দাবি উত্থাপন করেন।

পোস্টে নিজের দাবির সপক্ষে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর বহিষ্কারসংক্রান্ত বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের একটি পুরনো নোটিশের ছবি মন্তব্যের ঘরে যুক্ত করেছেন তিনি।

রাশেদ খানপোস্টে রাশেদ খান উল্লেখ করেন, ‘ছাত্র ফেডারেশন করা অবস্থায় ২০১৯ সালে বর্তমান এনসিপি নেতা নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ঢাবির এক নারী শিক্ষার্থীর ল্যাপটপ চুরি করেছিলেন। সেই নারী শিক্ষার্থীর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্র ফেডারেশনের তৎকালীন দায়িত্বশীল নেতারা একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। তদন্ত কমিটি সব ধরনের তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর বিরুদ্ধে আনীত ল্যাপটপ চুরির অভিযোগের সত্যতা খুঁজে পান। এর পরিপ্রেক্ষিতে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীকে সে সময় ছাত্র ফেডারেশন থেকে স্থায়ী বহিষ্কার

করা হয়।’

সে সময় ঢাবিতে ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত সবাই বিষয়টি মোটামুটি জানেন দাবি করে তিনি লিখেছেন, ‘ল্যাপটপ চুরির কারণে বহিষ্কৃত হয়ে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বেশ কিছু সময় রাজনীতিতে নিষ্ক্রিয় ছিলেন। দীর্ঘ সময় পরে এবি পার্টিতে জয়েন করার মাধ্যমে কিছুটা সক্রিয় হন। তবে এবি পার্টির নেতাকর্মীরা নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ল্যাপটপ চুরির ঘটনা জানতেন না। যদি জানতেন, হয়তো তারাও তাকে দলে নিতেন না। গণ-অভ্যুত্থানের কারণে ও নাহিদ ইসলামের সঙ্গে সম্পর্কের খাতিরে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ল্যাপটপ চোর থেকে ছাগল চোরে পরিণত হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন।’

সর্বশেষে তিনি লিখেছেন, ‘ছাত্ররাজনীতিতে যার হাতেখড়ি ল্যাপটপ চুরি দিয়ে আর জাতীয় রাজনীতিতে ছাগল চুরি দিয়ে, সেই চোর নাসীর কিভাবে এত ন্যায়নীতির বয়ান আওড়ান?’

অপর এক পোস্টে একটি ছবি যুক্ত করে তিনি লিখেছেন, ‘একটি ল্যাপটপ চুরির দায়ে ছাত্র ফেডারেশন থেকে বহিষ্কৃত বর্তমান এনসিপি নেতা নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর আমলনামা!’

LORD & SOLOMON
CRIMINAL DEFENCE SOLICITORS
We cover all criminal offences in the United Kingdom
Legal Aid is available upon request
গ্রেপ্তার করা হয়েছে?
চিন্তা করবেন না, আমরা আপনার পাশে আছি।
- 24 Hour Police Station Attendance
- Magistrates Court Representation
- Crown Court Trials
Emergency line: +44 7365535760
Email: general@lordandsolomon.com

BENECO
financial services
1st time buyer Mortgage
বিস্তারিত জানতে আজই যোগাযোগ করুন
020 8050 2478
আমরা আমাদের এক্সটেনসিভ মর্টগেজ ল্যান্ডার্স প্যানেল থেকে সবধরণের মর্গেজ করে থাকি।
মর্গেজ মর্গেজ মর্গেজ
বাড়ি কিনতে চান?
- পর্যাপ্ত আয়ের অভাবে মর্গেজ পাচ্ছেন না?
- ক্রেডিট হিস্ট্রি ভালো নয়
- লেনদেনে ‘ডিফল্ট’ হিসেবে চিহ্নিত
- সময়মতো মর্গেজ পেমেন্ট পরিশোধ ব্যর্থতা
- রাইট টু বাই সুবিধা
Beneco Financial Services
5 Harbour Exchange
Canary Wharf
London E14 9GE.
Tel : 020 8050 2478
E: info@benecofinance.co.uk
St: 31/05- 30/06

بركة barakah Money Transfer
বারাকাহ মানি ট্রান্সফার ও ইসলামিক শপ
সপ্তাহে ৭দিন খোলা
আমরা ভালো রেইটে দেশে টাকা পাঠিয়ে থাকি
প্রতিদিন ইন্সটেন্ড ক্যাশ সার্ভিস
বারাকাহ ইসলামিক শপ
এখানে বারাকাহ ইসলামিক শপে
বিশেষ অফার চলছে
জোব £14

ইহরাম : £14

হাফিজ মাওলানা আবদুল কাদির
প্রতিষ্ঠাতা : বারাকাহ মানি ট্রান্সফার
M: 07932801487
Barakah Money Transfer
131 Whitechapel Road
London E1 1DT
(Opposite East London Mosque)
TAKA RATE LINE:
020 7247 0800

ব্যাংকে পরিবার-ভিত্তিক সঞ্চয়
কোটিপতি বেড়েছে ৫৬ জন আমানত কমল ১২শ' কোটি

ঢাকা, ২ অক্টোবর ২০২৬ : ব্যাংক খাতে পরিবারভিত্তিক সঞ্চয়ে কোটিপতির সংখ্যা বেড়েছে। তবে তাদের জমানো আমানতের স্থিতি কমেছে। অন্যদিকে ক্ষুদ্র ও লাখপতির সংখ্যা বাড়ার পাশাপাশি তাদের সঞ্চয়ও বেড়েছে। ফলে ক্ষুদ্র ও লাখপতি সঞ্চয়কারীদের ওপর ভর করে ব্যাংক খাতে আমানত বেড়েছে প্রায় ১১ শতাংশ। গত মার্চের তুলনায় জুনে কোটিপতি আমানতকারীর সংখ্যা বেড়েছে ৫৬ জন। একই সময়ের ব্যবধানে তাদের জমানো আমানতের স্থিতি কমেছে ১২০০ কোটি টাকা। অন্যদিকে ক্ষুদ্র ও লাখপতি সঞ্চয়কারী বেড়েছে ৩২ লাখ ৫৭ হাজার ৭৫৯ জন। তাদের সঞ্চয় বেড়েছে ৩১ হাজার ১০০ কোটি টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকের এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানা গেছে।

প্রতিবেদন থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, গত বছরের জুনের তুলনায় চলতি বছরের জুনে ব্যাংক খাতে আমানত বেড়েছে প্রায় ১১ শতাংশ। চলতি বছরে গত মার্চের তুলনায় জুনে তিন মাসে আমানত বেড়েছে প্রায় আড়াই শতাংশ। আমানতের এই প্রবৃদ্ধির বড় অংশই ঘটেছে ক্ষুদ্র ও লাখপতি সঞ্চয়কারীদের ওপর ভিত্তি করে। কারণ, ব্যাংক খাতে গত মার্চের তুলনায় জুনে ক্ষুদ্র ও লাখপতি সঞ্চয়কারীর সংখ্যা যেমন বেড়েছে, তেমনই তাদের আমানতও বেড়েছে। অন্যদিকে কোটিপতি আমানতকারীর সংখ্যা কিছুটা বাড়লেও তাদের সঞ্চয় কমেছে। অর্থাৎ কোটিপতিরা ব্যাংক থেকে আমানত তুলে নিচ্ছেন। এর বিপরীতে ক্ষুদ্র ও লাখপতিদের ব্যাংকে আমানত রাখার প্রবণতা বেড়েছে।

ব্যাংক খাতে জুনে মোট আমানত বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২২ লাখ ১১ হাজার কোটি টাকা। মার্চে পরিবারভিত্তিক আমানতকারীর সংখ্যা ছিল ১৭ কোটি ১০ লাখ ৫৯ হাজার। তাদের মোট জমার স্থিতি ছিল ১২ লাখ ১৬ হাজার ৬০০ কোটি টাকা। জুনে আমানতকারী বেড়ে দাঁড়ায় ১৭ কোটি ৪৩ লাখ ১৭ হাজার এবং আমানত বেড়ে দাঁড়ায় ১২ লাখ ৪৬ হাজার ৬০০ কোটি টাকা।

পরিবারভিত্তিক সঞ্চয়কারীদের মধ্যে ক্ষুদ্র ও

লাখপতি আমানতকারী মার্চে ছিল ১৭ কোটি ১০ লাখ ১৮ হাজার ৩১০ জন। একই সময়ে তাদের সঞ্চয়ের স্থিতি ছিল ১১ লাখ ২৫ হাজার ৩০০ কোটি টাকা। জুনে আমানতকারী বেড়ে দাঁড়ায় ১৭ কোটি ৪২ লাখ ৭৬ হাজার ৬৯ জনে। তাদের সঞ্চয়ের স্থিতি বেড়ে দাঁড়ায় ১১ লাখ ৫৬ হাজার ৪০০ কোটি টাকায়। মার্চের তুলনায় জুনে আমানতকারী বেড়েছে ৩২ লাখ ৫৭ হাজার ৭৫৯ জন এবং সঞ্চয় বেড়েছে ৩১ হাজার ১০০ কোটি টাকা।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, মার্চে কোটিপতি আমানতকারী ছিল ৪০ হাজার ৬৪৫ জন। তাদের সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ৯১ হাজার ৪০০ কোটি টাকা। জুনে আমানতকারী বেড়ে দাঁড়ায় ৪০ হাজার ৭০১ জনে এবং তাদের আমানতের স্থিতি কমে দাঁড়ায় ৯০ হাজার ২০০ কোটি টাকায়। আলোচ্য সময়ে আমানতকারী বেড়েছে ৫৬ জন এবং আমানত কমেছে এক হাজার ২০০ কোটি টাকা।

এক বছরের হিসাবে ব্যাংক খাতে ৫০ কোটি টাকার বেশি আমানত রয়েছে এমন আমানতকারীর সংখ্যা যেমন কমেছে, তেমনই কমেছে আমানতের পরিমাণ। গত বছরের জুনে এ খাতের আমানতকারী ছিল ২৬ জন। তাদের সঞ্চয় ছিল ২ হাজার ৪০০ কোটি টাকা। গত জুনে আমানতকারী কমে দাঁড়িয়েছে ১৫ জনে এবং আমানত কমে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ২০০ কোটি টাকায়।

সংশ্লিষ্টরা জানান, কোটিপতি আমানতকারীরা এখন অন্যত্র বিনিয়োগ বাড়াচ্ছেন। বিশেষ করে সরকারের ট্রেজারি বিল, সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ করছেন। অনেকে টাকা তুলে অন্যত্র সরিয়েছেন। যে কারণে তাদের আমানত কমেছে। ছোট ও লাখপতি আমানতকারীরা এখনো সঞ্চয়ের জন্য ব্যাংককেই প্রধান অবলম্বন হিসাবে মনে করছেন। যে কারণে তারা সঞ্চয় ব্যাংকেই রাখছেন।

ব্যাংক খাতে মোট আমানতের অর্ধেকের বেশি ক্ষুদ্র ও লাখপতি সঞ্চয়কারীদের। কোটিপতিদের আমানত তুলনামূলকভাবে বেশ কম। এর বাইরে অর্থাৎ পরিবারভিত্তিক সঞ্চয়ের বাইরে করপোরেট খাতের আমানত রয়েছে।

কানাডা থেকে ৮ মাসে ৩৪০ বাংলাদেশি বহিষ্কার

ঢাকা, ২ অক্টোবর ২০২৬ : কানাডায় অভিবাসন আইন প্রয়োগের অংশ হিসেবে চলতি বছরের প্রথম আট মাসে ১৪ হাজার ৮৯৭ জন বিদেশি নাগরিককে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৩৪০ জন বাংলাদেশি।

কানাডা বর্ডার সার্ভিসেস এজেন্সির (সিবিএসএ) সর্বশেষ প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত এসব বহিষ্কার কার্যকর করা হয়।

জাতীয়তা অনুযায়ী বহিষ্কারের সংখ্যায় শীর্ষে রয়েছে ভারত। দেশটির ৪ হাজার ২২৭ জন নাগরিককে এ সময়ে কানাডা

থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এরপর রয়েছে মেক্সিকো-২ হাজার ২৮২ জন। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের ৬০১, কলম্বিয়ার ৫৮০, হাইতির ৫৩৫ এবং রোমানিয়ার ৪৩৩ জন নাগরিককে বহিষ্কার করা হয়েছে। বাংলাদেশিদের সংখ্যা ৩৪০ জন, যা জাতীয়তা অনুযায়ী সপ্তম সর্বোচ্চ।

সিবিএসএর তথ্য অনুযায়ী, বহিষ্কারের সবচেয়ে বড় কারণ ছিল শরণার্থী আবেদন-সংক্রান্ত নিয়ম না মানা। এ কারণে আট মাসে ১২ হাজার ৫ জনকে কানাডা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

এ ছাড়া অন্যান্য অভিবাসনসংক্রান্ত নিয়ম না মানার কারণে ১ হাজার ৭৯৪ জন এবং অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের কারণে ৮৯৭ জনকে বহিষ্কার করা হয়েছে। অভিবাসন আবেদনে ভুল বা বিভ্রান্তিকর তথ্য দেওয়ার কারণে ৮৮ জন এবং অন্যান্য কারণে ১১৩ জনকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

বহিষ্কারের ধরনেও পার্থক্য রয়েছে। মোট ১৪ হাজার ৮৯৭ জনের মধ্যে ৮ হাজার ৫৭৭ জনের ক্ষেত্রে বহিষ্কার আদেশ, ৩ হাজার ৩০৩ জনের ক্ষেত্রে প্রস্থান আদেশ এবং ৩ হাজার ১৭ জনের ক্ষেত্রে বহিষ্কার-নিষেধাজ্ঞা আদেশ কার্যকর করা হয়েছে।

মাসভিত্তিক হিসাবে জানুয়ারিতে ২ হাজার ৬৫৮ জনকে কানাডা থেকে বহিষ্কার করা হয়। ফেব্রুয়ারিতে এ সংখ্যা ছিল ১ হাজার ২৭০, মার্চে ১ হাজার ৪৩২, এপ্রিলে ১ হাজার ৯১৭, মে মাসে ২ হাজার ৩৬৯, জুনে ১ হাজার ৭৯১, জুলাইয়ে ১ হাজার ৮৩৭ এবং আগস্টে ১ হাজার ৬২৩ জন।

সিবিএসএর পরিসংখ্যানে আরও দেখা যায়, ৩১ আগস্ট পর্যন্ত ১ হাজার ৩৬৮ জন বাংলাদেশি নাগরিকের বহিষ্কার প্রক্রিয়া চলমান ছিল। একই সময়ে পুরো কানাডায় বহিষ্কার প্রক্রিয়াধীন ব্যক্তির সংখ্যা ছিল ৪৯ হাজার ৫৩৬ জন।

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর প্রথম সৌজন্য সাক্ষাৎ

ঢাকা, ২ অক্টোবর ২০২৬ : রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। মঙ্গলবার বিকালে বঙ্গভবনে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রপতি হিসাবে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দায়িত্ব নেওয়ার পর তার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের

এটাই প্রথম সাক্ষাৎ। এ সময় তারা জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন।

বেলা ৩টার দিকে বঙ্গভবনে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান পৌঁছলে রাষ্ট্রপতি তাকে স্বাগত জানান। পরে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব, সচিব, প্রেস সচিবসহ কার্যালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।

সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রী সাম্প্রতিক যুক্তরাষ্ট্র সফর, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে অংশগ্রহণ এবং সাইডলাইনে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান, জাতিসংঘের মহাসচিব ও শীর্ষ কর্মকর্তা, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকসহ সফরের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেন।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের (ইউএনজিএ) ৮১তম অধিবেশনে ঐতিহাসিক ভাষণ দেওয়ায় প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রপতি আন্তরিক অভিনন্দন জানান। ভাষণটিকে 'দূরদর্শী, দৃঢ়প্রত্যয়ী ও দিকনির্দেশনামূলক' হিসাবে উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, ভাষণটিতে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ ও জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে এবং গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক ইস্যুতে বাংলাদেশের অবস্থানও সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এ সফর আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের অবস্থানকে আরও সুসংহত ও সুদৃঢ় করার পাশাপাশি জনস্বার্থ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এছাড়া দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় সম্পর্ক সম্প্রসারণ ও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগদান শেষে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক থেকে রোববার সকালে দেশে ফেরেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। রেওয়াজ অনুযায়ী-বিদেশ সফরের পর সফরের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানাতে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে দেখা করে থাকেন।

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সফরে প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের পাশাপাশি বিভিন্ন পর্যায়ে প্রায় ৩০টি গুরুত্বপূর্ণ ও ফলপ্রসূ বৈঠক, সভা ও কর্মসূচিতে অংশ নেন। তিনি সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে প্রথমবারের মতো ভাষণ দেন। সাক্ষাৎকালে প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন।

'আ.লীগ করাই যদি অপরাধ হয়, ফাঁসি হলেও আ.লীগই করব'

ঢাকা, ২ অক্টোবর ২০২৬ : জয় বাংলা ব্রিগেড'র জুম মিটিংয়ে অংশ নিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে উৎখাত ও রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডে অংশ নেওয়ার অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ২৮৬ জনের বিরুদ্ধে করা মামলায় চার্জগঠন শুনানির জন্য আগামী ১৫ অক্টোবর ধার্য করা হয়েছে।

বুধবার (৩০ সেপ্টেম্বর) ঢাকার তৃতীয় অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ মঈন উদ্দিন চৌধুরী ছুটিতে থাকায় চার্জ শুনানি হয়নি। পরে ভারপ্রাপ্ত বিচারক মোসাদ্দেক মিনহাজ আগামী ১৫ অক্টোবর চার্জ গঠনের জন্য নতুন দিন ধার্য করেন।

আসামিপক্ষের আইনজীবী মোরশেদ আলম শাহীন বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

এ মামলায় গ্রেফতার আসামি আওয়ামী লীগের সংরক্ষিত নারী আসনের সাবেক সংসদ সদস্য সাবিনা আক্তার তুহিন আদালত থেকে কারাগারে নেওয়ার সময় ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, আর কতবার আসব আদালতে? আমরা যেসব নারীরা এ মামলায় জেলে আছি সবাই এখন অসুস্থ।

পরে প্রিজনভ্যানে দাঁড়িয়ে তুহিন বলেন, আওয়ামী লীগ করার অপরাধে যদি আমার ফাঁসি হয়, তবু আওয়ামী লীগই করব। জেল কত খাটাবেন? আমরা রাজনীতি করেছি, পার্টি করছি কিন্তু কোনো হত্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত নই।

তারেক রহমানকে উদ্দেশ্য করে তুহিন বলেন, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন-যারা নিরপরাধ তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে। আওয়ামী লীগ করি, রাজনীতি করা আমার গণতান্ত্রিক

ও সাংবিধানিক অধিকার।

২০২৫ সালের ২৭ মার্চ শেখ হাসিনাসহ ৭৩ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে আদালতে মামলাটি করেন সিআইডির সহকারী বিশেষ পুলিশ সুপার মো. এনামুল হক। তদন্ত শেষে গত ৩০ জুলাই শেখ হাসিনাসহ ২৮৬ জনকে আসামি করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন তিনি।

মামলার অভিযোগে বলা হয়, ২০২৪ সালের ১৯ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ড. রাব্বী আলমের নেতৃত্বে 'জয় বাংলা ব্রিগেড'-এর জুম মিটিংয়ে শেখ হাসিনাসহ কয়েক শতাধিক নেতাকর্মী অংশ নেন। ওই মিটিংয়ে শেখ হাসিনা নেতাকর্মীদের উদ্দেশে দেশবিরোধী বক্তব্য দেন এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে উৎখাতের নির্দেশ দেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

‘ক্রসফায়ার’ বন্ধ, এখন যে প্রস্তাব পুলিশের

ঢাকা, ২ অক্টোবর ২০২৬ : অপরাধ দমনের নামে আগে কথিত ‘ক্রসফায়ার’ বা ‘বন্দুকযুদ্ধ’-এর প্রচলন ছিল দেশে। ২০২৪ সালের ৫ আগস্টে পটপরিবর্তনের পর সেই ‘ক্রসফায়ার’ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়েছে। কিন্তু ওই সময় অপরাধীরা আতঙ্কে থাকত ‘ক্রসফায়ার’-এর ভয়ে। যদিও সেটি বিতর্কিত ছিল। তখন যেসব ঘটনা ঘটেছিল, সবগুলো বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বলে অভিযোগ রয়েছে।

বর্তমানে দেশে অপরাধের মাত্রা বেড়ে গেছে। অপরাধীরা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে এখন আগের মতো ভয় পাচ্ছে না। সাধারণ মানুষও আস্থায় নিতে পারছে না পুলিশকে। এ কারণে বিভিন্ন স্থানে ঘটছে একের পর এক অপরাধমূলক ঘটনা। এসব সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করছে। পুলিশের প্রতি জনগণের আস্থার পরিবেশ তৈরি না হলে অস্থিরতা আরও ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা আছে।

মঙ্গলবার পুলিশ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত মর্নিং মিটিংয়ে (সভা) পুলিশের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তারা এ মত দেন। তারা বিরাজমান পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে শক্ত হাতে অপরাধ দমনের প্রস্তাব করেন। প্রয়োজনে অপরাধীদের ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে ডিটেনশনে নেওয়ার কথা বলেন। তারা নিজেদের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর করে গোটা বাহিনীকে স্ট্রিমলাইনিং (সুসংগঠিত) করা জরুরি বলে মত দেন। কর্মকর্তারা বলেন, চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন ফৌজদারি মামলার আসামিরা আইনি বাধ্যবাধকতার কারণে জামিন পাচ্ছে।

মাদকের বিস্তার রোধে সভায় অতিরিক্ত আইজিপিকে মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ডিজি করার পরামর্শও দেওয়া হয়। এছাড়া মাঠপর্যায়ের পুলিশিং জোরদার করা এবং পুলিশের ওপর জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনার প্রতি জোর দেওয়া হয়।

পুলিশের গোপনীয় শাখার উদ্যোগে আয়োজিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন আইজিপি আলী হোসেন ফকির। এ সময় সব অতিরিক্ত আইজিপি, বিভিন্ন ইউনিটপ্রধান, ডিআইজি (ক্রাইম) এবং ডিআইজি (প্রশাসন)সহ ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

অপর এক সভায় চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসীদের যে কোনোভাবেই হোক আইনের আওতায় আনার নির্দেশ দেন পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি)। সূত্র জানায়, আসামিদের জামিন পাওয়ার বিষয়ে মর্নিং মিটিংয়ে বলা হয়, পুলিশ আসামি গ্রেফতার করলেও অল্প সময়েই তারা জামিন পেয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়ে কেউ কেউ ক্ষোভ প্রকাশ করলেও একজন অতিরিক্ত আইজিপি জানান, আইনি বাধ্যবাধকতা ও তদন্তে দুর্বলতার কারণেই আসামিরা দ্রুত জামিন পাচ্ছে। ওই অতিরিক্ত আইজিপি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হিসাবে পুলিশের একজন অতিরিক্ত আইজিপিকে নিয়োগ দেওয়ার পরামর্শ দেন। আরেকজন অতিরিক্ত আইজিপি জানান, বর্তমানে ক্রসফায়ার বন্ধ আছে। তাই অপরাধীদের ডিটেনশনে নেওয়া উচিত।

বৈঠকে উপস্থিত এক জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তা জানান, দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দ্রুত উন্নয়ন ঘটানো, অপরাধীদের জামিন রোধে আইনি ফাঁকফোকর বন্ধ করা এবং পুলিশ প্রশাসনের অভ্যন্তরীণ সমন্বয় বাড়াতে উচ্চপর্যায়ের মর্নিং সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় বলা হয়েছে, পুলিশি সেবার মূল ভিত্তিই হলো জনগণের সঙ্গে আস্থার সম্পর্ক তৈরি করা। কেবল সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাব যেমন-কটি ছিনতাই, ডাকাতি বা হত্যাকাণ্ড হলো অথবা কজন ধরা পড়ল-এসব দিয়ে জনগণের আস্থা ফেরানো যাবে না। বর্তমানে পুলিশ কোন অবস্থানে আছে এবং এ অবস্থান থেকে সর্বোচ্চ কতটুকু সেবা দেওয়া যায় তার একটি নিবিড় পর্যালোচনাও প্রয়োজন। তিনি বলেন, পুলিশের প্রতি মানুষের ভুল বোঝাবুঝি বা অসন্তোষ দূর করতে হলে সরাসরি জনসংযোগ বাড়াতে হবে। সম্পর্কের উন্নয়ন ও কাজের প্রতি স্বচ্ছতা এলে জনমনে স্বস্তি ফিরবে।

একজন অতিরিক্ত আইজিপি বলেন, প্রায় ২ লাখ ৩০ হাজার সদস্যের এই বিশাল বাহিনীর মধ্যে বর্তমানে নানা বিষয়ে দ্বিধা বা ‘কনফিউশন’ কাজ করছে। বাইরের নানা গুঞ্জন, অডিও-ভিডিও প্রচার এবং মনস্তাত্ত্বিক চাপের কারণে বাহিনীর সদস্যদের মনোবলের ওপর প্রভাব পড়ছে। এ অবস্থায় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর করে গোটা পুলিশ বাহিনীকে ‘স্ট্রিমলাইনিং’ বা সুসংগঠিত করা জরুরি। তার মতে, হঠাৎ বা একদিনের চেষ্টায় ‘ফেরেশতা’ হওয়ার মতো কোনো অলৌকিক পরিবর্তন আসবে না। এজন্য দরকার একটি ধারাবাহিক ও দীর্ঘমেয়াদি প্রয়াস। কার্যকর পরিবর্তনের জন্য স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং পলিসি লেভেলের সংস্কার প্রয়োজন বলে তিনি জানান।

ময়মনসিংহে স্বামীকে মদপান করিয়ে স্ত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ

ঢাকা, ২ অক্টোবর ২০২৬ : ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে স্বামীকে মদপান করানোর পর এক নারীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে শাহজাহান (৩৫) নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। গত রোববার সন্ধ্যায় উপজেলার ভুবনকুড়া ইউনিয়নের কড়াইতলী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মঙ্গলবার বিকেলে ভুক্তভোগী ওই নারী হালুয়াঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, প্রায় পাঁচ বছর আগে ওই নারীর বিয়ে হয়। তাদের পাঁচ বছরের একটি ছেলে রয়েছে। নিজেদের কোনো বাড়িঘর না থাকায় তারা অন্যের বাড়ির বারান্দার একটি কক্ষে বসবাস করেন। ওই নারীর স্বামী মাদকাসক্ত।

অভিযোগের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, ঘটনার দিন শাহজাহান ও ওই নারীর স্বামী স্থানীয় একটি বাড়িতে গিয়ে মদ পান করেন। পরে সন্ধ্যায় তারা দুজন একসঙ্গে ওই নারীর থাকার জায়গায় যান। একপর্যায়ে তার স্বামী সেখান থেকে চলে গেলে শাহজাহান কক্ষে ঢুকে ওই নারীকে ধর্ষণ করেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

পরে ওই নারীর চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে শাহজাহান সেখান থেকে পালিয়ে যান।

হালুয়াঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জালাল উদ্দিন বলেন, এ ঘটনায় একটি অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযোগটি মামলা হিসেবে নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

ওসি আরও বলেন, অভিযুক্ত শাহজাহান ও ওই নারীর স্বামী দুজনই মাদকাসক্ত। তারা একসঙ্গে মদ পান করতেন। তাদের কারও স্থায়ী বাড়িঘর নেই। ওই নারী অন্যের বাড়ির বারান্দায় থাকতেন। দুজন একসঙ্গে মদ পান করার পর স্বামী অন্যদিকে চলে যাওয়ার সুযোগে ধর্ষণের ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোষহীন

(Weekly Desh is a Leading Bengali newspaper in the UK which distributes FREE in the Mosques every Friday. Also, it's available through the week at grocery shops and Cash and Carry in our designated paper stands. The newspaper is published by Reflect Media Ltd Company number 08613257 and. VAT registration number: 410900349

Taysir Mahmud
Editor

Mohammad Reazul Islam
Head of Production

Foysol Mahmud
News Editor

Mohammed Rahim
Managing Editor

Md Abadur Rahman
Graphic Designer

Akhtar Mahmmad Tazul Islam
Sub Editor

Md. Rafiqul Islam
Contributor

Salman Farsi
Sub Editor
(English Section)

Abu Rahman
Special Correspondent

J. Mahmud
IT Support

Abul Kalam
Dhaka Correspondent

A.J Lablu
Staff Correspondent, Sylhet

Delwar Husain
Special Correspondent

53a Mile End Road
London E1 4TT

Tel: 0203 540 0942
M: 07940 782 876
info@weeklydesh.co.uk (News)
advert@weeklydesh.co.uk (Advertisement)
editor@weeklydesh.co.uk (Editorial inquiry)

লন্ডনে নাবালিকাকে জোরপূর্বক বিয়ে
চরম বিপদে পরিবার

সম্প্রতি লন্ডনে ভাতিজাকে বৈধভাবে যুক্তরাজ্যে রাখার উদ্দেশ্যে এক ব্রিটিশ-বাংলাদেশি নাবালিকা মেয়েকে জোরপূর্বক বিয়ে দেওয়ার ঘটনায় মা-বাবাসহ তিনজন গ্রেফতার হওয়ার সংবাদ বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রকাশ হয়েছে। খবরটি কমিউনিটির জন্য গভীর উদ্বেগের এবং একই সঙ্গে কঠিন এক সতর্কবার্তা। বিয়ে একটি পবিত্র সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন; কিন্তু যখন সেখানে স্বাধীন সম্মতি অনুপস্থিত থাকে, তখন সেই সম্পর্ক আর বিয়ে থাকে না-তা হয়ে ওঠে জবরদস্তি, নিপীড়ন এবং আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ।

দক্ষিণ এশীয় সমাজে 'পরিবারের সম্মান', 'আত্মীয়তার দায়', 'ভবিষ্যতের নিরাপত্তা' কিংবা 'বিদেশে কাউকে প্রতিষ্ঠিত করা'-এসব অজুহাতে কখনও কখনও তরুণ-তরুণীদের মতামত উপেক্ষা করা হয়। বিশেষ করে অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের ক্ষেত্রে পারিবারিক চাপ, ভয়ভীতি, মানসিক ব্ল্যাকমেইল বা আবেগের সুযোগ নেওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক। একটি মেয়ের জীবন, শিক্ষা, মানসিক স্বাস্থ্য ও ভবিষ্যৎ কোনো আত্মীয়ের ইমিগ্রেশন সমস্যার সমাধানের হাতিয়ার হতে পারে না।

এই ঘটনা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে আনে- অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ এবং ফোর্সড ম্যারেজ এক নয়। পরিবার পাত্র-পাত্রীর পরিচয় করিয়ে দিতে পারে, পরামর্শ দিতে পারে; কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অবশ্যই প্রাপ্তবয়স্ক দুই ব্যক্তির স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতির ওপর নির্ভর করতে হবে। সম্মতি যদি ভয়, চাপ, হুমকি বা পারিবারিক বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে আদায় করা হয়, তবে সেটি বৈধ সম্মতি নয়।

বিশেষভাবে উদ্বেগের বিষয় হলো, অনেক তরুণী পরিবারের বিরুদ্ধে কথা বলতে ভয় পান। তারা মনে করেন, প্রতিবাদ করলে বাবা-মা কষ্ট পাবেন, সমাজে বদনাম হবে কিংবা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে। এই নীরবতাই অনেক ক্ষেত্রে নির্যাতনকে দীর্ঘায়িত করে। তাই স্কুল, মসজিদ, কমিউনিটি সংগঠন, সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় নেতৃত্বের দায়িত্ব হলো তরুণদের জানানো-তাদের নিরাপত্তা ও মতামতের মূল্য আছে, এবং বিপদের আশঙ্কা হলে সাহায্য চাওয়া লজ্জার বিষয় নয়।

অভিভাবকদেরও মনে রাখতে হবে, সন্তানের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের অধিকার মানেই তার জীবন নিয়ে একতরফা সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার নয়। সন্তানকে ভালোবাসা মানে তার মতামত, নিরাপত্তা, শিক্ষা ও স্বাধীনতাকে সম্মান করা। নিজের পরিবার বা আত্মীয়স্বজনের কোনো সুবিধার জন্য সন্তানের ওপর এমন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া শেষ পর্যন্ত পুরো পরিবারকেই ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে পারে।

এই মামলার সাজা শুধু সংশ্লিষ্ট কয়েকজনের শাস্তি নয়; এটি পুরো সমাজের জন্য একটি বার্তা। যুক্তরাজ্যে জোরপূর্বক বিয়ে, বিশেষ করে নাবালিকাকে এমন বিয়েতে বাধ্য করা, কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। কমিউনিটির সম্মান রক্ষা করতে হলে সমস্যাকে লুকিয়ে রাখা নয়, বরং অন্যায়ের বিরুদ্ধে স্পষ্ট অবস্থান নেওয়াই প্রয়োজন।

অগ্নিসন্ত্রাস কি অব্যাহত থাকবে

একেএম শামসুদ্দিন

এ মাসের গোড়া থেকেই দেশব্যাপী কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিল, ককটেল বিস্ফোরণ এবং রেল-বাসে যে অগ্নিসংযোগের ঘটনা শুরু হয়েছিল; বিগত কয়েকদিন ধরে পরিস্থিতি শান্ত বলে মনে হচ্ছে। তবে দেশজুড়ে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, তার জন্য শুধু পুলিশকে দায়ী করলে চলবে না; সরকারের যেসব সংস্থার আগাম তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করার কথা, সেই গোয়েন্দা সংস্থাগুলো যে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। দেশের নিরাপত্তা বিষয়ে এ সংস্থাগুলোর মূল কাজই হলো ঘটনা ঘটার আগে তথ্য সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সতর্ক করা; ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর নয়। দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, সেই দায়িত্ব পালনে তারা তাদের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পারেনি। গুলশানের ঝটিকা মিছিল এবং ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থানার ওসির সেলফোনের স্পর্শকাতর কথোপকথন ফাঁস হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট সবার টনক নড়েছে। তারপরই পুলিশ তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ করায় বেশকিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে এসেছে। এর মধ্যে চমকপ্রদ যে তথ্য বেরিয়ে এসেছে তা হলো, ৫ থেকে ১০ হাজার টাকায় বিনিময়ে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তা ভিডিও ধারণ করা এবং নির্ধারিত হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে পাঠিয়ে দেওয়া।

গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের দেওয়া তথ্যমতে, ভারতে অবস্থানরত আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের শীর্ষ কয়েকজন নেতা এ নাশকতার মূল পরিকল্পনাকারী হিসাবে কাজ করছেন। তাদের সেলফোন চেক করে ভারতীয় নম্বর ব্যবহার করে খোলা বিভিন্ন হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্টেরও সন্ধান পাওয়া গেছে।

এ প্রসঙ্গে আমার একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। সময় ২০১৩-১৪ সাল; শেখ হাসিনার শাসনামল। তখন আমি সেনাবাহিনীতে কর্মরত। ইতঃপূর্বে সেনাবাহিনীর কিছু স্পর্শকাতর পদে চাকরির সুবাদে আমার পুরোনো এক সূত্রের মারফত জানতে পারি, বাংলাদেশের যেসব কুখ্যাত সন্ত্রাসী পার্শ্ববর্তী দেশে আশ্রয় নিয়েছে, তাদের (সবাইকে নয়) সে দেশের একটি গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশে বেশকিছু গোপন (ঐরফফবহ সরংংরড়হ) কার্যক্রমে ব্যবহার করছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মিরপুরের কুখ্যাত সন্ত্রাসী শাহদাত কথিত গোয়েন্দা সংস্থাটির আশ্রয়ে পশ্চিমবঙ্গের বনগাঁয়ে অবস্থান করছে। শাহদাতের সঙ্গে ওই গোয়েন্দা সংস্থার ঢাকা অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত এক কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ আছে। প্রয়োজনে ওই কর্মকর্তা ঢাকা থেকে শাহদাতকে জানান; শাহদাত ঢাকায় তার সন্ত্রাসী সদস্যদের দিয়ে তাদের সেই কাজ করে দেয়। তাতে গোয়েন্দা সংস্থাটির সুবিধা হলো, যদি তারা ধরা পড়ে, তাহলে সবাই জানল সন্ত্রাসী শাহদাতের লোক ধরা পড়েছে। তাদের সম্পৃক্ততার কথা আর প্রকাশ পেল না।

শুধু তাই নয়, আরও কিছু সুবিধা তারা নিয়েছে। তা হলো, শাহদাতের মতো একজন সন্ত্রাসী নেতাকে আশ্রয় দিয়ে ওই সন্ত্রাসীর পুরো গ্রুপকে তারা তাদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারছে। তাদের আরও কিছু সুবিধা ছিল, বাংলাদেশে গোপন মিশন চালানোর জন্য নতুন করে কোনো সদস্যকে রিক্রুট করতে হচ্ছে না। তাদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্র দিতেও হচ্ছে না। কেবল একজন সন্ত্রাসী নেতাকে আশ্রয় দিয়েই কাজ করিয়ে নিতে পারছে। তাতে তাদের অনেক অর্থের সাশ্রয়ও হয়েছে। এ গোপন তথ্যটি পাওয়ার পর আমাদের একটি গোয়েন্দা সংস্থায় কর্মরত আমার পূর্বপরিচিত এক কর্মকর্তাকে তা জানাই। পরে খবর নিয়ে জেনেছি তিনিও তার কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন। তবে কোনো কাজ হয়েছে বলে মনে হয়নি। সম্প্রতি অগ্নিসন্ত্রাস চালাতে গিয়ে আওয়ামী লীগও মাদকাসক্ত ও ভবঘুরে মানুষদের ব্যবহার করে একইরকম সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করেছে।

অগ্নিসন্ত্রাসের নেপথ্য পরিকল্পনাকারী হিসাবে ভারতে পলাতক আওয়ামী লীগের কিছু নেতার কথা শোনা যাচ্ছে। যদিও ডিবি তাদের পরিচয় প্রকাশ করেনি। তবে হাসিনার দেশে ফেরার ঘোষণার পর জাহাঙ্গীর কবির নানককে বেশ সক্রিয় হতে দেখা গেছে। তার ভাইরাল হওয়া কিছু ভিডিওতে দেখা গেছে, হাসিনার ফিরে আসা উপলক্ষ্যে তিনি স্থানীয় নেতাকর্মীদের নানারকম নির্দেশনা দিচ্ছেন। আওয়ামী লীগের এ নেতার অতীতের রেকর্ড খুব বেশি ভালো নয়। এ নেতার বিরুদ্ধে ২০০৪ সালের ৫ জুন আওয়ামী লীগের দেশব্যাপী ২৪ ঘণ্টার ডাকা হরতালের আগের দিন সন্ধ্যায় তৎকালীন শেরাটন হোটেলের সামনে দোতালা বিআরটিসি বাসে গানপাউডার দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়ে মানুষ হত্যার অভিযোগ আছে। ওয়ান-ইলেভেনের পর তৎকালীন যুবলীগ চেয়ারম্যান শেখ ফজলুল করিম সেলিম জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেন জাহাঙ্গীর কবির নানক ও মির্জা আজমের পরিকল্পনায় বাসটিতে আগুন দেওয়া হয়েছিল। ঘটনাক্রমে এ তিনজনই এখন ভারতের নিরাপদ আশ্রয়ে রয়েছেন।

আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের কাছে দেশের জনগণ ফ্যাক্টর নয়। জনগণের সমর্থন বা মনোভাব তাদের কাছে খুব কমই গুরুত্ব পায়। তা না হলে তাদের শাসনামলে জনগণের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিয়ে গুম-খুন করে, গুলি করে পাখির মতো শিশুসহ সহস্রাধিক মানুষ হত্যা করেও ক্ষমা চাওয়া তো দূরে থাক, ন্যূনতম অনুশোচনার বিন্দুমাত্র লক্ষণও তাদের কারও ভেতর দেখা যাচ্ছে না; বরং মানুষ হত্যার দায়িত্ব অন্যের ওপর চাপিয়ে নির্লজ্জের মতো এখনো নিজেদের নির্দোষ দাবি করছেন।

ওদিকে হাসিনা এত মানুষ হত্যার পরও দেশের সাধারণ মানুষ নতুন করে আবার তাকে গ্রহণ করবে কী করবে না, সে বিবেচনা তার মধ্যে নেই। যেসব নেতাকর্মীকে দেশব্যাপী অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে রেখে নিজ বংশ ও পরিবারের সবাইকে নিয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছেন, সেই নেতাকর্মীদেরই তিনি আবার অগ্নিসন্ত্রাসে নামিয়ে দিয়ে দেশজুড়ে চরম বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন।

বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত মনে হলেও আওয়ামী লীগ কিন্তু বসে নেই। হাসিনা ও তার নেতাকর্মীরা যে করেই হোক, দেশের অভ্যন্তরে এমন অরাজকতা সৃষ্টি করবে, যাতে সেই পরিস্থিতির একটা সুযোগ নেওয়া যায়। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে পরাজয়ের পর হাসিনা ঘোষণা দিয়েছিলেন, বেগম খালেদা জিয়াকে তিনি এক মুহূর্তও শান্তিতে থাকতে দেবেন না এবং তিনি তাই করেছিলেন। সে সময় পতিত স্বৈরাচার ও স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে আঁতাত করে দেশব্যাপী অবর্ণনীয় জ্বালাও-পোড়াও করেছিলেন। ২০০১ সালে নির্বাচনে পরাজয়ের পরও সরকারবিরোধী আন্দোলনের নামে হাসিনা দেশকে কোন পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, তা বলার প্রয়োজন নেই। ২০০৬ সালের অক্টোবরে এ আওয়ামী লীগের কর্মীরাই প্রকাশ্যে হাসিনার ধরিয়ে দেওয়া 'লগি-বৈঠা' দিয়ে পিটিয়ে কী নির্মমভাবে মানুষ হত্যা করেছে, সেই স্মৃতি এখনো মানুষের মন থেকে মুছে যায়নি। কাজেই নিজস্ব স্বার্থে তারা যে কতটা নৃশংস হতে পারে, তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

দেশের বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে অনেকে হয়তো মনে করতে পারেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তাৎক্ষণিক কিছু কার্যক্রমের ফলে অগ্নিসন্ত্রাস স্তিমিত হয়ে পড়েছে। তবে এটা ঠিক, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ও গোয়েন্দা সদস্যদের এখন আগের চেয়ে তৎপর দেখা যাচ্ছে। এ কারণে মনে হতেই পারে, বোমাবাজি কিংবা অগ্নিসংযোগের ঘটনা হয়তো তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। এ অনুমান কতটুকু বাস্তবসম্মত, তা হয়তো আগামী দিনগুলোতেই বোঝা যাবে। তবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলে, বর্তমানে 'লাল পিরিয়ড' চলছে। সেনাবাহিনীতে এ শব্দটি বেশি প্রচলিত। একটি ব্যাটল শেষে পরবর্তী ব্যাটলের প্রস্তুতির জন্য সাময়িক যে যুদ্ধবিরতি চলে, তাকেই 'লাল পিরিয়ড' বলে। আওয়ামী লীগের এখন হয়তো সেই 'লাল পিরিয়ড' চলছে। চলতি মাসের ককটেল বিস্ফোরণ ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা তাদের ট্রায়াল হতে পারে। অর্থাৎ প্রাথমিক এ অগ্নিসন্ত্রাসের ফলে জনগণ, সরকার এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা এবং সে প্রতিক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করেই হয়তো তারা তাদের পরবর্তী কোর্স অফ অ্যাকশন নির্ধারণ করবে।

শেখ হাসিনা ও তার পলাতক শীর্ষ নেতারা জানেন, সহজ পথে রাজনীতিতে ফিরে আসার সুযোগ তাদের জন্য খুবই ক্ষীণ। কাজেই ঘোষিত ডিসেম্বরকে টার্গেট করে এমন কর্মসূচি নিয়েই তারা মাঠে নামবেন, যাতে ফিরে আসার সহায়ক কোনো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এমনও হতে পারে, এ অক্টোবরের গোড়াতেই তাদের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়ে যেতে পারে। তাদের উদ্দেশ্য কতটুকু সফল হবে, তা এ মুহূর্তে না বলা গেলেও আগামী দুই মাস যে তারা দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটানোর সব চেষ্টাই করে যাবে, তেমন ইঙ্গিতই যেন পাওয়া যাচ্ছে। কাজেই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকেও সে কথা বিবেচনায় নিয়েই করণীয় ঠিক করতে হবে।

নর্থাম্পটনশায়ার বিএনপিতে নতুন নেতৃত্ব

দীর্ঘদিনের বিরতির পর যুক্তরাজ্যের নর্থাম্পটনশায়ারে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির পাঁচ সদস্যের আংশিক কমিটি গঠন করা হয়েছে। নতুন নেতৃত্বকে ঘিরে নেতাকর্মীদের মধ্যে শুরু হয়েছে সাংগঠনিক তৎপরতা। দলকে আরও সুসংগঠিত, শক্তিশালী ও গতিশীল করার প্রত্যয় জানিয়েছেন নবনির্বাচিত নেতারা।

নতুন কমিটিতে সভাপতি আহাদুর রহমান সুহেল, সিনিয়র সহসভাপতি হেকিম আলি মনসুর, সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহিম আলি, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল কাইয়ুম এবং সাংগঠনিক সম্পাদক সফি উদ্দিন দায়িত্ব পেয়েছেন।

নতুন কমিটি ঘোষণার পর সোমবার রাতে নর্থাম্পটন এনবি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয় মতবিনিময় সভা। নবনির্বাচিত সভাপতি আহাদুর রহমান সুহেলের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহিম আলীর পরিচালনায় সভায় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী ছাড়াও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় নতুন নেতৃত্বের সাংগঠনিক পরিকল্পনা ও ভবিষ্যৎ কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা হয়। নেতারা বলেন, নর্থাম্পটনশায়ারে দলের সাংগঠনিক ভিত্তি আরও শক্তিশালী করতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। একই সঙ্গে নেতাকর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন নবনির্বাচিত সিনিয়র সহসভাপতি হেকিম আলি মনসুর, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল কাইয়ুম, সাংগঠনিক সম্পাদক সফি উদ্দিন, সাবেক সভাপতি হাজী হারুন আলী, সাবেক সহসভাপতি সফিক আলী, শাহ মোস্তাক আহমদ, আব্দুস সালাম এবং যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক তৈয়বুর রহমান হুমায়ুনসহ অন্যরা।

বক্তারা নতুন কমিটির মাধ্যমে নর্থাম্পটনশায়ারে দলের সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও গতিশীল করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। দীর্ঘদিন পর নতুন নেতৃত্ব আসায় নেতাকর্মীদের মধ্যেও উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

সভা শেষে নবনির্বাচিত নেতৃবৃন্দকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান নর্থাম্পটন বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি সলিসিটর জাবির মিয়া জেপি এবং ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর এনামুল হক। নতুন কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে নর্থাম্পটনশায়ারে বিএনপির সাংগঠনিক কার্যক্রম নতুন করে গতি পাওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন উপস্থিত নেতাকর্মীরা। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা হাজী উস্তার আলী স্মরণে দোয়া মাহফিল

যুক্তরাজ্যের হেস্টিংস শহরের বাসিন্দা ও ছাতক উপজেলার পালপুরের কৃতী সন্তান, বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা ও সমাজসেবী হাজী উস্তার আলী স্মরণে পূর্ব লন্ডনের বায়তুল আমান জামে মসজিদে স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ২৭ আগস্ট বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব বায়তুল আমান জামে মসজিদে আয়োজিত এ স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিলে সভাপতিত্ব ও পরিচালনা করেন মসজিদের ইমাম ও খতিব মাওলানা আব্দুল মালিক চৌধুরী।

এতে বক্তব্য দেন মাওলানা আব্দুল কুদ্দুছ, মরহুমের জামাতা ও কমিউনিটি নেতা এম এ মুকিত, আশরাফ গাজী, আব্দুর রহিম বেগ, সাংবাদিক সৈয়দ জহুরুল হক প্রমুখ।

বক্তারা হাজী উস্তার আলীর সমাজসেবামূলক কর্মকা– ও কমিউনিটির জন্য তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করেন। তাঁরা মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত করা হয়। পরে মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা আব্দুল মালিক চৌধুরী। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের সম্মেলন

উপলক্ষে 'ঐক্যের বন্ধন' ম্যাগাজিন প্রকাশের উদ্যোগ

গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের উদ্যোগে আগামী ১১ অক্টোবর ২০২৬, রোববার দুপুর ২টায় লন্ডনের দ্য অ্যাট্রিয়াম হলে অনুষ্ঠিত হবে 'সম্মেলন ২০২৬'। সম্মেলন উপলক্ষে 'ঐক্যের বন্ধন' শীর্ষক একটি বিশেষ ম্যাগাজিন প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ম্যাগাজিনটিতে সিলেট বিভাগের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও গৌরবময় নানা দিক নিয়ে প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশের পাশাপাশি বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের শুভেচ্ছাবাণী স্থান পাবে। একই সঙ্গে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বিজ্ঞাপন প্রকাশের সুযোগও থাকছে।

আয়োজনকে সফল ও সমৃদ্ধ করতে আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এর মধ্যে লেখা, শুভেচ্ছাবাণী ও বিজ্ঞাপন দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের কেন্দ্রীয় কনভেনর ও কমিউনিটি লিডার মোহাম্মদ মকিস মনসুর এবং সদস্যসচিব ড. মুজিবুর রহমান। আয়োজকেরা বলেন, সিলেটের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরার পাশাপাশি প্রবাসী সিলেটিদের ঐক্যের বন্ধন আরও সুদৃঢ় করা এবং মানবতার কল্যাণ ও কমিউনিটির উন্নয়নে কাজ করার প্রত্যয়ে সম্মেলনটি আয়োজন করা হচ্ছে। সংগঠনের আগামী দিনের অগ্রযাত্রায় সবার আন্তরিক সহযোগিতা ও সুচিন্তিত পরামর্শ কামনা করেন তাঁরা। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

HAMLET ACCOUNTANTS
ACCA
Chartered Certified Accountants & Tax Advisers
Our Services:
- Limited Company Accounts
- Self Assesment Tax Return
- Company formations
- Charity registration & Accounts
- VAT
- Payroll & CIS tax
- HMRC Investigation & Penalty Appeal
- Property Tax
266-268 Bethnal Green Road
London E2 0AG
info@hamletaccountants.co.uk
www.hamletaccountants.co.uk
Call us today:
020 3720 0406
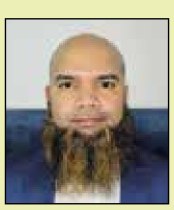
Sulaman R Chowdhury ACCA
Principal
*Special discount for Minicab and Small businesses
*FREE Tax and Business Consultancy Services

feast & Mishti
Restaurant & Sweetmeat
ফিস্ট: হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট
যত খুশি তত খান
বাফেট £15.99
৩০+ আইটেম
Under 7's £7.99

৬০ ও ৩৫ জনের ২টি প্রাইভেট রুমসহ ২০০ সিট
For Party Booking: 020 7377 6112
245-247, Whitechapel Road, London E1 1DB

Islamic & English
Nikah Registered Kazi, London
ইসলামিক এন্ড ইংলিশ
নিকাহ রেজিষ্ট্রার্ড কাজী, লন্ডন
Charity No: 125118
Madinatul Uloom Welfare Trust UK
মদীনাতুল উলূম ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে চ্যারিটি কমিশনের পক্ষ থেকে লন্ডনের জনসাধারনের সুবিধার্থে মুসলিম নিকাহ, ম্যারিজে সার্টিফিকেট এবং ডিভোর্স সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।
Madinatul Uloom Welfare Trust UK provides Muslim Nikah (Islamic marriage), Marriage Certificates, and Divorce Certificates for the benefit and convenience of the public in London, under the auspices of the UK Charity Commission.
জামেয়া ইসলামিয়া মদীনাতুল উলুম মাদ্রাসা
নয়া লম্বাহাটি, ছাতক, সুনামগঞ্জ, বাংলাদেশ
উক্ত মাদ্রাসার পক্ষ থেকে দেশবাসী ও প্রবাসী মুসলমান ভাই ও বোনদের খেদমতে সাহায্যের আবেদন রইলো। শিশু শ্রেণী থেকে দাওরায়ে হাদিস (মাস্টার্স) পর্যন্ত। ৭৫০ জন গরিব এতিম ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করছেন। উক্ত মাদ্রাসায় আপনাদের লিল্লাহ, সাদাকা, যাকাত, ফিতরা ছাত্রছাত্রীদের জন্য মুক্তহস্তে দান করুন।

UK Bank Details: HSBC Bank
Ac No: 41538829
Sort Code: 40-02-33

লন্ডনে আরবি ও ইসলামিক পড়ানোর ব্যবস্থা রয়েছে।
দক্ষ ইমামদের দ্বারা বাচ্চাদের পড়ানো হয়, কুরআন, হাদিস, ফিকহ, সিরাহ, দোয়া
আল-কিবলা হজ্ব উমরাহ সার্ভিস
দক্ষ আলিমদের সাথে হজ্ব ও ওমরাহ করার সুবিধা প্রতি মাসে আমাদের গ্রুপ প্যাকেজ রয়েছে।
AlQibla
কাজী মাওলানা শামছুল হক (ছাতকী)
খতিব, আল-আকসা মসজিদ, ডকল্যান্ড, লন্ডন
প্রিন্সিপাল, জামেয়া ইসলামিয়া মদীনাতুল উলুম মাদ্রাসা, ছাতক
চেয়ারম্যান, মদীনাতুল উলুম ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে
Mob: +44 7484 639461 | E-mail: shamsul1977@hotmail.co.uk

বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকে নির্বাচন ১৮ অক্টোবর

নরউইচে গুলজার-কুদ্দুছ-মনির প্যানেলের নির্বাচনী প্রচারণা

আগামী ১৮ অক্টোবর অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকের নির্বাচনকে সামনে রেখে যুক্তরাজ্যের নরউইচে গুলজার-কুদ্দুছ-মনির প্যানেলের নির্বাচনী প্রচারণা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় প্যানেলের প্রার্থীরা ট্রাস্টের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়ন এবং সাংগঠনিক পরিকল্পনা নিয়ে তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী আব্দুল কুদ্দুছ ও ট্রাস্টি ইফতেখার আলম মুকুল। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ ট্রাস্টি ওয়ারিস উদ্দিন।

২৪ সেপ্টেম্বর নরউইচ শহরের স্পাইস লাউঞ্জ রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত সভায় ট্রাস্টিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বর্তমান সভাপতি মাফিজ খান, ফয়জুল হক, মোহাম্মদ আলী, কালাম মিয়া, গিয়াস মিয়া, অ্যাকাউন্টেন্ট কাওসার আহমেদ, শাহনূর আলী, বাবুল মিয়া ও জামিল খানসহ নরউইচের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাচনী প্রচারণায় প্যানেলের বিভিন্ন পদপ্রার্থী তাঁদের পরিকল্পনা ও অঙ্গীকার তুলে ধরেন। সভাপতি পদপ্রার্থী গুলজার খান, কোষাধ্যক্ষ পদপ্রার্থী মনির আহমেদ, সহসভাপতি পদপ্রার্থী অধ্যাপক ফরিদ আহমেদ ও কবীর মিয়া বক্তব্য দেন।

এ ছাড়া সহকারী সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী শরিফুল ইসলাম, সহকারী কোষাধ্যক্ষ পদপ্রার্থী তোফাজ্জল আলম, প্রেস অ্যান্ড পাবলিসিটি সেক্রেটারি পদপ্রার্থী খালেদ মাসুদ রনি এবং কালচারাল সেক্রেটারি পদপ্রার্থী মদরিস আলী মফজ্জুল বক্তব্য রাখেন।

এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য পদপ্রার্থী আজিজুর রহমান খান রাজু, মোহাম্মদ জি এ ফয়সাল, শাহ তাজুল ইসলাম,

আজিজুর রহমান, অ্যাকাউন্টেন্ট সিরাজুল ইসলাম, দেলোয়ার হোসাইন, আব্দুল ওয়াদুদ, কবীর মিয়া, শফিক মিয়া, মনির উদ্দিন সুফি, নজরুল ইসলাম নজু, সাদেক আলী, আব্দুল ওয়াহিদ ও কামাল উদ্দিন।

এ ছাড়া তৌফিকুর রহমান লাকি, আবজল খেলু মিয়া, আফজাল হোসেন, কিনু মিয়া, মনির উদ্দিন বশির, ফারুক মিয়া, কদর উদ্দিন, আকলুছ মিয়া, শেবুল আহমেদ, আজিজুর রহমান রুমেল, রুহেল ইসলাম ও শামীম নূরও তাঁদের বক্তব্যে ট্রাস্টের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম নিয়ে মতামত দেন।

সভাপতি পদপ্রার্থী গুলজার খান বলেন, বিগত নির্বাচনে দেওয়া প্রতিশ্রুতির অধিকাংশই তিনি বাস্তবায়ন করেছেন। নির্বাচিত হলে বাংলাদেশে ট্রাস্টের শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রম সম্প্রসারণের পাশাপাশি শিক্ষা, সামাজিক কর্মকাণ্ড ও কমিউনিটির কল্যাণে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী আব্দুল কুদ্দুছ বলেন, প্রবাসীদের সম্মিলিত সহযোগিতা ও অংশগ্রহণে ট্রাস্টের কার্যক্রমকে আরও সুসংগঠিত ও বিস্তৃত করা সম্ভব। এ জন্য যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরে বসবাসরত বিশ্বনাথের প্রবাসীদের সঙ্গে সমন্বয় বাড়ানোর পাশাপাশি সংগঠনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দেন তিনি।

কোষাধ্যক্ষ পদপ্রার্থী মনির আহমেদ বলেন, নির্বাচিত হলে মানসম্মত ও যুগোপযোগী শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে বৃহত্তর বিশ্বনাথের শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান রাখার চেষ্টা করবেন। পাশাপাশি ট্রাস্টের তহবিল সুরক্ষিত রেখে আর্থিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার এবং নতুন প্রজন্মকে সংগঠনের কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

সভায় বক্তারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকে শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ভবিষ্যতে এসব কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার পাশাপাশি সময়ের চাহিদা অনুযায়ী নতুন উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে।

তাঁরা বলেন, প্রবাসীদের সহযোগিতায় পরিচালিত এই সংগঠনের মাধ্যমে বৃহত্তর বিশ্বনাথের শিক্ষার্থীদের সহায়তা, শিক্ষা বিস্তার এবং সামাজিক কল্যাণে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে সংগঠনের সদস্যদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও ঐক্য গুরুত্বপূর্ণ বলে তাঁরা উল্লেখ করেন।

সভায় প্যানেলের প্রার্থীরা নির্বাচিত হলে তাঁদের ঘোষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সম্মিলিতভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। একই সঙ্গে ট্রাস্টের শিক্ষা কার্যক্রম, সামাজিক উদ্যোগ এবং কমিউনিটির সঙ্গে সম্পৃক্ততা আরও বাড়ানোর প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়।

আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে মিডল্যান্ডস ডিভিশনের কর্মসূচি শুরু

আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে মিডল্যান্ডস ডিভিশনের দুই মাসব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে ব্রাঞ্চসমূহ সফর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২৭ সেপ্টেম্বর রবিবার বেলা ২টায় সংগঠনের বার্মিংহাম ব্রাঞ্চের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সভায় ব্রাঞ্চের কার্যক্রম আরও গতিশীল ও বেগবান করার জন্য দায়িত্বশীলদের প্রতি আহ্বান জানান নেতৃবৃন্দ। সংগঠনের কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করতে দায়িত্বশীলদের সক্রিয় ভূমিকা পালনের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

বার্মিংহাম ব্রাঞ্চের সভাপতি মাওলানা বদরুল হক খানের সভাপতিত্বে এবং

সেক্রেটারি হাফিজ শামীম আল মামুন রুমেলের সঞ্চালনায় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে মিডল্যান্ডস ডিভিশনের প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ খুরশিদ-উল হক।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মিডল্যান্ডস ডিভিশনের সহসভাপতি মাওলানা রফিক আহমদ, জেনারেল সেক্রেটারি মাওলানা মোহাম্মদ হুসাম উদ্দিন আল-হুমায়দী এবং মেম্বারশিপ সেক্রেটারি মাওলানা আব্দুল মুনিম। সভা শুরুর আগে কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফিজ আবুল হোসাইন।

এতে আরও উপস্থিত ছিলেন বার্মিংহাম ব্রাঞ্চের সহসভাপতি আব্দুল গফুর, ট্রেজারার সাহাব উদ্দিন, জয়েন্ট ট্রেজারার মুহাম্মদ হারুনুর রশিদ, ট্রেনিং অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট সেক্রেটারি আসাদুর রহমান, নির্বাহী সদস্য হাজী আব্দুল বাহার, আমিনুর রহমান, হাজী তেরা মিয়া ও হাজী মাসুক মিয়াসহ সংগঠনের অন্যান্য দায়িত্বশীলরা। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

স্টেপনি গ্রিনে ৪০৭টি ঘর নির্মাণ প্রকল্পের কাজ উদ্বোধন

প্রথম ধাপে ১০৯ কাউন্সিল হোম

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের "মেয়রস এক্সিলারেটেড হাউজিং প্রজেক্ট" (এইচএপি) এর উচ্চাভিলাষী কর্মসূচির আওতায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বাড়িঘর নির্মাণের লক্ষ্যে স্টেপনি গ্রিনে হ্যারিয়ট, অ্যাপসলি ও প্যাটিসন হাউস পুনর্নির্মাণ প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের

মূল নির্মাণ কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় দুই পর্যায়ে মোট ৪০৭টি নতুন বাসস্থান নির্মাণ করা হবে।

আবাসনের পাশাপাশি থাকছে একটি নতুন কমিউনিটি সেন্টার, উন্নত পাবলিক রিয়াম বা জনসাধারণের ব্যবহারযোগ্য উন্মুক্ত স্থান এবং পুরো এলাকা জুড়ে যোগাযোগ ও সংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন।

প্রথম পর্যায়ে নতুন কমিউনিটি সেন্টারের প্রথম ধাপও নির্মিত হবে। ইতোমধ্যে প্রস্তুতিমূলক কাজ সম্পন্ন হয়েছে, যার ফলে এখন দুটি আবাসিক ভবন নির্মাণ করা যাবে। এই দুই ভবনেই থাকবে ১০৯ টি নতুন বাসস্থান, যার মধ্যে বর্তমান বাসিন্দাদের জন্য পুণঃআবাসনের ব্যবস্থাও রয়েছে।

২৪ সেপ্টেম্বর প্রকল্পস্থলে আয়োজিত গ্রাউন্ড ব্রেকিং অর্থাৎ খননকাজের মাধ্যমে নির্মাণ কাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা ঘোষণা করা হয়। ২০২৯ সালে নতুন বাসস্থানে প্রথম বাসিন্দাদের ওঠার কথা রয়েছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান এবং হাউজিং বিষয়ক ক্যাবিনেট সদস্য কাউন্সিলর সাঈদ আহমেদ। কাউন্সিলের হাউজিং বিষয়ক কর্পোরেট ডিরেক্টর ডেভিড জয়েস সহ ঊর্ধ্বতন নির্বাহী কর্মকর্তা এবং কাউন্সিলের নির্মাণ পার্টনার প্রতিষ্ঠান ভিস্ত্রির এমডিসহ প্রতিনিধিরাও এতে যোগ দেন।

এ বছরের শুরুতে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল ও নির্মাণকারী কোম্পানী ভিস্ত্রির মধ্যে ডেভেলপমেন্ট এগ্রিমেন্ট এবং প্রথম পর্যায়ের নির্মাণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির মাধ্যমে প্রকল্পটির দীর্ঘমেয়াদি বাস্তবায়ন নিশ্চিত হয়েছে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

নির্মাণকালে স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য কর্মসংস্থান, শিক্ষানবিশ (অ্যাপ্রেন্টিসশিপ), প্রশিক্ষণ ও কাজের অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ তৈরি হবে। ভিস্ত্রি স্থানীয় স্কুল, কলেজ ও কমিউনিটি সংগঠনের সঙ্গে মিলে দক্ষতা উন্নয়ন, স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম এবং কাউন্সিলের অগ্রাধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অন্যান্য উদ্যোগে সহায়তা করবে।

নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, "টাওয়ার হ্যামলেটস ভবিষ্যতের জন্য নির্মাণ করছে। লন্ডনে যখন প্রকৃত অর্থে সাশ্রয়ী মূল্যের বাসস্থানের তীব্র প্রয়োজন, তখন স্থানীয় পরিবারগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় উচ্চমানের কাউন্সিল হাউজিং আমরা বাস্তবে রূপ দিচ্ছি।" তিনি আরও বলেন, "স্টেপনি গ্রিনে নির্মাণকাজ শুরু হওয়া আমাদের উচ্চাভিলাষী গৃহনির্মাণ কর্মসূচির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। আমাদের অঙ্গীকার শুধু আরও বাসস্থান নির্মাণ নয়, বরং এমন শক্তিশালী ও প্রাণবন্ত নেইবারহুড বা পাড়া গড়ে তোলা, যেখানে আমাদের কমিউনিটির প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা ও পাবলিক স্পেস থাকবে।"

টাওয়ার হ্যামলেটসে ব্যবসা সহায়তা পেলেন ২৫২ জন

নতুন উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে আসা উচ্চাকাঙ্ক্ষী উদ্যোক্তা থেকে শুরু করে ব্যবসা সম্প্রসারণে আগ্রহী প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী-সবাইকেই তাদের ব্যবসায়িক যাত্রার পরবর্তী ধাপে এগিয়ে যেতে সহায়তা করছে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল।

গত আট মাসে, টাওয়ার হ্যামলেটস বিজনেস সাপোর্ট প্রোগ্রামের সুবিধা নিয়েছেন ২৫২ জন বাসিন্দা ও ব্যবসায়ী, ব্যবসায়িক পরিকল্পনা তৈরি করতে এবং তহবিল প্রাপ্তির সুযোগে প্রবেশাধিকার পেতে সহায়তা করার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়।

উদ্যোক্তাদের যাত্রার প্রতিটি ধাপে সহায়তা করার লক্ষ্যে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল বিভিন্ন ধরনের বিজনেস সাপোর্ট প্রোগ্রাম পরিচালনা করেছে। সাপোর্ট ফর স্টার্টআপ এর মাধ্যমে ১০০ টি প্রাথমিক পর্যায়ের ব্যবসা দিকনির্দেশনা

যারা পেয়েছেন উপযোগী পরামর্শ, বিশেষজ্ঞ পরামর্শদান, ব্যবহারিক কর্মশালা এবং আর্থিক সহায়তা, যার লক্ষ্য ব্যবসা শুরু, সম্প্রসারণ ও সফলভাবে টিকিয়ে রাখতে সহায়তা করা।

এই সপ্তাহে টাওয়ার হ্যামলেটস টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয় একটি উদযাপন অনুষ্ঠান, যেখানে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের জন্য ছিল একটি সেমিনার এবং নেটওয়ার্কিংয়ের সুযোগ। এছাড়া উদ্যোক্তাদের জন্য অ্যালিয়া পরিচালিত একটি পিচিং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগও ছিল, যেখানে বিজয়ীরা তাদের ব্যবসা এগিয়ে নিতে পেয়েছেন ৫,০০০ পাউন্ড।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাপোর্ট ফর স্টার্টআপস কর্মসূচির সঙ্গে অংশীদারিত্ব করছে অ্যালিয়া, যা একটি বিনামূল্যের কর্মসূচি এবং উদ্যোক্তাদের এগিয়ে যেতে, পেয়েছে। অন্যদিকে থিংক স্টার্টআপ ২ কর্মসূচি ব্যবহারিক ও হাতে-কলমে সহায়তার মাধ্যমে ৩০ জন বাসিন্দাকে নতুন ব্যবসায়িক ধারণা যাচাই ও বিকশিত করতে সহায়তা করেছে। সাপোর্টেড অ্যাক্সেস টু ফিন্যান্স২ কর্মসূচি প্রশিক্ষণ, ব্যবসায়িক পরিকল্পনা ও তহবিল প্রাপ্তির সুযোগের মাধ্যমে ৭২ জন উচ্চাকাঙ্ক্ষী উদ্যোক্তাকে সহায়তা করেছে, যার ফলে ৫৩টি নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবং ৫০ জন অংশগ্রহণকারী তাদের উদ্যোগ চালু করতে পেয়েছেন ২,৫০০ পাউন্ড করে অনুদান। এছাড়া কাউন্সিল উইমেন মিন বিজনেস২ কর্মসূচির মাধ্যমে ৫০টি নারী-নেতৃত্বাধীন ব্যবসাকে সহায়তা করেছে, যেখানে কর্মশালা, একক-পরামর্শ ও উপযোগী প্রবৃদ্ধি পরিকল্পনার মাধ্যমে তাদের উদ্যোগ শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করতে সহায়তা করা হয়েছে।

লন্ডনে কুলাউড়া উপজেলা ফুটবল প্রতিযোগিতায় পৌরসভা চ্যাম্পিয়ন

খেলাধুলার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ সুদৃঢ় করা এবং প্রবাসে বেড়ে ওঠা কুলাউড়ার নতুন প্রজন্মের সঙ্গে অগ্রজদের সম্মিলনের প্রত্যয়ে যুক্তরাজ্যের লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয়েছে আন্ত:কুলাউড়া উপজেলা ফুটবল প্রতিযোগিতা ২০২৬। কুলাউড়া স্পোর্টিং ক্লাব ইউকের উদ্যোগে গত ২০ সেপ্টেম্বর পূর্ব লন্ডনের স্টেপনি গ্রিন অ্যাস্ট্রোটার্ফ মাঠে দিনব্যাপী এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

কুলাউড়া উপজেলার পৌরসভাসহ বিভিন্ন ইউনিয়নের মোট ১১টি ফুটবল দল এতে অংশ নেয়। প্রতিযোগিতা উপভোগ করতে দল-মত নির্বিশেষে বিপুলসংখ্যক কুলাউড়াবাসী মাঠে উপস্থিত হন। বিভিন্ন ইউনিয়ন ও পৌরসভার সমর্থকেরা নিজ নিজ দলের সমর্থনে বর্ণিল জার্সি পরে মাঠে এসে খেলোয়াড়দের উৎসাহ দেন। উৎসবমুখর এ আয়োজনে লন্ডনের পাশাপাশি বার্মিংহাম, ম্যানচেস্টার, কার্ডিফ, লিভারপুল, লুটনসহ ব্রিটেনের বিভিন্ন শহর থেকে কুলাউড়ার প্রবাসীরা ছুটে আসেন।

প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এ প্রতিযোগিতায় নবীন-প্রবীণের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিটি দল ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করে। তবে ফাইনালে কুলাউড়া পৌরসভা ১-০ গোলে ভাটেরা ইউনিয়নকে পরাজিত করে প্রথমবারের মতো আয়োজিত আন্তঃকুলাউড়া উপজেলা ফুটবল প্রতিযোগিতা ২০২৬-এর চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ভাটেরা ইউনিয়ন রানার্সআপ হয়। সেমিফাইনালে ভাটেরা ইউনিয়ন টাইব্রেকারে বরমচাল ইউনিয়নকে এবং কুলাউড়া পৌরসভা জয়চ-ী ইউনিয়নকে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে।

খেলা শেষে বিকেলে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কুলাউড়া আন্তঃউপজেলা ফুটবল পরিচালনা কমিটির অন্যতম সদস্য রুহুল আমিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন জুবেদ চৌধুরী ফুটবল একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা ও কুলাউড়া আন্তঃউপজেলা ফুটবল পরিচালনা কমিটির অন্যতম সদস্য এমদাদুল মান্নান তারহাম।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে কুলাউড়াবাসী হিসেবে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটসের সাবেক স্পিকার কাউন্সিলর সাবিনা আক্তার, নিউহ্যাম কাউন্সিলের সাবেক স্পিকার কাউন্সিলর রহিমা বেগম, কুলাউড়ার সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান এ কে এম শফি আহমেদ সলমান, বাংলা কাগজের নির্বাহী সম্পাদক রিয়াদ আহাদ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রেজাউল হায়দার রাজু, কুলাউড়া ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ইউকের সাবেক সভাপতি শরীফুজ্জামান চৌধুরী তপন, কুলাউড়া ফুটবল খেলোয়াড় কল্যাণ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শামস উদ্দিন জামাল, সাবেক সভাপতি সাহেদ উদ্দিন চৌধুরী ও আহবাব হোসেন খান বাপ্পি, কুলাউড়া আন্তঃউপজেলা ফুটবল পরিচালনা কমিটির সদস্য মকসুদ হোসেন, আলতাফ হোসেন, সৈয়দ ফয়জুল ইসলাম, লাকি আহমদ, সুয়েব আহমেদ, মিজানুর রহমান রুমান, নজরুল ইসলাম প্রমুখ।

উল্লেখ্য, আন্তঃকুলাউড়া উপজেলা ফুটবল প্রতিযোগিতা ২০২৬-এর পৃষ্ঠপোষকতায় ছিলেন রিমঝিম রেস্টুরেন্টের স্বত্বাধিকারী শওকত হোসেন ও মাইলস্টোন জুয়েলারির স্বত্বাধিকারী ইমরান শাফি রুমেল। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী দলগুলো হলো-কুলাউড়া পৌরসভা, বরমচাল ইউনিয়ন, ভুকশিমইল ইউনিয়ন, কাদিপুর ইউনিয়ন, জয়চন্ডী ইউনিয়ন, কর্মধা ইউনিয়ন, ব্রাহ্মণবাজার ইউনিয়ন ও পৃথিমপাশা ইউনিয়ন। প্রতিযোগিতায় সেরা খেলোয়াড় ও সর্বোচ্চ গোলদাতার গৌরব অর্জন

আল ইসলাহ্ ইউকে গ্রেটার লন্ডন ডিভিশনের নতুন কমিটির সংবর্ধনা

আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে, ব্রমলী বাই বো'র উদ্যোগে গ্রেটার লন্ডন ডিভিশনের নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। গত ২৮ সেপ্টেম্বর পূর্ব লন্ডনের ব্রমলী বাই বো মসজিদে উৎসবমুখর পরিবেশে এ সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের ব্রমলী বাই বো'র প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুক্তার মিয়ার সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি আলহাজ্ব আব্দুল মান্নানের পরিচালনায় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন গ্রেইটার লন্ডন ডিভিশনের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মাওলানা আব্দুল কাহহার।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন নবনির্বাচিত সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস। এ ছাড়া টাওয়ার হ্যামলেটসের সাবেক স্পিকার খালেস উদ্দিন আহমেদ ও কাউন্সিলর এ কে এম হেলাল বক্তব্য দেন।

সভায় উপস্থিত ছিলেন বো ওয়েস্ট অর্গানাইজেশন মসজিদের খতিব মাওলানা সিরাজুল ইসলাম সাদ, ব্রমলী বাই বো মসজিদের ইমাম হাফিজ মাওলানা লুৎফুর রহমান, টাওয়ার হ্যামলেটস কেয়ারার অর্গানাইজেশনের সেক্রেটারি আমীর উদ্দিন, টাওয়ার হ্যামলেটস ব্রাঞ্চের সহ-সভাপতি মুফতি আব্দুল ওয়াদুদ, সেক্রেটারি ক্বারী আব্দুল মুহিত, কমিউনিটি নেতা মনির আহমেদ, মশাহিদ আহমেদ, আক্তার হোসেন, মফিজ মিয়া, আব্দুর রউফ, ইমরুল প্রমুখ।

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন ক্বারী সজ্জাদ মিয়া, আবুল হাসান, ইছন মিয়া, হাজী ইলিয়াছ সাজু, সাঈদ, আং কাদির, আং আজিজ, রাজু আহমেদ, আং রহমান, নাজিম উদ্দিনসহ এলাকার বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে আল ইসলাহ ব্রমলী বাই বো'র পক্ষ থেকে ফুলের তোড়া দিয়ে গ্রেইটার লন্ডন ডিভিশনের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মাওলানা আব্দুল কাহহার, সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস, ট্রেনিং সেক্রেটারি কাউন্সিলর মাওলানা ফয়ছল আহমেদ, এডুকেশন সেক্রেটারি মাওলানা আবুল হাসান, ওয়েলফেয়ার সেক্রেটারি দেলওয়ার হোসেন, মেম্বারশিপ সেক্রেটারি মাওলানা সুফিয়ান বিল্লাহ এবং সদস্য ক্বারী আং শহীদকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। পরিশেষে দোয়া ও নৈশভোজের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

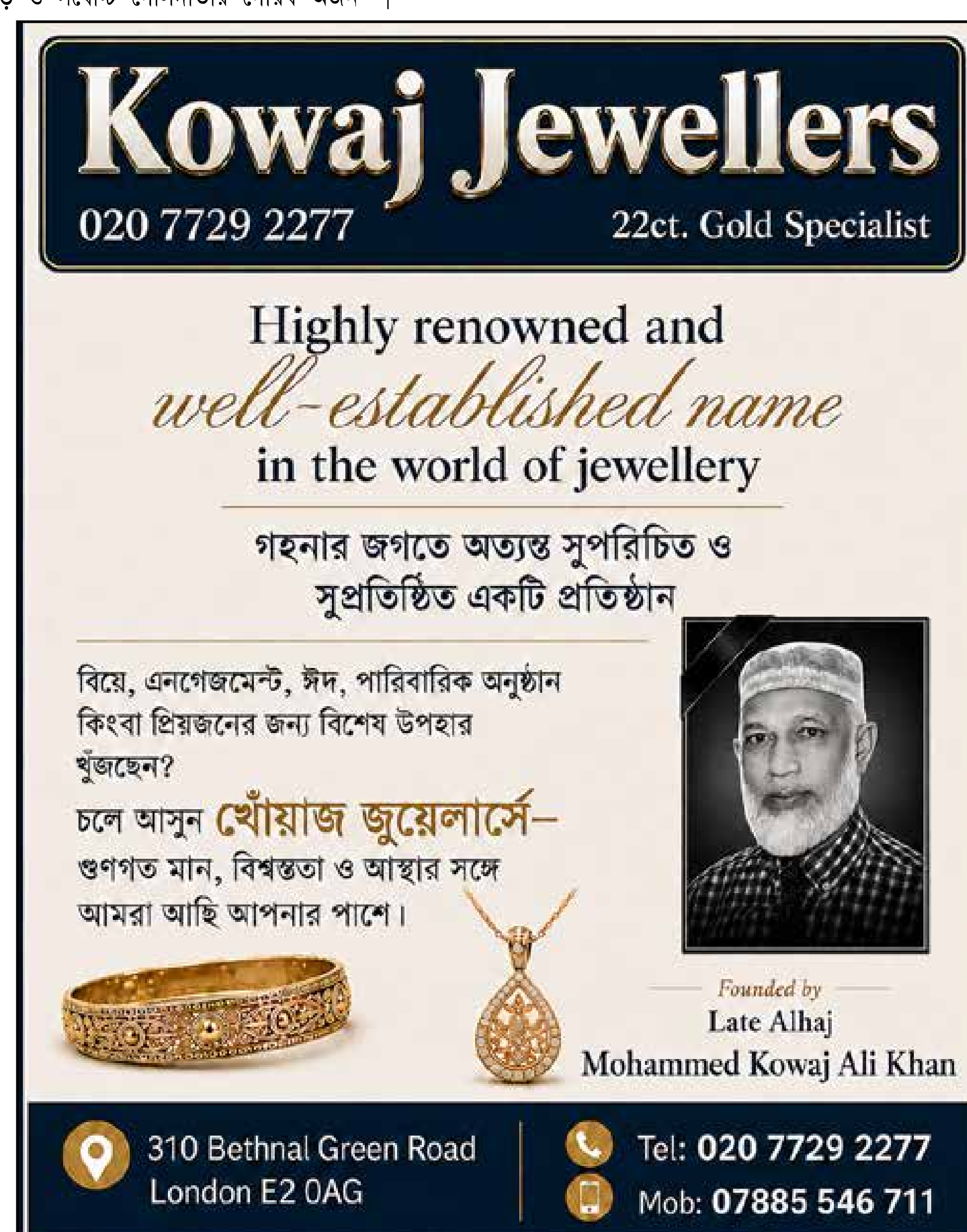

বাংলাদেশ সেন্টারের উদ্যোগে প্রবীণদের নিয়ে সমাবেশ

গল্প, আলাপচারিতা, আড্ডা, মধ্যাহ্নভোজে কাটে সারাদিন

যুক্তরাজ্যের ব্রিটিশ-বাংলাদেশি প্রবীণ নাগরিকদের নিয়ে পূর্ব লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিশেষ 'এভারগ্রীন কমিউনিটি-সিনিয়র সিটিজেন' কর্মসূচি। বাংলাদেশ সেন্টার লন্ডনের উদ্যোগে আয়োজিত এ বিশেষ আউটরিচ ইভেন্টে প্রবীণ নাগরিকরা নিজেদের গল্প ও অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি, সৌহার্দ্যপূর্ণ আলাপচারিতা, আড্ডা এবং মধ্যাহ্নভোজে অংশ নেন। গত ২৭ সেপ্টেম্বর রোববার পূর্ব লন্ডনের হারক্সনেস চিলড্রেন সেন্টারে দুপুরে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ সেন্টারের ফার্স্ট ভাইস-চেয়ারম্যান দেলওয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে এবং যুগ্ম সম্পাদক মোহাম্মাদ আমিনুল হক জিল্লুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অন্যতম প্রধান অতিথি ছিলেন ইউসিএল কুইন স্কয়ার ইনস্টিটিউট অব নিউরোলজির অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ড. শাহজালাল সরকার। তিনি প্রবীণ নাগরিকদের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপন নিয়ে অনুপ্রেরণামূলক ও পরামর্শমূলক বক্তব্য দেন।

ড. শাহজালাল সরকার প্রবীণদের স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের জন্য চারটি বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন, শরীর ও মস্তিষ্ক সুস্থ রাখতে পর্যাপ্ত ও নিয়মিত ঘুম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি সুষম ও পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের মাধ্যমে শরীর সুস্থ রাখার ওপর গুরুত্ব দেন তিনি। ফাস্টিং বা নিয়ন্ত্রিত উপবাসের বিষয়েও তিনি গুরুত্বারোপ করেন। ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিকভাবে ফাস্টিং করার পরামর্শ দেন তিনি। একই সঙ্গে বয়স বাড়লেও শারীরিক সক্ষমতা, স্বাভাবিক চলাফেরা ও স্বাধীনতা ধরে রাখতে নিয়মিত ব্যায়াম ও শারীরিক কর্মকান্ডের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন।

বাংলাদেশ সেন্টারের ফার্স্ট ভাইস-চেয়ারম্যান দেলওয়ার হোসেন জানান, প্রবীণ নাগরিকদের মোবিলিটি, স্বাস্থ্য, সুস্থতা ও স্বনির্ভরতা বজায় রাখার পাশাপাশি তাদের সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করাই এ কর্মসূচির অন্যতম উদ্দেশ্য।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সেন্টারের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আসুক আহমেদ, আলহাজ্ব আব্দুল শফিক ও হারুন মিয়া উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া বাংলাদেশ সেন্টারের ভাইস-চেয়ারম্যান ড. ছানাওর চৌধুরী, চিফ ট্রেজারার সামছুল ইসলাম সেলিম, জামাল মিয়া, আব্দুল হাই, মামুন রশিদ, আহাদ সরোয়ার, কাউন্সিলর শাফি আহমেদ, কাউন্সিলর কামরুল হোসেন মুন্না এবং সাবেক কাউন্সিলর আহবাব হোসেনসহ কমিউনিটির প্রবীণ গুণীজন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ সেন্টারের হেলথ অ্যান্ড এলারলি কেয়ার উপকমিটির আহ্বায়ক জামাল মিয়া এবং যুগ্ম আহ্বায়ক মো. আব্দুল হাই অনুষ্ঠানে প্রবীণ নাগরিকদের স্বাগত জানান।

আয়োজকরা বলেন, প্রবীণরা সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানিত অংশ। তাদের জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, অবদান ও মূল্যবান পরামর্শ নতুন প্রজন্মের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। তাই প্রবীণরা যাতে একাকীত্ব অনুভব না করেন এবং সমাজের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ আরও শক্তিশালী হয়, সে লক্ষ্যেই এ ধরনের আয়োজন করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া প্রবীণ নাগরিকরা আয়োজকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তারা বলেন, এ ধরনের মিলনমেলা তাদের মধ্যে নতুন প্রাণচাঞ্চল্য তৈরি করে। দীর্ঘদিনের পরিচিতদের সঙ্গে দেখা হওয়ার পাশাপাশি নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়ারও সুযোগ তৈরি হয়।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ভবিষ্যতেও যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসরত প্রবীণ নাগরিকদের নিয়ে এ ধরনের মানবিক ও সামাজিক কর্মসূচি অব্যাহত রাখার পরিকল্পনা রয়েছে। অনুষ্ঠানের মূল বার্তা ছিল- বয়স বাড়লেও জীবন থেমে যায় না। সুস্থতা, সামাজিক যোগাযোগ ও আনন্দের মাধ্যমে প্রতিটি বয়সেই জীবনকে আরও সুন্দরভাবে উপভোগ করা সম্ভব। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মসূচি উদ্বোধন করলেন মেয়র

স্কুল ইউনিফর্ম গ্রান্ট আবেদনের শেষ তারিখ ৩১ অক্টোবর

জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির চাপ মোকাবিলায় টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল স্কুল পোশাক অনুদান (স্কুল ক্লদিং গ্রান্ট) কর্মসূচির আওতা সম্প্রসারণ করেছে, যার ফলে আরও হাজারো পরিবার তাদের সন্তানের স্কুল ইউনিফর্ম কেনার জন্য আর্থিক সহায়তা পাবে।

নতুন শিক্ষাবর্ষ থেকে শুধু প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি স্কুলে নতুন ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীরাই নয়, ইয়ার থ্রি এবং ইয়ার টেন-এ উত্তীর্ণ হওয়া শিক্ষার্থীরাও এই অনুদানের আওতায় আসবে। একই সঙ্গে পরিবারের আয়সীমা ৫০,৩৫০ পাউন্ড থেকে বাড়িয়ে ৬০,০০০ পাউন্ড করা হয়েছে, ফলে আরও বেশি পরিবার এই সহায়তার জন্য আবেদন করতে পারবে। সম্প্রসারিত এই কর্মসূচি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করতে টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান মঙ্গলবার কবি নজরুল প্রাইমারি স্কুলে যান এবং শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে কিছু সময় কাটান।

এই গ্রান্ট প্রাইমারি স্কুলে ৫০ পাউন্ড এবং সেকেন্ডারি স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য ১৫০ পাউন্ড পর্যন্ত প্রদান করা হবে। গত বছর চালু হওয়া এই কর্মসূচির মাধ্যমে ইতোমধ্যে ৪,৫০০-এর বেশি শিক্ষার্থী উপকৃত হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ১,৬০০ জন প্রাইমারি এবং ৩,০০০ জন সেকেন্ডারি শিক্ষার্থী রয়েছে। প্রতি সপ্তাহেই নতুন আবেদন অনুমোদন ও অর্থপ্রদান করা হচ্ছে।

এ সময় নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, "বারার কমবয়সী জনগোষ্ঠী ও তাদের পরিবারকে সহায়তা করার ক্ষেত্রে টাওয়ার হ্যামলেটস পথপ্রদর্শক। আমরা ইতোমধ্যে দেশের অন্যতম সেরা সহায়তা প্যাকেজ প্রদান করছি এবং এখন সেটিকে আরও সম্প্রসারণ করেছি। আয়সীমা বৃদ্ধি এবং অতিরিক্ত দুটি শিক্ষাবর্ষকে অনুদানের আওতায় আনার ফলে আরও অনেক পরিবার উপকৃত হবে।"

তিনি এ সময় শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য রাখেন। বলেন, স্বপ্ন বড় করতে হবে ও আশাবাদী থাকতে হবে। তবে এ জন্য পড়াশোনায় মন দিতে হবে এবং অভিভাবক ও শিক্ষকদের সম্মান দিতে হবে। তাদের কথা শুনতে হবে।

তিনি আরও বলেন, "বিনামূল্যে স্কুল মিল, প্রতিটি ওয়ার্ডে ইয়ুথ সেন্টার, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের জন্য অনুদান এবং ইয়ুথ সার্ভিস বা যুবসেবায় বিনিয়োগের মাধ্যমে কাউন্সিল এমন একটি জনপদ গড়ে তুলতে চায়, যেখানে প্রতিটি শিশু ও তরুণ তাদের আর্থিক পটভূমি নির্বিশেষে সফল হওয়ার সুযোগ পায়।"

শিক্ষাবিষয়ক ক্যাবিনেট মেম্বার কাউন্সিলর ফয়সল আহমেদ বলেন, "আমরা চাই টাওয়ার হ্যামলেটসের প্রতিটি শিশু আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু করুক এবং তাদের শিক্ষাজীবনে সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সব সুযোগ-সুবিধা পাক। স্কুল ইউনিফর্ম অনুদান কর্মসূচির পরিধি বাড়ানোর মাধ্যমে আমরা আরও বেশি পরিবারকে সহায়তা করতে পারছি, যাতে আর্থিক চাপ শিশুদের শিক্ষা ও অংশগ্রহণে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। এই উদ্যোগটি শিশু, তরুণ এবং পরিবারের জন্য আমাদের বিস্তৃত সহায়তা কর্মসূচির অংশ।" ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য আবেদন করার শেষ তারিখ ৩১ অক্টোবর

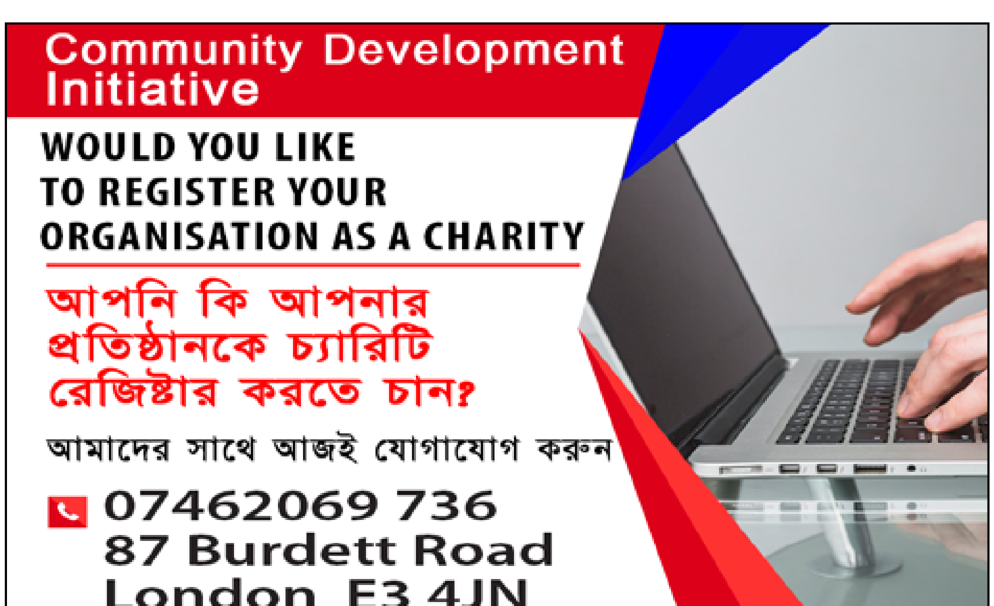

সিলেটি গানে মডেলিং করে সোশ্যাল মিডিয়ায় আলো ছড়াচ্ছেন বিথী

ইব্রাহিম খলিল : সিলেটের মৌলভীবাজার থেকে লন্ডনের ব্যস্ত শহর। পথটা দীর্ঘ, কিন্তু স্বপ্নটা ছিল নিজের শিকড়কে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার। সেই স্বপ্নের গল্পই যেন লিখে চলেছেন শারমিন আহমেদ বিথী। ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালেই বদলে যায় দৃশ্যপট। কখনো সিলেটি গানের গল্পের নায়িকা, কখনো প্রাণবন্ত কনটেন্ট ক্রিয়েটর, আবার কখনো প্রবাসজীবনের নানা মুহূর্তকে ধারণ করা এক তরুণী বিভিন্ন রূপে নিজেকে তুলে ধরছেন বিথী।

যুক্তরাজ্যে বসবাস করেও নিজের শিকড়কে ভুলে যাননি তিনি। বরং

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে হাতিয়ার করে সিলেটি গান, ভাষা ও সংস্কৃতিকে পৌঁছে দিতে চাইছেন বিশ্বের নানা প্রান্তে।

সিলেটি গানের মিউজিক ভিডিওতে মডেলিং করে ইতোমধ্যে দর্শকদের নজর কেড়েছেন শারমিন বিথী। এখন পর্যন্ত প্রায় আটটি সিলেটি গানে মডেলিং করেছেন তিনি। এর মধ্যে 'আসমানের পরী' ও 'ডায়মন্ড রিং' তাঁকে এনে দিয়েছে বিশেষ পরিচিতি।

গানের দৃশ্য, পোশাক, অভিব্যক্তি কিংবা ক্যামেরার সামনে উপস্থিতি সব মিলিয়ে অল্প সময়েই দর্শকদের মধ্যে তৈরি হয়েছে তাঁর নিজস্ব একটি পরিচিতি।

আরও কয়েকটি নতুন গান রয়েছে প্রকাশের অপেক্ষায়। 'রাজকন্যা', 'মনের জ্বালা' ও 'তুমি সুখী হও' এই গানগুলোও শিগগিরই প্রকাশিত হওয়ার কথা রয়েছে। ফলে সামনের দিনগুলোতে সিলেটি মিউজিকের পর্দায় বিথীর উপস্থিতি আরও বাড়বে বলেই আশা করছেন তাঁর অনুসারীরা।

মিউজিক ভিডিওর পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও বেশ সক্রিয় শারমিন বিথী। টিকটক, ফেসবুক ও ইউটিউবে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে নিয়মিত কনটেন্ট তৈরি করছেন তিনি।

তাঁর একটি ভিডিও-'আশা করছি লন্ডন যাবো স্টুডেন্ট ভিসায়'- ইতোমধ্যে ৩ মিলিয়নেরও বেশি দর্শকের কাছে পৌঁছেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁর অনুসারীর সংখ্যাও প্রায় পাঁচ লাখের বেশি বলে জানা যায়।

এই জনপ্রিয়তা শুধু সংখ্যার হিসাবেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রবাসী বাঙালি দর্শকদের পাশাপাশি দেশের দর্শকরাও তাঁর কনটেন্টে নিজেদের পরিচিত জীবন, সংস্কৃতি ও গল্পের ছায়া খুঁজে পান।

শারমিন বিথীর গল্পের শুরু মৌলভীবাজার শহরে। সেখানেই তাঁর বেড়ে ওঠা এবং পড়াশোনা। শহরের একটি বেসরকারি স্কুলে পড়াশোনা শেষ করে জীবনের নতুন অধ্যায়ে পাড়ি দেন যুক্তরাজ্যে। বিয়ের পর প্রবাসজীবনে প্রবেশ করলেও নিজের সৃজনশীল সত্তাকে থামিয়ে রাখেননি। বরং নতুন পরিবেশে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দেন।

তাঁর এই পথচলায় স্বামী এ কে এম রেদওয়ান ঘোরী-র অনুপ্রেরণাও রয়েছে। রেদওয়ান নিজেও বিভিন্ন গানের মডেলিংয়ের সঙ্গে যুক্ত। নবীগঞ্জের বাসিন্দা রেদওয়ান দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাজ্যে বসবাস করছেন।

স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই গান ও মডেলিংয়ের প্রতি আগ্রহ থাকায় একে অপরের কাজের জায়গায় সহযোগিতা ও উৎসাহ দেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

বিলেতে বসবাস করলেও বিথীর হৃদয়ে সিলেটের টানটা স্পষ্ট। আর সেই টান থেকেই তাঁর স্বপ্ন-সিলেটি গানকে আরও বড় পরিসরে তুলে ধরা।

বাংলাদেশের বাইরে বসে সিলেটি গান নিয়ে কাজ করার একটি আলাদা তাৎপর্য রয়েছে তাঁর কাছে। কারণ প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের অনেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের মাধ্যমেই নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে নতুন করে পরিচিত হচ্ছে। বিথী সেই জায়গাটিকেই কাজে লাগাতে চান।

তাঁর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম যেন হয়ে উঠেছে দুই পৃথিবীর মধ্যে একটি সেতু-এক পাশে সিলেটের মাটির গন্ধ, অন্য পাশে লন্ডনের বহুজাতিক শহর। আর সেই সেতু দিয়েই সিলেটি গান ও সংস্কৃতিকে আরও দূরে নিয়ে যেতে চান তিনি।

মডেলিং দিয়ে যাত্রা শুরু হলেও বিথীর স্বপ্ন শুধু মিউজিক ভিডিওতে সীমাবদ্ধ নয়। কনটেন্ট ক্রিয়েশনের মাধ্যমে নিজের একটি স্বতন্ত্র প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে চান তিনি।

তাঁর কাজের মধ্যে যেমন রয়েছে বিনোদন, তেমনি রয়েছে প্রবাসজীবনের নানা গল্প। আর সেই গল্প বলার ভাষা হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম।

আজকের দিনে একজন কনটেন্ট ক্রিয়েটরের জনপ্রিয়তা শুধু ক্যামেরার সামনে ভালো দেখানোর ওপর নির্ভর করে না; দর্শকের সঙ্গে সংযোগ তৈরি করাটাই হয়ে উঠেছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বিথীও সেই সংযোগের জায়গাটিকে গুরুত্ব দিচ্ছেন।

শারমিন আহমেদ বিথীর গল্প এখনও চলমান। সামনে রয়েছে নতুন গান, নতুন মিউজিক ভিডিও, নতুন কনটেন্ট এবং আরও বড় পরিসরে কাজ করার পরিকল্পনা।

মৌলভীবাজারের পরিচিত শহর থেকে যুক্তরাজ্যের প্রবাসজীবন এরপর সিলেটি গানের মডেলিং ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজের জায়গা করে নেওয়া। পথচলাটা হয়তো খুব দীর্ঘ নয়, কিন্তু এর মধ্যেই তৈরি হয়েছে একটি আলাদা পরিচয়। বিথীর স্বপ্ন এখন আরও বড় নিজের পরিচিতিকে কাজে লাগিয়ে সিলেটি গানকে পৌঁছে দেওয়া বিশ্বের নানা প্রান্তে।

হয়তো একদিন লন্ডনের কোনো ব্যস্ত রাস্তায় দাঁড়িয়ে যখন কোনো সিলেটি গান বেজে উঠবে, তখন সেই সুরের সঙ্গে ভেসে আসবে সিলেটের মাটির গন্ধ। আর সেই গল্পের কোনো এক ফ্রেমে দেখা যাবে মৌলভীবাজারের সেই মেয়েটিকে, শারমিন আহমেদ আহমেদ বিথীকে।

সাংবাদিক আবু সাঈদ চৌধুরী সাদীর মাতার ইন্তেকাল

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের শোক

লন্ডন, ২ অক্টোবর ২০২৬ : লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সদস্য ও লিভারপুল বাংলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ চৌধুরী সাদীর মাতা মরিয়মুন নেছা চৌধুরী ২৪ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সোয়া ৬টায় সিলেট নগরীর সুবিদবাজারস্থ নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেছেন । ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাহী রাজিউন।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তিনি তিন ছেলে ও চার মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন ও গুনগ্রাহী রেখে গেছেন।

গত ২৫ সেপ্টেম্বর শুক্রবার বাদ জুম্মা গোলাপগঞ্জ উপজেলার বরায়া, রফিপুর নয়া জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে জানাজার নামাজ শেষে মরহুমাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব নেতৃবৃন্দের শোক

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সদস্য আবু সাঈদ চৌধুরী সাদীর মাতার মৃত্যুতে লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের নেতৃবৃন্দ গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরী, সেক্রেটারি আকরামুল হোসাইন ও ট্রেজারার মো. আব্দুল হান্নান এক শোকবার্তায় মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। পাশাপাশি তাঁর স্বজনদের ধৈর্য ধারণের শক্তি দানের জন্য মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে দোয়া করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের জাতীয় সম্মেলন সফল করার আহ্বান

প্রবাসী সিলেটবাসীর উন্নয়ন, পারস্পরিক সম্পর্ক ও ঐক্য সুদৃঢ় করা এবং প্রবাসীদের দাবি-দাওয়া আদায়ে কার্যকর ভূমিকা রাখার অঙ্গীকার করেছে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে। আগামী ১১ অক্টোবর লন্ডনের দ্য অ্যাট্রিয়াম হলে অনুষ্ঠেয় সংগঠনটির কেন্দ্রীয় জাতীয় সম্মেলন সফল করতে সবাইকে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

আগামী ১১ অক্টোবর দুপুর ২টায় লন্ডনের দ্য অ্যাট্রিয়াম হলে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের কেন্দ্রীয় জাতীয় সম্মেলন ২০২৬ অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনকে সফল করতে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কমিটির চূড়ান্ত প্রস্তুতি সভা গত মঙ্গলবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সেন্ট্রাল লন্ডনের বারাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে সিলেটি উৎসব তথা কেন্দ্রীয় সম্মেলন সফল করতে সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ দেন সংগঠনের সাউথ ইস্টের কনভেনর বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হারুনুর রশিদ, সদস্য সচিব তাজুল ইসলাম, সাবেক মেয়র ফুলজার আহমেদ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব নুরুল ইসলাম, কবি নুরজাহান শিল্পী, শাহ শাফী, সৈয়দ তানজম সুয়েব, আব্দুর রহিম রনজু, সৈয়দ কাহের, আহমেদ সাদিক, মুক্তার আলী, সৈয়দ সায়েম করিম, আব্দুস বাছিত রাফি, গিয়াস উদ্দিন, আব্দুল মুহিত, ইসলাম উদ্দিন, আব্দুল মালিক, আবুল কালাম আজাদ, আব্দুল মুকিত, আলি হোসেন, শেখ মিজানুর রহমান, বদরুল হক মনসুর ও আহাদ আলী। সভার শুরুতে

যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে আগত রিজিওনাল ও শাখা পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন।

গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের কেন্দ্রীয় কনভেনর ও কমিউনিটি লিডার মোহাম্মদ মকিস মনসুরের সভাপতিত্বে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। কো-কনভেনর মসুদ আহমদ ও অর্থ সচিব আসরাফ মিয়া যৌথভাবে সভা পরিচালনা করেন।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের পেট্রন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. হাসনাত এম হোসেইন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অপর পেট্রন ও সিনিয়র সাংবাদিক কে এম আবু তাহের চৌধুরী। তারা সম্মেলন সফল করতে বিভিন্ন দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন।

পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মুফতি সৈয়দ মাহমুদ আলী লংলী।

সভায় সংগঠনের খসড়া সংবিধান অনুমোদন, নির্বাচন কমিশন গঠন এবং রিজিওনাল প্রতিনিধি ও ভোটিং ডেলিগেটদের তালিকা চূড়ান্ত অনুমোদন করা হয়।

সভাপতির বক্তব্যে কেন্দ্রীয় কনভেনর মোহাম্মদ মকিস মনসুর প্রবাসী সিলেটবাসীর উন্নয়ন, পারস্পরিক সম্পর্ক ও ঐক্য সুদৃঢ় করা এবং প্রবাসীদের দাবি-দাওয়া আদায়ের ক্যাম্পেইনে সংগঠনকে এগিয়ে নিতে কেন্দ্রীয় সম্মেলনে গ্রেটার সিলেটবাসীকে উপস্থিত থাকার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানান। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ডার্টফোর্ডে এমসিএ কেন্ট শাখার উদ্যোগে সীরাত মাহফিল অনুষ্ঠিত

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র সীরাত ও আদর্শকে কেন্দ্র করে মুসলিম কমিউনিটি অ্যাসোসিয়েশন (এমসিএ) কেন্ট শাখার উদ্যোগে এক সীরাত মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত রোববার (২৭ সেপ্টেম্বর) কেন্টের ডার্টফোর্ড ইসলামিক সেন্টারে আয়োজিত এ মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন মুসলিম কমিউনিটি অ্যাসোসিয়েশন কেন্ট শাখার সভাপতি সাহাব উদ্দিন দুলাল। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন রিজিওনাল সেক্রেটারি ব্যারিস্টার সরওয়ার কামাল।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মুসলিম কমিউনিটি অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় প্রেসিডেন্ট ও বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ব্যারিস্টার হামিদ হোসেন আজাদ।

সীরাত মাহফিলে আরও বক্তব্য রাখেন সাউথ ইংল্যান্ড মুসলিম অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট হাফিজ কামাল উদ্দিন, সাবেক প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল, বিআর সেক্রেটারি ফজলুর রহমান, তারবিয়া সেক্রেটারি মাওলানা মুরাদ হোসাইন, নাজমুল হকসহ অনেকে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ব্যারিস্টার হামিদ হোসেন আজাদ বলেন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পবিত্র সীরাত মানবজাতির জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ এবং জীবন পরিচালনার পূর্ণাঙ্গ পাথেয়। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবনকে মানুষের জন্য উত্তম আদর্শ বা 'উসওয়ায়ে হাসানা' হিসেবে ঘোষণা করেছেন। তাই সীরাত অধ্যয়ন শুধু ইতিহাস জানার বিষয় নয়; বরং ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজজীবনকে সুন্দর ও কল্যাণময়

করে গড়ে তোলার অন্যতম প্রধান মাধ্যম।

তিনি মহানবী (সা.)-এর চরিত্রের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বলেন, তাঁর জীবনে নম্রতা, বিনয়, ক্ষমাশীলতা, ন্যায়পরায়ণতা ও মানুষের প্রতি সহযোগিতার অনন্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। তিনি সাধারণ মানুষের মতো জীবনযাপন করতেন, ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নিতেন না এবং ঘরের কাজেও নিজে অংশগ্রহণ করতেন।

ব্যারিস্টার হামিদ হোসেন আজাদ বলেন, রাসুল (সা.)-এর জীবন অনুসরণের মাধ্যমে ইবাদত, লেনদেন, পারিবারিক সম্পর্ক ও সামাজিক আচরণে ভারসাম্য ও সৌন্দর্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। পরিবার ও সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর সুন্নাহ ও আদর্শ অনুসরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অনুষ্ঠানে ডার্টফোর্ড ছাড়াও কেন্ট ও আশপাশের বিভিন্ন শহর থেকে বিপুলসংখ্যক মুসল্লি, সামাজিক ও পেশাজীবী ব্যক্তিত্ব এবং কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। দোয়া ও মধ্যাহ্নভোজের মাধ্যমে সীরাত মাহফিলের সমাপ্তি হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সিলেট-১০ গ্যাস কূপ প্রকল্প ৪৮০ কোটি টাকা খরচ করেও ফল শূন্য

দেশ ডেস্ক, ২ অক্টোবর ২০২৬ : দেশে গ্যাস উৎপাদন বাড়ানোর জন্য ২০২ কোটি টাকা থেকে ৪৮০ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে 'সিলেট-১০ নম্বর কূপ খনন প্রকল্প'টিতে। দুই বছর ৩ মাসের জায়গায় ৪ বছর ৯ মাস সময় গেছে। তার পরও গ্যাসের উচ্চচাপের কারণে নির্ধারিত ৩ হাজার ৩০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত কূপ খনন করেনি চীনা কোম্পানি সিনোপ্যাক ইন্টারন্যাশনাল পেট্রোলিয়াম সার্ভিস করপোরেশন। এতে কূপ থেকে গ্যাসের বদলে পানি ও বেশি করে বালি ওঠে। ফলে এই গ্যাস কূপ থেকে উৎপাদন বন্ধ করা হয়েছে।

নিয়ম পালন করতে প্রকল্পটির দ্বিতীয় সংশোধনীর অনুমোদন দিয়েছেন পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানি সিলেট গ্যাস ফিলড লিমিটেড।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, গ্যাসের উৎপাদন বাড়ানো এবং দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা মেটাতে অনেক আশা করে ২০২১ সালের ২০ সেপ্টেম্বরে 'সিলেট-১০ নম্বর কূপ খনন প্রকল্পটির অনুমোদন দেয় সরকার। এতে খরচ ধরা হয়েছিল ২০২ কোটি টাকারও বেশি। ২ বছর তিন মাসে অর্থাৎ ২০২১ সালের অক্টোবর থেকে ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে এর কাজ শেষ করাতে বলা হয়। কিন্তু এই সময়ে কাজ তেমন কিছু হয়নি।

পরে জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগ থেকে সংশোধন করে খরচ বাড়িয়ে দ্বিগুণের বেশি ৫১৭ কোটি টাকা নির্ধারণ করে। একই সঙ্গে সময়ও বাড়ানো হয় দেড় বছর অর্থাৎ ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত। তাতেও কাজ শেষ হয়নি। আবার সময় বাড়ানো হয় এক বছর। যার মেয়াদ শেষ হয়েছে গত ৩০ জুন।

গ্যাসে উত্তোলনে জন্য এই টাকা খরচ করা হলেও হয়নি আসল কাজ। নির্ধারিত ৩ হাজার ৩০০ মিটার গভীরতায় খনন করা হয়নি। এতে গ্যাসের চাপ কমে যায়। এই কূপ থেকে পানি এবং বালি আসায় গত ১১ ফেব্রুয়ারি এই গ্যাস কূপ থেকে উৎপাদন বন্ধ করা হয়। প্রকল্পটিতে খরচ হয়েছে ৪৮০ কোটি টাকা।

নিয়ম মানতে গিয়ে প্রকল্পটি জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে দ্বিতীয়বারের মতো সংশোধন করতে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। তা যাচাই-বাছাই করতে পরিকল্পনা কমিশনে গত ২১ জুন প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কিছু ব্যাপারে আপত্তি করে সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) পাঠাতে বলা হয়। তা পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হলে পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী গত ৬ জুলাই এর অনুমোদন দেন।

তবে নিয়ম অনুযায়ী জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় অবহিত করার জন্য গত ১৬ সেপ্টেম্বর উপস্থাপন করা হয় ।ক্যালেন্ডার অ্যাপ বাছুন সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার আলীগাঁও ইউনিয়নের বাঘের রোড এলাকায় প্রকল্পটির কাজ শুরু হয়। ২০২৩ সালের ১৪ নভেম্বর কূপটির খননকাজের উদ্বোধন করা হয়। কূপটির বিভিন্ন স্তরে (৪টি স্তরে) গ্যাসের সন্ধান পাওয়া যায়। এর মধ্যে ২৫৪০-২৫৭৫ মিটার গভীরে টেস্টে প্রায় ২৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস পাওয়া যায়। এই কাজটির দায়িত্ব দেওয়া হয় চীনা কোম্পানি সিনোপ্যাককে। ২০১৮ সালের এসএলবির প্রতিবেদনে ৩ হাজার ৩০০ মিটার গভীরতায় খননের প্রস্তাব করা হয়। যাতে উল্লেখযোগ্য গ্যাস পাওয়ার সম্ভাবনার কথা বলা হয়।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজ ধরা হয়-৮ দশমিক ৪৮ একর ভূমি অধিগ্রহণ, সিলেট-১০ এবং সিলেট-১০ এক্স নং কূপ খনন, গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ। এ ছাড়া সম্পূর্ণ প্রযুক্তি নির্ভর হওয়ায় বিদেশি পরামর্শক নিয়োগ। প্রকল্পটির কাজও শুরু হয়েছিল।

২০২৩ সালে সিলেট গ্যাসফিলডের ১০ নম্বর কূপ খনন করে বিপুল গ্যাসের মজুতও পাওয়া যায়। এই কূপ থেকে প্রতিদিন ১৮ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হবে বলেও জানানো হয়েছিল। এই কূপে গ্যাসের হাইপ্রেশার ছিল প্রায় ৩ হাজার ৪০০ পিএসআই। চীনের সিনোপেক ইন্টারন্যাশনাল পেট্রোলিয়াম সার্ভিস করপোরেশন ২০২৪ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি কূপটির কমপ্লিশন কাজ শেষ করে। এরপর কূপ থেকে হরিপুর গ্যাসক্ষেত্রের প্রসেস প্ল্যান্ট পর্যন্ত প্রায় ১০ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ৪ ইঞ্চি ব্যাসের উচ্চচাপ গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ করা হয়। সিনোপ্যাক ২ হাজার ৫৭৬ মিটার পর্যন্ত খনন করে।

দুই পুলিশ সদস্য প্রত্যাহার

হবিগঞ্জে ইয়াবা দিয়ে বাবা ও মেয়েকে ফাঁসানোর চেষ্টা

সিলেট প্রতিনিধি, ০২ অক্টোবর ২০২৬: হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলায় প্রতিবেশীর সঙ্গে রাস্তা নিয়ে বিরোধের জেরে বাবা-মেয়েসহ একই পরিবারের তিনজনকে ইয়াবা দিয়ে ফাঁসানোর চেষ্টার অভিযোগে দুই পুলিশ সদস্যকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। গত ২৪ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার রাতে হবিগঞ্জের পুলিশ সুপার মো. তারেক মাহমুদ তাঁদের চুনারুঘাট থানা থেকে প্রত্যাহার করে জেলা পুলিশ লাইনসে সংযুক্ত করার আদেশ দেন। ওই দুই পুলিশ সদস্য হলেন চুনারুঘাট থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাসুম আল মামুন ও কনস্টেবল রুহুল আমিন।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে চুনারুঘাট উপজেলার আহম্মদাবাদ ইউনিয়নের বগাডুবী রেললাইনের মোড় থেকে কালীশিরী গ্রামের ছায়েদ মিয়া (৫০), তাঁর মেয়ে জাসমিন আক্তার (২৪) ও ছোট ভাই ইউনুস মিয়াকে (৪৫) আটক করে পুলিশ। এসআই মাসুম আল মামুনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল তাঁদের আটক করে থানায় নিয়ে যায়। তাঁদের কাছে ইয়াবা পাওয়া গেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছিল।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ছায়েদ মিয়ার পরিবারের সঙ্গে প্রতিবেশী একটি পরিবারের বাড়িতে যাতায়াতের রাস্তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছে। এ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে একাধিক মামলা ও পালটা মামলা রয়েছে। বৃহস্পতিবার একটি মামলায় হাজিরা দিতে ছায়েদ মিয়া, জাসমিন ও ইউনুস ইজিবাইকে করে চুনারুঘাট যাচ্ছিলেন।

WORK PERMIT CLOUD

WorkPermitCloud Ltd.

A cloud-based solution for all your Immigration needs

Do you
- **Need sponsorship licence?**
- **Need immigration advice?**
- **Wish to recruit skilled staff?**
- **Need a robust HR system?**

Our Services
- Sponsor Licence Application
- Skilled Worker Visa application
- Health & Care worker Visa application
- Innovator Founder Visa application
- Self-Sponsorship service
- HRM software service

Contact us

+44 020-8087-2343
+44 07888193300(WhatsApp)
info@workpermitcloud.co.uk
workpermitcloud.co.uk

Scan the QR code to visit our website

মরক্কোর ইতিহাসে প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী ফাতিমা জাহরা

দেশ ডেক্স, ২ অক্টোবর ২০২৬ : মরক্কোর ইতিহাসে প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন ফাতিমা জাহরা এল মানসুরি।

মঙ্গলবার (২৯ সেপ্টেম্বর) রাজা ষষ্ঠ মোহাম্মদ তাকে নতুন সরকার গঠনের দায়িত্ব দেন।

এর আগে, গত ২৩ সেপ্টেম্বরের সংসদ নির্বাচনে তার দল অথেনটিসিটি অ্যান্ড মডার্নিটি পার্টি (পিএএম) ৩৯৫ আসনের মধ্যে ৯৭টি আসন পেয়ে সবচেয়ে বড় দল হয়েছে। তবে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজনীয় ১৯৮টি আসন না পাওয়ায় নতুন সরকার গঠনে তাকে অন্য দলগুলোর সঙ্গে জোট করতে হবে।

৫০ বছর বয়সি ফাতিমা জাহরা পেশায় আইনজীবী। তিনি এর আগে মারাকেশের মেয়র এবং আবাসন ও নগর পরিকল্পনাবিষয়ক মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

নতুন সরকারকে মূল্যস্ফীতি, কর্মসংস্থান ও মজুরির মতো অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার পাশাপাশি ২০৩০ সালের ফুটবল বিশ্বকাপকে সামনে রেখে বড় অবকাঠামো ও বিনিয়োগ প্রকল্প এগিয়ে নিতে হবে। ফাতিমা জাহরার এই নিয়োগ মরক্কোর রাজনৈতিক ইতিহাসে নারীর নেতৃত্বের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

৫ নাবিককে হত্যা করেছে সোমালি জলদস্যুরা, ট্যাংকার উদ্ধার

দেশ ডেক্স, ২ অক্টোবর ২০২৬ : সোমালিয়ার উপকূলে জলদস্যুদের হাতে জিম্মি একটি তেলবাহী ট্যাংকার উদ্ধার করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। অভিযানের আগে জাহাজে থাকা নাবিকদের ওপর গুলি চালায় জলদস্যুরা। এতে পাঁচ নাবিক নিহত হয়েছেন।

স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সোমালিয়ার স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল পুন্টল্যান্ডের তথ্য মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানিয়েছে। জলদস্যুদের হাতে নিহতদের মধ্যে তিনজন পাকিস্তানি, একজন মিয়ানমারের এবং একজন ভারতের নাগরিক।

এমটি অনার ২৫ নামের ট্যাংকারটি ওশেনিয়ান দেশ পালাউয়ের পতাকাবাহী। গত ২১ এপ্রিল পুন্টল্যান্ড উপকূল থেকে প্রায় ৩০ নটিক্যাল মাইল দূরে জাহাজটি ছিনতাই করা হয়। তখন জাহাজে ১৭ নাবিক ছিলেন। তাদের মধ্যে ১০ জন পাকিস্তানের নাগরিক।

পুন্টল্যান্ডের তথ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, উদ্ধার অভিযান সফল হয়েছে। এ সময় ১৬ জলদস্যুকে আটক করা হয়েছে। এক বিবৃতিতে মন্ত্রণালয় বলেছে, অভিযান শুরুর আগে জাহাজে

থাকা জলদস্যুরা পাঁচ নাবিককে হত্যা করে। অভিযানে আরও চার নাবিক আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে তিনজন পাকিস্তানি এবং একজন ভারতীয়।

আনসার বার্নি ট্রাস্টের পরিচালক আনসার বার্নিও পাঁচজনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

আনসার বার্নি ট্রাস্ট আগে থেকেই জাহাজে থাকা নাবিকদের নিরাপত্তা নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করেছিল বলে জানিয়েছেন বার্নি। তিনি আহত নাবিকদের নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনা এবং নিহতদের লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তরের আহ্বান জানিয়েছেন।

নিহত পাকিস্তানি নাবিকদের একজন কাশিফ উমর। তিনি করাচির বাফার জোন এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। ২৫ বছর ধরে তিনি মার্চেন্ট নেভিতে কাজ করছিলেন।

উমরের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর তার বাড়িতে স্বজন ও পরিচিতরা গিয়ে শোক জানিয়েছেন। আনসার বার্নি ট্রাস্ট জানিয়েছে, উমর তার শেষ কথোপকথনে বলেছিলেন, জাহাজে খাবার, পানীয় জল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ফুরিয়ে আসছিল।

পুন্টল্যান্ডের কর্মকর্তারা এ বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে মন্তব্যের অনুরোধে সাড়া দেননি।

ট্যাংকারটি ছিনতাই হওয়ার পর পাকিস্তানে নাবিকদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়। গত মাসে জাহাজে থাকা ১০ পাকিস্তানি নাবিককে নিরাপদে ফিরিয়ে আনতে আন্তর্জাতিক নৌসংস্থার (আইএমও) হস্তক্ষেপ চেয়েছিল পাকিস্তান।

এটি পুন্টল্যান্ডে সাম্প্রতিক দ্বিতীয় বড় জলদস্যুবিরোধী অভিযান। এক সপ্তাহ আগে একই ধরনের অভিযানে পুন্টল্যান্ডের সামুদ্রিক পুলিশ জানিয়েছিল, তারা 'সিবু ১' নামের একটি ট্যাংকার উদ্ধার করেছে। মার্কিন নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা ওই ট্যাংকারটি আগস্টে সোমালিয়ার জলদস্যুরা ছিনতাই করেছিল।

কিউবা এরইমধ্যে 'পতনের মুখে', দাবি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর

দেশ ডেক্স, ২ অক্টোবর ২০২৬ : কিউবা ইতোমধ্যেই 'পতনের মুখে' পড়েছে বলে দাবি করেছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রুবিও। তার দাবি, দেশটির অর্থনীতি অকার্যকর এবং সরকারও জনগণের জন্য কার্যকরভাবে কাজ করতে পারছে না।

স্থানীয় সময় সোমবার (২৮ সেপ্টেম্বর) মার্কিন সংবাদমাধ্যম ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এসব দাবি করেন রুবিও।

রুবিও বলেন, কিউবার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দেশটির মানুষের জন্য উল্লেখযোগ্য কোনো সুফল বয়ে আনতে ব্যর্থ হয়েছে। তার মতে, দেশটির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে যেতে পরিবর্তন প্রয়োজন।

তিনি বলেন, 'সত্য হলো, কিউবা এরই মধ্যে পতনের মুখে। দেশটির কার্যকর কোনো অর্থনীতি নেই। আর যারা দেশ পরিচালনা করছেন, তারা এখনো এমন এক বিপ্লবের কথা বলে চলেছেন, যার মৃত্যু ঘটেছে ২০ বছর আগেই।'

কিউবার বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে সমালোচনা করে তিনি বলেন,

এটি একটি কার্যকর অর্থনীতি বা সরকার–কোনোটিই গড়ে তুলতে পারেনি। তার ভাষায়, 'কিউবা সব অর্থেই একটি ব্যর্থ রাষ্ট্র।'

কিউবার অর্থনৈতিক সংকটের উদাহরণ হিসেবে দেশটির নাগরিকদের বিদেশে পাড়ি জমানোর বিষয়টিও তুলে ধরেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

তিনি দাবি করেন, ২০২১ সাল থেকে কিউবার মোট জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশ দেশ ছেড়ে চলে গেছে। তার মতে, এই ব্যাপক অভিবাসন দেশটির 'সম্পূর্ণ ব্যর্থতার'ই পরিণতি।

তিনি আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্র আশা করে কিউবা ভিন্ন একটি পথ বেছে নেবে।

রুবিওর মতে, শুধু অর্থনৈতিক সংস্কার করলেই কিউবার বর্তমান পরিস্থিতির মৌলিক পরিবর্তন হবে না। এর পাশাপাশি রাজনৈতিক স্বাধীনতাও নিশ্চিত করতে হবে।

তিনি বলেন, 'কিউবায় আগে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সম্ভব নয়।'

তার মতে, দুটি পরিবর্তন অন্তত একই সময়ে এগিয়ে নিতে হবে এবং এর জন্য একটি পরিবর্তনকাল প্রয়োজন।

গোপনে আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে নেতানিয়াহুর বৈঠক

দেশ ডেক্স, ২ অক্টোবর ২০২৬ : গোপনে সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর করেছেন ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। দেশটির কয়েকটি গণমাধ্যম এ তথ্য জানিয়েছে। একদিনের এই সফরে তিনি আমিরাতের প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বলেও উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিবেদনে।

ইসরাইলি সংবাদমাধ্যম চ্যানেল ১২, কান, হারেৎজ ও দ্য জেরুজালেম পোস্ট জানিয়েছে, নেতানিয়াহু আমিরাতে গিয়ে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক করেন।

তবে নেতানিয়াহুর দপ্তর তাৎক্ষণিকভাবে এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি।

২০২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় স্বাক্ষরিত আব্রাহাম অ্যাকর্ডসের মাধ্যমে ইসরাইল ও সংযুক্ত আরব আমিরাত

আনুষ্ঠানিকভাবে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে।

তবে নেতানিয়াহুর এবারের কথিত সফর এমন এক সময়ে হলো, যখন মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্রের ইরানবিরোধী যুদ্ধের কারণে ব্যাপক উত্তেজনা বিরাজ করছে।

২০ বছরের ডাক্তারি ছেড়ে রুটি বিক্রির ব্যবসা, সুখী সেই নারী

দেশ ডেক্স, ২ অক্টোবর ২০২৬ : চীনের একজন নারী দুই দশকের বেশি সময় ডাক্তারি পেশায় কাজ করেছেন। তিন বছর আগে তিনি হঠাৎ এই পেশা ছেড়ে দেন। এরপর তিনি খুলে বসেন স্টিমড বান বা ভাপা পুরভরা রুটির দোকান।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার দোকান শুধু টিকেই থাকেনি, প্রতিযোগিতাপূর্ণ খাদ্যশিল্পে রীতিমতো ভালো ব্যবসাও করেছে। এই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে জুলাই মাসে তিনি দ্বিতীয় একটি শাখাও খুলেছেন।

চাংজিয়াং ডেইলিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ৪৮ বছর বয়সী দং মিন বলেন, 'ডাক্তার থাকার সময় প্রায়ই মনে হতো, চাকরি ছেড়ে দিই। এখন রুটির দোকান চালাতে গিয়ে আমি ব্যস্ত আর ক্লান্ত থাকি, কিন্তু এত খুশি যে থামতে ইচ্ছে করে না।'

২০২৩ সালে হুবেই প্রদেশের উহানে রুটি বিক্রির দোকান খুলে ব্যাপক আলোচনায় আসেন দং। এর আগে তিনি ২০ বছর ধরে চিকিৎসক হিসেবে কাজ করেছেন।

১৯৯৯ সালে উহান বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল স্কুল থেকে পাস করেন দং। এরপর শেনজেনে স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করেন। বছর কয়েক পর তিনি উহানে ফিরে মায়ের বেসরকারি ক্লিনিক চালাতে সাহায্য করেন।

মা অবসর নেওয়ার পর তারা ক্লিনিক বন্ধ করে দেন। এরপর তারা হুবেইয়েরই আরেক শহর তিয়ানমেনে নিজেদের জন্মস্থানে ফিরে যান। সেখানে দং একটি ছোট কমিউনিটি হাসপাতালে ডাক্তার এবং আইনি প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেন।

দং বলেন, 'ডাক্তার হিসেবে আমার ওপর বেশ মানসিক চাপ ছিল। রোগী দেখার পাশাপাশি আমাকে অনেক শক্তি খরচ করতে হতো চিকিৎসাবহির্ভূত বিষয় নিয়ে। যেমন সরকারি নানা সংস্থার ঘন ঘন পরিদর্শন সামলানো।

এটা সবার জানা যে চীনে হাসপাতাল ও রোগীর সম্পর্ক প্রায়ই উত্তেজনাপূর্ণ থাকে। চিকিৎসাসংক্রান্ত কোনো বিরোধ হলে পুরো দায় আমার ওপরই পড়ত, কারণ আমি ছিলাম হাসপাতালের আইনি প্রতিনিধি।'

আগের কাজের তুলনায় দং বলেন, এখন দিনে ১০ ঘণ্টার বেশি কাজ করলেও তার কোনো মানসিক চাপ নেই।

বান রুটি বিক্রির ব্যবসায় তার আগ্রহ জন্মায় ২০২৩ সালে। তার এক বন্ধুর পরিবারের একই ধরনের দোকান ছিল, তা দেখেই তিনি অনুপ্রাণিত হন।

শুরুতে দং একটি বানের দোকানে বিনিয়োগ করেন। কিন্তু হঠাৎ সেই দোকানের রাঁধুনি চাকরি ছেড়ে দিলে দং নিজেই বান বানানো শেখার দায়িত্ব নেন। দ্রুতই তিনি এই কাজে দক্ষ হয়ে ওঠেন এবং এতে আনন্দও খুঁজে পান। শেষ পর্যন্ত দং সিদ্ধান্ত নেন, ডাক্তারি পেশা ছেড়ে পুরোপুরি বানের দোকানেই মনোযোগ দেবেন।

শুরুতে তার পরিবার এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিল। কারণ চীনে চিকিৎসকের পেশাকে ঐতিহ্যগতভাবে 'সম্মানজনক ও মর্যাদাপূর্ণ' পেশা হিসেবে দেখা হয়। জবাবে দং বলেন, 'আমার বয়স প্রায় ৫০ বছর হতে চলেছে, আর আমি অনেক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছি। অন্যরা আমাকে নিয়ে কী ভাবল, তাতে আমার কিছু যায়-আসে না। আমি শুধু এমন একটা জীবন কাটাতে চাই, যা আমি ভালোবাসি, নিজের জন্য বাঁচতে চাই।' ধীরে ধীরে তার মা ও ভাই তাকে সমর্থন করতে শুরু করেন। মাঝেমধ্যে তারা দোকানেও সাহায্য করেন।

ইস্ট লন্ডন মসজিদের জুমার খুতবা

আসুন, হৃদয়ের সুস্থতার জন্য আল্লাহর দিকে ফিরে আসি

শায়খ মুস্তাফা আবদুল্লাহ

মানুষ প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে এমনভাবে জীবনের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, যেন এই পৃথিবীই তার স্থায়ী ঠিকানা। কর্মস্থল, যাতায়াত, বিল, পরিবার ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ভিড়ে মানুষ প্রায়ই ভুলে যায়-একদিন কোনো পূর্বঘোষণা ছাড়াই তার রূহ এই দুর্বল শরীর থেকে নিয়ে নেওয়া হবে।

১৮ সেপ্টেম্বর ইস্ট লন্ডন মসজিদের জুমার খুতবায় কথাগুলো বলেছেন শায়খ মোস্তাফা আবদুল্লাহ। তিনি পবিত্র কুরআনের আয়াত উদ্বৃত করে বলেন, "হে মানুষ! তোমাকে কোন জিনিসটি তোমার মহানুভব রব সম্পর্কে প্রতারিত (গাফেল) করেছে?" -সুরা আল-ইনফিতার, ৮২:৬।

শায়খ মোস্তাফা বলেন, একজন আলেম এই আয়াত শুনে বলেছিলেন, মানুষকে সবচেয়ে বেশি প্রতারিত করে তার অজ্ঞতা। কারণ অজ্ঞতাই মানুষকে গাফেল ও উদাসীন করে তোলে।

তিনি বলেন, আয়াতটিতে আল্লাহ নিজেকে 'আল-কারিম' বা মহানুভব ও পরম উদার হিসেবে উল্লেখ করেছেন। উদারতা শুধু সম্পদ দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং হৃদয়ের প্রশস্ততাও এর অংশ । একজন মানুষ অন্যের ভুল ক্ষমা করতে পারে কি না, অতীতকে পেছনে ফেলতে পারে কি না এবং মানুষের ত্রুটির পাশাপাশি তার ভালো দিকও দেখতে পারে কি না-এসবও উদারতার অংশ।

তিনি আরও বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "পার্থিব জীবন তো প্রতারণার ভোগসামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়।" সুরা আলে ইমরান। তাই যে দুনিয়াকে আল্লাহ নিজেই প্রতারণার সামগ্রী হিসেবে বর্ণনা করেছেন, সেই দুনিয়ার মোহে মানুষের অতিরিক্ত আসক্ত হওয়া উচিত নয়।

শায়খ মুস্তাফা আবদুল্লাহ বলেন, প্রথম যুগের এক ইমাম তাঁর এক ভাইকে উপদেশ দিয়েছিলেন-এই পৃথিবীতে যা নির্মিত হয়, একদিন তা ধ্বংস হবে; যা একত্রিত হয়, তা বিচ্ছিন্ন হবে; আর মানুষ শেষ পর্যন্ত কবরের যাত্রী হবে। তাই আল্লাহর দিকে দ্রুত ফিরে যাওয়া, তাঁর দেওয়া রিজিকে সন্তুষ্ট থাকা, আমল বাড়ানো এবং দুনিয়াবি আশা-আকাঙ্ক্ষা সীমিত করা জরুরি।

তিনি বলেন, এখান থেকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পাওয়া যায়। প্রথমত, মানুষের আকাঙ্ক্ষা সীমিত করা দরকার। প্রতি বছর নতুন ফোন, প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও নতুন গাড়ি কিংবা আরও বড় বাড়ির পেছনে ছোটা সবসময় হারাম নয়। তবে মানুষকে নিজের কাছে প্রশ্ন করতে হবে-এসব কি প্রকৃত প্রয়োজন, নাকি শুধু আকাঙ্ক্ষা? আখিরাতের জন্য সে কী প্রস্তুতি নিয়েছি?

দ্বিতীয়ত, প্রত্যেকের উচিত নিজের হিসাব নিজেই নেওয়া। তিনি আলী ইবনে আবি তালিব (রা.)-এর উক্তি উল্লেখ করে বলেন, "আজ আমলের সময়, হিসাব নেই; আর আগামীকাল হিসাব হবে, কিন্তু আমলের সুযোগ থাকবে না।" অর্থাৎ, দুনিয়ার জীবন হচ্ছে কাজ করার সময়, আর আখিরাত হচ্ছে সেই কাজের হিসাব দেওয়ার সময়।

তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা:) জানিয়েছেন, বান্দার প্রাণ কণ্ঠে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। তাই তওবা ও সংশোধনের সময় এখনই।

তৃতীয়ত, ভালো কাজ করার তাওফিক আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে । তিনি নবী শু'আইব (আ.)-এর কথা উদ্বৃত করে বলেন, "আমার তাওফিক কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকেই । তাঁরই ওপর আমি ভরসা করি এবং তাঁরই দিকে ফিরে যাই।"-সুরা হুদ, ১১:৮৮।

শায়খ মুস্তাফা বলেন, মানুষ মোবাইল ফোন ও গাড়ি চার্জ করতে ভুলে না, কিন্তু হৃদয়কে আধ্যাত্মিকভাবে সচল রাখার কথা প্রায়ই ভুলে যায়। সালাতের সময় হয়ে যাওয়ার পরও নামাজে দাঁড়াতে অনীহা কিংবা রমজানে রোজার প্রতি অনাগ্রহ-এসব আত্মিক অসুস্থতার লক্ষণ।

তিনি বলেন, শরীরের মতো হৃদয়েরও সুস্থতা প্রয়োজন, আর সেই সুস্থতার জন্য আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়া জরুরি।

সবশেষে তিনি দোয়া করেন, "হে আল্লাহ, আমাদের হৃদয়কে গাফেলতা থেকে জাগিয়ে দিন, অন্তরকে সংশোধন করুন, দুনিয়ার দীর্ঘ আশা কমিয়ে দিন এবং আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের দিন আমাদের একটি নির্মল হৃদয় দান করুন। আমিন।"

শায়খ মুস্তাফা আবদুল্লাহ : অতিথি খতীব, ইস্ট লন্ডন মস্ক এন্ড লন্ডন মুসলিম সেন্টার । জুমার খুতবা, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

অপেক্ষার সময় কাজে লাগানোর উত্তম উপায়

কাসেম শরীফ

বর্তমান যুগে চাকরি ও পেশাজীবীদের মধ্যে অপেক্ষার সময় (ওয়েটিং আওয়ার) অনেক বেড়ে গেছে। বিশেষ করে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি দপ্তরে প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করা অনেক সময় জটিল হয়ে পড়ে।

ফলে মানুষ দেখতে পায় যে অপেক্ষা করতে করতে তার অনেক সময় কোনো উপকার ছাড়াই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

অপেক্ষার সময় কাজে লাগিয়ে মানুষ দীর্ঘমেয়াদি অনেক লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। অপেক্ষার সময় অল্প-এটা দেখবে না; বরং দেখবে, এই অল্প সময়গুলো বারবার ফিরে আসে। কারণ বিন্দু বিন্দু জল একত্র হয়েই তো স্রোত সৃষ্টি করে।

অবসর ও অপেক্ষার সময় কাজে লাগানো মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠন ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অপেক্ষার সময় কাজে লাগানোর উপায়

পড়াশোনা : পড়াশোনা একটি মহান নিয়ামত। এটি মানুষকে উপকারী জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত করে। একজন মুসলিম অপেক্ষার সময় বিভিন্ন বিষয় পড়তে পারে।

অনেক মানুষের এমনও কয়েক দিন চলে যায় যে তারা কোরআন পড়ার জন্য মুসহাফ খুলে দেখে না। তাহলে অপেক্ষার এই সময়ে কেন মুসহাফ খুলে আল্লাহর কালাম থেকে কিছু পড়বে না? এতে সওয়াব বৃদ্ধি পাবে, ঈমান শক্তিশালী হবে এবং অবসর সময়ও কাজে লাগবে।

নিজের ভাবনা-চিন্তা লিখে রাখা : সঙ্গে একটি ছোট নোটবুক রাখা যায় এবং তাতে নিজের উপকারী চিন্তাগুলো লিখে রাখলে পরে অনেক কাজে আসে। উপকারী চিন্তা একটি মূল্যবান সম্পদ, যা পরবর্তী প্রজন্মও উপকৃত হতে পারে। এ প্রসঙ্গে শায়খ আলী আত-তানতাবির 'হাকাযা আল্লামাতনি আল-হায়াত' বইটির কথা বলা যায়।

এটি মূলত বিভিন্ন চিন্তা ও অনুভূতির সংকলন, কিন্তু অত্যন্ত চমৎকার।

ফোন বা ই-মেইলের মাধ্যমে কোনো বন্ধুকে ছোট একটি বার্তা পাঠানো যায়। সুন্দরভাবে ব্যবহার করলে এ ধরনের বার্তা মানুষের মনে গভীর প্রভাব ফেলতে পারে।

জিকির করা : জিকির এমন একটি ইবাদত, যা সহজ অথচ এর সওয়াব অনেক বড়। অপেক্ষার সময় যদি হাদিসে বর্ণিত জিকিরের সময় হয়ে যায়, তখন সেগুলো আদায় করা যায়। এ ছাড়া যেকোনো জিকির করা যায়।

কোনো আত্মীয়কে ফোন করা : কোনো আত্মীয়কে ফোন করে তার খবর নেওয়া, তার অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া এবং তার মনে আনন্দ সৃষ্টি করা যায়। এর মাধ্যমে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় থাকে এবং সম্পর্ক আরো দৃঢ় হয়। নবী (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি চায় তার রিজিক প্রশস্ত করা হোক এবং তার আয়ু দীর্ঘ করা হোক, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।' (বুখারি, হাদিস : ৫৯৮৫)

মুখস্থ করা : মুখস্থ করার ক্ষমতা একটি বড় নিয়ামত। এটি একজন দাঈকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রস্তুতি ছাড়াই উপকৃত হতে সাহায্য করে। যেমন-কোরআনের আয়াত মুখস্থ করা। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'আর অবশ্যই আমি কোরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি; অতএব কোনো উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?' (সুরা : আল-কামার, আয়াত : ১৭)

প্রতিদিনের অপেক্ষার সময় নিয়মিত ব্যবহার করলে একজন মুসলিম অনেক আয়াত মুখস্থ করতে পারে। এ ছাড়া হাদিস, দোয়া ইত্যাদি মুখস্থ করা যায়।

উপকারী বক্তৃতা ও দারস শোনা : মোবাইল ফোন বা কম্পিউটারের মাধ্যমে বিভিন্ন উপকারী বক্তৃতা ও দারস শোনা যায়। আল্লাহর একটি নিয়ামত হলো, বক্তাদের বক্তব্য উপস্থাপনের পদ্ধতিও বিভিন্ন রকম। তাই যে বক্তার আলোচনা ভালো লাগে, তার বক্তব্য শোনা যেতে পারে।

আল্লাহর দিকে মানুষকে আহবান করা : কারো সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তাকে ভালো কোনো উপদেশ বা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার কথা বলা যেতে পারে। তবে কথোপকথন শুরু করার ক্ষেত্রে বিচক্ষণতা প্রয়োজন। যার সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে, তার অবস্থা বুঝে কোন বিষয় থেকে আলোচনা শুরু করা উচিত, তা চিন্তা করতে হবে। এর জন্য পর্যবেক্ষণ ও প্রজ্ঞা দরকার।

আত্মসমালোচনা বা আত্মমূল্যায়ন : অসচেতনতার এই সময়ে মানুষের নিজের হিসাব নেওয়া দরকার। নিজেকে প্রশ্ন করা-আমি কতদূর এগিয়েছি? কোন কাজ আগে করা উচিত ছিল? কোন কাজ পরে করা উচিত ছিল?

আল্লাহর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কেমন? রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কেমন? মা-বাবা, স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কেমন?

অপেক্ষার সময় যদি মানুষ নিজের সঙ্গে এমন একটি আত্মসমালোচনামূলক বৈঠক করে, তাহলে তা তার আত্মশুদ্ধি ও ঈমান বৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা রাখতে পারে।

তাওবা করা : কেউ হয়তো এই প্রস্তাবে আশ্চর্য

মা-বাবার সঙ্গে খারাপ ব্যবহারে দুনিয়া ও আখিরাতে যে ভয়ানক পরিণতি

এক প্রশ্নকারী বলেন, আমার এক ভাই তার মাকে মারধর করে, এখন আমার করণীয় কী? উত্তরে ঢাকা বিমানবন্দরের জামিয়া বাবুস সালামের মুফতি ও মুহাদ্দিস জাওয়াদ তাহের বলেন, আপনার ভাই যা করছেন, তা কেবল সামাজিক অপরাধই নয়, বরং ইসলামী শরিয়তের দৃষ্টিতে এটি একটি চরম ধিক্কারজনক এবং জাহান্নামে যাওয়ার মতো জঘন্য কাজ।

ইসলামের মূলনীতি হলো অন্যায় দেখলে তা বাধা দেওয়া। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কোনো অন্যায় হতে দেখলে সে যেন তা হাত দিয়ে (শক্তি প্রয়োগ করে) বাধা দেয়। যদি তা সম্ভব না হয়, তবে যেন মুখ দিয়ে (প্রতিবাদ করে) বাধা দেয়। আর যদি তাও সম্ভব না হয়, তবে যেন অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে (এবং তা দূর করার পরিকল্পনা করে) আর এটি ঈমানের দুর্বলতম স্তর। (সহীহ মুসলিম: ৪৯)

আপনার পদক্ষেপগুলো হওয়া উচিত

সরাসরি বাধা দেওয়া। ভাই যখন মাকে মারতে উদ্যত হবে, তখন তাকে শারীরিকভাবে প্রতিহত করা আপনার ওপর ওয়াজিব (আবশ্যক)। মাকে রক্ষা করা আপনার ঈমানি দায়িত্ব। ভাইকে ভয় পাবেন না, কারণ আপনি সত্যের পথে আছেন।

পারিবারিক ও সামাজিক চাপ প্রয়োগ করা

পরিবারের বড়দের, আত্মীয়-স্বজনদের বা এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বিষয়টি জানান। তাকে সামাজিকভাবে বয়কট বা চাপের মুখে রাখা প্রয়োজন।

পরামর্শ ও ভয় দেখানো

তাকে নির্জনে ডেকে আল্লাহর আজাব এবং মা-বাবার অবাধ্যতার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে হাদিসের বাণী শোনান।

যদি তার সহিংসতা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং মায়ের জীবন ঝুঁকির মুখে থাকে, তবে তাকে আইনের হাতে তুলে দেওয়া বা থানায় জানানো ইসলামের দৃষ্টিতে জায়েজ। কারণ 'মজলুমকে' (মাকে) রক্ষা করা 'জালেমের' (ভাইয়ের) ওপর দয়া করার চেয়ে অগ্রাধিকার পায়।

মনে রাখবেন, ইসলামে শিরকের পরেই সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো মা-বাবার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং মা-বাবার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো। (সূরা বনী ইসরাঈল: ২৩) এই আয়াতে আল্লাহ নিজের ইবাদতের পরেই মা-বাবার হকের কথা বলেছেন।

তাদেরকে উফ শব্দটিও বলা নিষেধ। আল্লাহ বলেন, তাদের (মা-বাবার) সঙ্গে 'উফ' শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। (সূরা বনী ইসরাঈল: ২৩) যেখানে 'উফ' বলা হারাম, সেখানে মাকে গায়ে হাত তোলা কত বড় জঘন্য কাজ, তা চিন্তার বাইরে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

তিন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ জান্নাত হারাম করেছেন; নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি, মা-বাবার অবাধ্য সন্তান এবং দাইউস। (মুসনাদে আহমাদ: ৫৩৭২)।

ইতিহাসের কোন পাশে দাঁড়াবে বাংলাদেশ?

আনুশেহ আনাদিল

বাংলাদেশ এখন এমন প্রশ্নের মুখোমুখি, যা কেবল কোনো প্রতিরক্ষা জোটের প্রশ্নে সীমিত নয়; ইতিহাসের কোন পাশে দাঁড়াতে চাই আমরা? আমার কাছে উত্তর অস্পষ্ট নয়।

এই প্রশ্নের জন্ম হয়েছে ইরান ঘিরে সাম্প্রতিক পরিস্থিতি থেকে। বহুগুণ শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর আধিপত্যে পরিচালিত বিশ্বব্যবস্থার কাছে নিজের সার্বভৌমত্ব ও সম্পদ সমর্পণ করতে ইরানের অস্বীকৃতি এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ, যে ব্যবস্থা আইন, নিরাপত্তা ও সভ্যতার কথা অবিরাম বলে, অথচ ফিলিস্তিনি মানুষের জীবন ও ভূমি ধ্বংস হতে দেয়। রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে সৌদি আরব ও পাকিস্তান সেই ব্যবস্থার পক্ষে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ কোন পক্ষের সঙ্গে যুক্ত হতে চায়? বাংলাদেশকে এই প্রশ্নের মুখোমুখি সৎভাবে দাঁড়াতেই হবে।

বিষয়টি কেবল ইসরায়েল বনাম ফিলিস্তিন, ইরান বনাম সৌদি আরব কিংবা সুন্নি বনাম শিয়া নয়। এসব সংঘাতের গভীরে রয়েছে আরও পুরোনো রাজনৈতিক কাঠামো; বিপুল সম্পদ, সামরিক শক্তি, ধর্মীয় কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ অতি অল্পসংখ্যক মানুষের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকবে, আর সাধারণ মানুষকে তার পরিণতি মেনে নিতে হবে। রাজতন্ত্র সেই কাঠামোরই একটি অংশ। ঔপনিবেশিকতাও সেই কাঠামোর অংশ ছিল। আধুনিক নজরদারি ব্যবস্থাও সেই কাঠামোর অংশ হয়ে উঠেছে।

মনে রাখতে হবে—মক্কা পবিত্র ভূমি; কিন্তু সৌদি রাজতন্ত্র পবিত্র নয়।

কাবা শরিফ বিশ্বের মুসলমানদের আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের কেন্দ্র। কিন্তু যে রাষ্ট্র এখন কাবা শরিফ পরিচালনা করে, তার পররাষ্ট্রনীতি মুসলিম বিশ্বের আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের অংশ নয়। পার্থক্যটি অত্যন্ত মৌলিক। বাংলাদেশের উচিত আরও সতর্ক থাকা—মক্কার পবিত্র ভূমি নিয়ে আবেগ যেন সৌদি আরবের ভূ-রাজনৈতিক কৌশলের অংশ না হয়।

প্রশ্নটি এই নয়—বিদ্যমান সংঘাতে যুক্ত রাষ্ট্রগুলো মুসলিম কিনা। প্রশ্ন হলো, ক্ষমতা কার হাতে, কার স্বার্থ সুরক্ষিত, কার সম্পদ নিয়ন্ত্রিত, কার যুদ্ধ আমাদের যুদ্ধে পরিণত হতে পারে; এবং বাংলাদেশ 'না' বলার অধিকার ধরে রাখতে পারবে কিনা।

এটাও অনিবার্য অবস্থান হওয়া উচিত—ইরানের সম্পদ ইরানেরই। যে কোনো দেশের তেল-গ্যাস, খনিজ, ভূমি ও কৌশলগত ভৌগোলিক অবস্থান শুধু এই কারণে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার সম্পত্তিতে পরিণত হয় না যে, শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো দেশটির সরকারকে অপছন্দ করে।

যে আন্তর্জাতিক নীতি শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোকে নির্ধারণের অধিকার দেয়—অন্য কোনো দেশের নিজস্ব সম্পদের ওপর সার্বভৌমত্ব কখন বৈধ আর কখন অবৈধ—তা শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের মতো দেশগুলোকেই শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর তুলনায় অনেক বেশি হুমকির মুখে ফেলবে।

বাংলাদেশের খুব ভালোভাবে বোঝা উচিত: সার্বভৌমত্ব কেবল জিডিপি, সামরিক ব্যয় বা শক্তিশালী দেশগুলোর অনুমোদন দিয়ে পরিমাপ করা হয় না। ভূগোল ও ভৌগোলিক অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ। চাপ সহ্য করার সক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ। কৌশলগত অবকাঠামোর ওপর নিয়ন্ত্রণ গুরুত্বপূর্ণ। সর্বোপরি প্রতিরোধ করার অধিকার নিজের বলে বিশ্বাস করাও গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশ এমন একটি দেশ, যার গুরুত্ব তার আকারের চেয়ে অনেক বেশি। আমরা বঙ্গোপসাগরের পাশে, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে, বিশ্বের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদীয়মান অর্থনৈতিক ও কৌশলগত করিডোরের কাছাকাছি অবস্থান করছি। তাই আমাদের প্রশ্ন হওয়া উচিত নয়: কোন শক্তিশালী জোট আমাদের রক্ষা করবে? আমাদের প্রশ্ন হওয়া উচিত বাংলাদেশকে কীভাবে এতটা স্থিতিস্থাপক করে তোলা যায়, যাতে কোনো শক্তিশালী পক্ষ সহজে আমাদের সিদ্ধান্ত নির্ধারণ করতে না পারে? এখান থেকেই কিছু অত্যন্ত বাস্তব প্রশ্ন সামনে আসে। আন্তর্জাতিক নৌপরিবহন গুরুতরভাবে ব্যাহত হলে আমরা কি নিজেদের খাদ্যের জোগান নিশ্চিত করতে পারব? আমাদের জ্বালানি মজুত কতদিন টিকে থাকবে? আমদানি করা জ্বালানির ওপর বিদ্যুৎ উৎপাদন কতটা নির্ভরশীল? প্রশ্ন হওয়া উচিত, আমরা কত কৃষিজমি হারাচ্ছি? আমাদের বীজের নিয়ন্ত্রণ কার হাতে? আমাদের পানি কতটা নিরাপদ? অত্যাবশ্যক শিল্পগুলো আমদানি করা উপকরণের ওপর কতটা নির্ভরশীল? গ্রামগুলো কি নিজেদের খাদ্য ও জ্বালানির আরও বেশি অংশ নিজেরাই উৎপাদন করতে পারে? সম্পূর্ণভাবে বিশাল কেন্দ্রীভূত অবকাঠামোর ওপর নির্ভর না করে বাংলাদেশ কি বিকেন্দ্রীভূত সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে?

পুকুর, জলাভূমি, নদী ও ভূগর্ভস্থ পানিকে কি আমরা জাতীয় নিরাপত্তার সম্পদ হিসেবে রক্ষা করতে পারি? আমরা কি জরুরি খাদ্যের মজুত গড়ে তুলতে পারি? কোনো একক রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে কি আমরা আঞ্চলিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি? সামরিক জোটের তুলনায় এসব প্রশ্ন হয়তো কম আকর্ষণীয় শোনায়। বাস্তবে এগুলোই জাতীয় প্রতিরক্ষার প্রশ্ন।

যে দেশ নিজেকে খাওয়াতে পারে না, সে দুর্বল ও ঝুঁকিপূর্ণ। যে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন হাজার হাজার কিলোমিটার দূরের কোনো সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যাহত হলে অচল হয়ে যেতে পারে, সে ঝুঁকিপূর্ণ। যে দেশ নিজের বীজ সংরক্ষণ করতে পারে না, সে ঝুঁকিপূর্ণ। যে দেশের রাজনৈতিক কল্পনা ও আত্মবিশ্বাস ওয়াশিংটন, রিয়াদ, দিল্লি, বেইজিং বা ইসলামাবাদের অনুমোদনের ওপর নির্ভরশীল, সে ঝুঁকিপূর্ণ। আর যে দেশ নিজের ধর্মকে অন্য কোনো রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে, সে আরও গভীরভাবে ঝুঁকিপূর্ণ।

মনে রাখতে হবে, আরবে সৌদি রাজবংশ ক্ষমতা গ্রহণের বহু শতাব্দী আগে থেকেই বাংলায় ইসলাম ছিল। আলেম, সুফি, পীর, ফকির, মসজিদ, মাজার, কবিতা, সংগীত, ফারসি প্রভাবিত বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্য এবং গ্রামীণ সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে এটি এখানে বিকশিত হয়েছে। ইসলাম বাংলার সঙ্গে মিশেছে এবং বাংলার মাটিতে শিকড় গেড়েছে।

আমি বিশ্বাস করি, এই মুহূর্তে বাংলাদেশ যদি সৌদি রাজতন্ত্র ও পাকিস্তানের সঙ্গে আরও গভীরভাবে যুক্ত হওয়ার পথ বেছে নেয়, তা হবে এক গভীর ঐতিহাসিক ভুল। এক দল শক্তিশালী রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরতা বদলে আরেক দল শক্তিশালী রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়া বাংলাদেশের প্রয়োজন নয়। সার্বভৌমত্বের উদ্দেশ্য 'ভালো প্রভু' খুঁজে বের করা হয়; উদ্দেশ্য হলো, কোনো ভূ-রাজনৈতিক প্রভুর প্রয়োজনই যেন না থাকে।

আনুশেহ আনাদিল: সংগীতশিল্পী ও সমাজকর্মী

সাগর-রুনি হত্যা মামলা

তদন্ত প্রতিবেদন পেছানোর বিশ্বরেকর্ড

মোদাসসের হোসেন খান

সাগর-রুনি হত্যার তদন্ত প্রতিবেদন উপস্থাপনের তারিখ ১২৯ দফা পেছানো হলো। বিক্ষুব্ধ জনগণের দাবি-তদন্তের নামে আর সময়ক্ষেপণ নয়; প্রমাণভিত্তিক প্রতিবেদন, দায় নির্ধারণ ও বিচারের পথ প্রকাশ করুন। ২০১২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ঢাকার পশ্চিম রাজাবাজারের বাসায় খুন হন সাংবাদিক সাগর সারোয়ার ও মেহেরুন রুনি। তাদের পাঁচ বছর বয়সি ছেলে ঘরেই ছিল। প্রায় সাড়ে চৌদ্দ বছর পরও হত্যার রহস্য উন্মোচিত হয়নি। ২০২৬ সালের ২৭ আগস্ট ঢাকার আদালত তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ ১২৯তম বার পিছিয়ে ৩০ সেপ্টেম্বর নির্ধারণ করেন। আমাদের আশঙ্কা, তারিখ হয়তো আবারও পেছানো হবে। বিচার বিভাগের এ ব্যর্থতা, তা ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃতই হোক, জাতির জন্য এক নির্লজ্জ ও কলঙ্কিত ঘটনা।

বিলম্বের নথিভুক্ত কারণ-আর অমীমাংসিত প্রশ্ন

মামলাটি প্রথমে শেরেবাংলা নগর থানা, পরে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) এবং ২০১২ সালের এপ্রিলে হাইকোর্টের নির্দেশে র‍্যাবের হাতে যায়। ২০২৩ সালে তদন্তভার পিবিআই-এর কাছে হস্তান্তরের পরও প্রতিবেদন আসেনি। ২০২৪ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর হাইকোর্ট র‍্যাবকে সরিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন সংস্থার অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের নিয়ে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন টাস্কফোর্স গঠনের নির্দেশ দেন। সেই দলও নির্ধারিত সময়ে প্রতিবেদন দিতে পারেনি; পরে হাইকোর্ট সময় বাড়িয়েছেন।

টাস্কফোর্সের ২০২৫ সালের অগ্রগতি-প্রতিবেদন অনুযায়ী, ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া ডিএনএ নমুনা থেকে নিশ্চিত পরিচয় মেলেনি; ফরেনসিক প্রতিবেদন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হয়েছিল। তদন্তে বলা হয়, হত্যার সময় ও ঘটনার ক্রম সম্পর্কে কিছু ধারণা পাওয়া গেলেও হত্যাকারীদের পরিচয় ও উদ্দেশ্য নিশ্চিত করা যায়নি। ঘটনাস্থলে জোর করে প্রবেশের স্পষ্ট চি[illegible] ছিল না। তদন্তকারীরা আরও জানান, পুলিশ পৌঁছানোর আগে সেখানে বহু মানুষের যাতায়াতে আলামত নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। এগুলো বাস্তব তদন্তগত বাধা হতে পারে; কিন্তু এত বছরের বিলম্বের পূর্ণ ব্যাখ্যা নয়। কোনো আলামত কখন সংগ্রহ ও পরীক্ষা করা হয়েছে, বিদেশি পরীক্ষাগারের জবাব কী, কোন প্রশ্নগুলোর উত্তর এখনো বাকি-এসব তথ্য নিয়মিত প্রকাশ না করলে 'তদন্ত চলছে' কথাটি জন-আস্থার বদলে সন্দেহই বাড়াবে।

কাদের দিকে তদন্তের নজর?

প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী, এ মামলায় আটজনকে গ্রেফতার বা সন্দেহভাজন হিসাবে চি[illegible]ত করা হয়েছিল-রফিকুল ইসলাম, বকুল মিয়া, মাসুম মিন্টু, কামরুল ইসলাম ওরফে অরুণ, আবু সাঈদ, নিরাপত্তাকর্মী পলাশ রুদ্র পাল ও এনামুল হক ওরফে হুমায়ুন কবির এবং তানভীর রহমান খান। তাদের মধ্যে কয়েকজন জামিনে আছেন, বাকিরা কারাগারে। তবে গ্রেফতার বা সন্দেহভাজন হওয়া অপরাধ প্রমাণ নয়। আদালতে গ্রহণযোগ্য প্রমাণ ছাড়া কাউকে হত্যাকারী বলা যাবে না। তদন্তকারীদের কাজ হলো প্রত্যেকের ভূমিকা যাচাই করা, অপরাধের সঙ্গে যোগসূত্র থাকলে প্রমাণসহ আদালতে উপস্থাপন করা এবং না থাকলে তা স্পষ্ট করা।

২০২৬ সালের ৩০ আগস্ট আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রধান কৌঁসুলি সাংবাদিকদের বলেন, তদন্তে একজন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের সম্পৃক্ততার প্রাথমিক ইঙ্গিত পাওয়া গেছে-কিন্তু পরিচয় প্রকাশ করেননি। একই প্রতিবেদনে পিবিআই-সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা বলেন, তদন্তদলের কাছে এ বিষয়ে তখনো কোনো তথ্য ছিল না। এ দুই বক্তব্যের ফারাক অত্যন্ত গুরুতর। এটি কোনো ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণ করে না; বরং কৌঁসুলি ও তদন্তদলের মধ্যে তথ্য সমন্বয়ের প্রশ্ন তোলে। সংশ্লিষ্ট তথ্য থাকলে তা যথাযথভাবে তদন্তকারী দলের কাছে পৌঁছেছে কি না-সরকারের তা পরিষ্কার করা উচিত। গুজব ছড়ানো বা নাম অনুমান করে প্রচার করা নয়, প্রমাণ যাচাই করাই জরুরি।

এখানে জবাবদিহির প্রশ্ন শুধু অভিযুক্তদের নয়। থানা-পুলিশ, ডিবি, র‍্যাব, পিবিআই-নেতৃত্বাধীন টাস্কফোর্স, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের প্রক্রিয়া-প্রত্যেক পর্যায়ের ভূমিকা পর্যালোচনা করতে হবে। ধারাবাহিকভাবে তদন্তকারী বদল, ফরেনসিক অস্পষ্টতা, সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়া এবং নতুন করে উচ্চপর্যায়ের দল গঠনের পরও অগ্রগতি না হওয়া প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতার ইঙ্গিত দেয়। এখন পর্যন্ত প্রকাশিত তথ্য দিয়ে কোনো সরকার, সংস্থা বা অজ্ঞাত 'প্রভাবশালী মহল' ইচ্ছাকৃতভাবে তদন্ত আটকে রেখেছে-এ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাওয়া না গেলেও, সেই অভিযোগ সত্য কি না, তা বের করাই নিরপেক্ষ তদন্তের অংশ হওয়া উচিত।

এই মুহূর্তের অত্যাবশ্যকীয় পদক্ষেপ

প্রথমত, সরকার ও তদন্তকারী সংস্থাকে একটি নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রকাশ করতে হবে; কোনো আলামত পরীক্ষা হয়েছে, কোনো প্রতিবেদন বাকি, কোনো সাক্ষ্য যাচাই হচ্ছে, এবং প্রতিটি কাজ শেষ করার সময়সীমা কত। সংবেদনশীল প্রমাণ প্রকাশ না করেও অগ্রগতির নিয়মিত, লিখিত হালনাগাদ দেওয়া সম্ভব।

দ্বিতীয়ত, হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে স্বাধীন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের দিয়ে নমুনা ও পরীক্ষার নথি পর্যালোচনা করা উচিত। আলামতের হেফাজত-শৃঙ্খল অক্ষুণ্ণ ছিল কি না, আগের পরীক্ষার সীমাবদ্ধতা কী, এবং নতুন বা পুনঃপরীক্ষা থেকে নির্ভরযোগ্য ফল পাওয়ার সুযোগ আছে কি না-এসব নির্ধারণ করতে হবে। তদন্তে যেসব ব্যক্তি ইতোমধ্যে গ্রেফতার বা জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হয়েছেন, তাদের পাশাপাশি ঘটনাস্থলে প্রবেশাধিকার, নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা, আলামত সংগ্রহ ও তদন্তের সিদ্ধান্তে যুক্ত কর্মকর্তাদের কার্যক্রমও নথিভিত্তিকভাবে পর্যালোচনা প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, সাংবাদিক দম্পতির কাজ, যোগাযোগ, ফোন ও ডিজিটাল নথি, তাদের প্রকাশিত বা অসমাপ্ত প্রতিবেদন এবং সম্ভাব্য ব্যক্তিগত, পেশাগত বা আর্থিক বিরোধ-সব সম্ভাব্য উদ্দেশ্য সমান গুরুত্বে যাচাই করতে হবে। কোনো একটি অনুমানকে আগেভাগে সত্য ধরে নিয়ে তদন্ত চালানো চলবে না। সাম্প্রতিক কৌঁসুলির বক্তব্য ও পিবিআই কর্মকর্তার বক্তব্যের অমিলও আনুষ্ঠানিকভাবে নিষ্পত্তি করতে হবে। ১৩ সেপ্টেম্বর রুনির ভাই আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রধান কৌঁসুলির দপ্তরে অভিযোগ দিয়েছেন; ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার প্রযোজ্য কি না, তা যাচাইয়ের কথা জানানো হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় কোনো তথ্য পাওয়া গেলে তা মূল মামলার তদন্তদলের সঙ্গে আইনসম্মতভাবে ভাগ করা দরকার।

সবশেষে, পরবর্তী তারিখ যেন আরেকটি আনুষ্ঠানিক মুলতুবি না হয়। তদন্ত শেষ হলে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন আদালতে দিতে হবে; অপরাধের প্রমাণ থাকলে নির্দিষ্ট অভিযোগে চার্জশিট, আর না থাকলে কোনো অনুসন্ধান কেন নিষ্ফল হয়েছে তার স্বচ্ছ ব্যাখ্যা দিতে হবে। রাষ্ট্রের দায়িত্ব শুধু তারিখ চাওয়া নয়-একটি শিশুর মা-বাবার হত্যার বিচার নিশ্চিত করা।

সাগর-রুনি মামলার দীর্ঘসূত্রতা এখন আর একটি পরিবারের বেদনায় সীমাবদ্ধ নেই। এটি বাংলাদেশের তদন্তব্যবস্থা, সংবাদমাধ্যমের নিরাপত্তা এবং আইনের শাসনের বিশ্বাসযোগ্যতার পরীক্ষা। সরকারকে চাপ দেওয়ার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো নির্দিষ্ট ও ন্যায়সংগত দাবি : তদন্তের অগ্রগতি প্রকাশ করুন, দায় নির্ধারণ করুন, প্রমাণ আদালতে দিন, এবং দোষী প্রমাণিত ব্যক্তিদের আইনের মুখোমুখি করুন।

আর কোনো অস্পষ্ট আশ্বাস নয়-জনগণ অনতিবিলম্বে জবাব ও বিচার চায়।

লে. কর্নেল (অব.) মোদাসসের হোসেন খান, বীরপ্রতীক : বীর মুক্তিযোদ্ধা; সামরিক, নিরাপত্তা ও ভূরাজনৈতিক বিশ্লেষক

চীন যেভাবে বিশ্বসেরা অবস্থানে

সুমন পালিত

এক. চীন বাংলাদেশের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু দেশগুলোর একটি। দুই দেশের বন্ধুত্বের সম্পর্ক অন্তত দেড় হাজার বছরের। মুক্তিযুদ্ধের সময় চীনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও দেড় হাজার বছরের ইতিহাসে এটি এক ব্যতিক্রমী ঘটনা। ভূরাজনৈতিক স্বার্থে চীনা নেতৃত্ব পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান নেয়। তবে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে থাকায় চীন সে সময় পাকিস্তানের পক্ষে সামরিক সহায়তা নিয়ে এগিয়ে আসেনি। পক্ষান্তরে চীনের বিরোধিতা সত্ত্বেও মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী প্রবাসী সরকার সে অবস্থায়ও দুই চীন নীতি গ্রহণ করেনি।

চীন যেভাবে বিশ্বসেরা অবস্থানেচীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক কোনো দল বা নেতাকেন্দ্রিক নয়। এ বন্ধুত্বের অংশীদার দুই দেশের ১৬০ কোটি মানুষ। বন্ধুত্বের মেলবন্ধন রচনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন বাংলাদেশের তিন জাতীয় নেতা। এঁরা হলেন মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। মওলানা ভাসানী ও বঙ্গবন্ধু চীন সফর করেছেন সেই পাকিস্তান আমলে। চীনের সর্বোচ্চ নেতা মাও সে তুং ও প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই মওলানা ভাসানীকে দেখতেন শ্রদ্ধার চোখে। হুজুর ভাসানীর প্রিয় শিষ্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কাছে চীন হয়ে উঠেছিল স্বপ্নের দেশ। স্বাধীন বাংলাদেশে চীনের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যাত্রা শুরু করেন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। তারপর প্রতিটি সরকারের আমলে চীন-বাংলাদেশ সম্পর্ক নতুন সোপানে উন্নীত হয়েছে।

চীনে ইসলাম প্রচার হয়েছে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবদ্দশায়। মহানবী (সা.)-এর প্রিয় সাহাবি ও মামা সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে। চীনের সঙ্গে আরব বণিকদের যোগাযোগ ছিল ১ হাজার ৪০০ বছর আগেও। চীন যে জ্ঞানবিজ্ঞানে উন্নত দেশ তা আরবদেরও জানা ছিল। মহানবী (সা.)-এর একটি হাদিস সে সাক্ষ্য দেয়। যাতে বলা হয়েছে, 'জ্ঞানার্জনে প্রয়োজনে চীন দেশে যাও।'

মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশাতেই ৬১৫-৬১৬ খ্রিস্টাব্দের দিকে ইথিওপিয়া বা হাবশা থেকে হিজরতকারী সাহাবিদের একটি দল সমুদ্রপথে চট্টগ্রাম-কামরূপ হয়ে চীনে পৌঁছায়। এই দলটির নেতৃত্বে ছিলেন হজরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) (মতান্তরে আবু ওক্কাস মালিক ইবনে ওহাইব)। তাঁর সঙ্গে ওহাব ইবনে আবি কাবশা (রা.)-সহ আরও কয়েকজন সাহাবি ছিলেন। তাঁরা চীনের গুয়াংজু অঞ্চলে ধর্মপ্রচার শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে ৬৫১ খ্রিস্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামের তৃতীয় খলিফা উসমান (রা.)-এর শাসনামলে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদলকে চীনের তাং রাজবংশের আমলে সম্রাট গাওজংয়ের দরবারে পাঠানো হয়। সম্রাট তাদের আন্তরিকভাবে স্বাগত জানান এবং ক্যান্টন বা গুয়াংজু শহরে চীনের প্রথম মসজিদ নির্মাণের অনুমতি দেন। হজরত সাদের তৈরি 'হুয়াইশেং মসজিদ' এখনো অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। চীনে ইসলাম প্রচারের সোয়া ৪০০ বছর পর ১০৪০ সালে বিক্রমপুর বা মুন্সিগঞ্জ জেলার বৌদ্ধ পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্কর ধর্ম প্রচারের জন্য চীনের তিব্বত সফর করেন। চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল এর অন্তত হাজার বছর আগে। তবে সে দেশের বৌদ্ধদের ধর্মাচারে অনেক ভ্রান্তিও বাসা বেঁধেছিল। অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতের বৌদ্ধদের শুদ্ধভাবে ধর্ম অনুসরণের শিক্ষা দেন।

দুই. চীনে সভ্যতার বিকাশ ঘটে আনুমানিক ৭০০০ বছর আগে। মানবসভ্যতায় চীনের অবদান একটি স্বীকৃত বিষয়। ভারতীয় উপমহাদেশ অথবা ধারেকাছের দেশগুলোর মতো চীন কখনো পশ্চিমা বিশ্বের ঔপনিবেশিক শাসনের জোয়ালে আবদ্ধ হয়নি। তবে বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল এই দেশটির মানুষ একসময় আফিমের নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ে। ইংরেজদের নেশা বাণিজ্যের টার্গেটে পরিণত হয় সহজসরল চীন দেশের মানুষ। আয়তনও জনসংখ্যায় ঢের ছোট জাপান চীনের ওপর ছড়ি ঘোরানোর সাহস দেখিয়েছে। পদানত করেছে বিশাল অঞ্চল। রুশ ভাল্লুকের থাবাও চীনকে বিব্রত করেছে ঊনবিংশ শতাব্দীতে। চীনের মাঞ্চুরিয়া প্রদেশে রাশিয়া থাবা বিস্তারে সক্ষম হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে চীনের এক বড় অংশে কায়েম হয় জাপানি দখলদারত্ব। গণহত্যা ও গণধর্ষণের শিকারে পরিণত হয় তারা।

চীনের মানুষ এ দুর্ভাগ্যের ইতি ঘটাতে সংগঠিত হয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে। ১৯৪৯ সালের ১ অক্টোবর চীনে ক্ষমতায় আসে কমিউনিস্ট পার্টি। সামন্তবাদী সমাজ থেকে সমাজতান্ত্রিক সমাজের দিকে চীনের যাত্রা শুরু হয়। তবে সে যাত্রা চীনাদের জন্য খুব একটা সুখকর হয়নি। চীন ছিল ঐতিহ্যগতভাবে কৃষিনির্ভর দেশ।

কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতায় এসে চীনকে দ্রুত শিল্পায়নের উচ্চাভিলাষী নীতি গ্রহণ করে। কল্পবিলাসী এ পরিকল্পনা চীনকে মহাদুর্ভিক্ষের দিকে ঠেলে দেয়। ১৯৫৯ থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত তিন বছরে চীনে ৩ থেকে ৪ কোটি মানুষ অনাহারে প্রাণ হারায়। গড়ে প্রতি ১৬ জনের একজন মারা যায় দুর্ভিক্ষে। কৃষকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে যৌথ চাষাবাদ ও পিপলস কমিউনের আওতায় আনা হয়। ফসল রক্ষার নামে মাও সে তুংয়ের তত্ত্ব অনুসরণে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সারা দেশে চড়ুই ও শালিক পাখি নিধনযজ্ঞ শুরু হয়। প্রচার করা হয়, এর ফলে লাখ লাখ টন চাল-গম রক্ষা পাবে। কিন্তু বাস্তবে চড়ুই ও শালিক নিধনযজ্ঞে বাস্তুতন্ত্র নষ্ট হয়। চীনজুড়ে বৃদ্ধি পায় কীটপতঙ্গের উপদ্রব। মাঠের ফসল মার খায় ভয়ংকরভাবে। একপর্যায়ে মাও সে তুং সোভিয়েত রাশিয়ার কাছে হাত পাতেন। সে দেশ থেকে কয়েক লাখ চড়ুই ও শালিক এনে চীনের বাস্তুতন্ত্র রক্ষায় ছেড়ে দেওয়া হয়।

চীনের কোটি কোটি কৃষককে কৃষিকাজ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। তাঁদের নিয়োজিত করা হয় ইস্পাত উৎপাদনের কাজে। যৌথ খামারে কৃষি উৎপাদন বাস্তবে হ্রাস পেলেও শাস্তির ভয়ে মাঠপর্যায়ের কমিউনিস্ট নেতারা খাদ্য উৎপাদন বিপুলভাবে বৃদ্ধির তথ্য পাঠান কেন্দ্রের কাছে। ফলে চীন থেকে বিদেশে খাদ্য রপ্তানির উদ্যোগ নেওয়া হয়। যা চীনের খাদ্যসংকটকে বিপজ্জনক অবস্থার দিকে ঠেলে দেয়। অনাহার এবং অপুষ্টির কারণে আনুমানিক ৩ থেকে ৪ কোটি মানুষের মৃত্যু হয়। খাদ্যের চরম অভাবে নরমাংস ভক্ষণের মতো মর্মান্তিক ঘটনাও ঘটেছে চীনে। ১৯৬২ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলনে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট লিউ শাও চি এটিকে মানবসৃষ্ট ত্রুটি হিসেবে অভিহিত করেন। ১৯৮১ সালে কমিউনিস্ট পার্টি আনুষ্ঠানিকভাবে চীনের মহাদুর্ভিক্ষকে তাদের নীতিগত ভুল বলে স্বীকার করে।

চীনকে সামন্তবাদী সমাজ থেকে সমাজতন্ত্রের পথে নেওয়ার ক্ষেত্রে বুক চিতিয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন চীনা কমিউনিস্ট পার্টির অবিসংবাদিত নেতা মাও সে তুং। তবে যে চীন আজ বিশ্বের সেরা অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, সে কর্মকাণ্ডের মহানায়ক দেং শিয়াওপিং।

চীন ছিল রাজতন্ত্রী দেশ। রাজতন্ত্রের দুঃশাসনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল চীনের মানুষ। সে দেশের মহান জাতীয়তাবাদী নেতা সান ইয়াত সেন রাজতন্ত্র উৎখাতের ডাক দেন। গড়ে তোলেন গণ আন্দোলন। সে আন্দোলনে সান ইয়াত সেনের সঙ্গে একাত্ম ঘোষণা করেন মাও সে তুং। তাঁদের নেতৃত্বে মানচু রাজতন্ত্রের পতন ঘটে। প্রজাতন্ত্রী দেশে পরিণত হয় চীন। চীনের অবিসংবাদিত জাতীয়তাবাদী নেতা সান ইয়াত সেনের মৃত্যুর পর ১৯২৫ সালে ক্ষমতায় আসেন চিয়াং কাই সেক। যিনি ছিলেন চরম কমিউনিস্টবিরোধী। তিনি এই জেনারেল সান ইয়াত সেনের সমাজবাদী আদর্শ থেকে সরে এসে সামাজিক রক্ষণশীলতা ও একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় জোর দেন। তাঁর এই পদক্ষেপ কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সংঘাতের সূত্রপাত করে। চিয়াং কাইসেকের দমননীতির প্রতিবাদে মাও হুনান প্রদেশের কৃষকদের নিয়ে লালফৌজ গঠন করেন। কিন্তু কাইসেক বাহিনীর কাছে পরাজিত হয় কমিউনিস্টরা। মাও চীনের দক্ষিণাঞ্চলীয় পার্বত্য এলাকা জিয়াংজি প্রদেশে গিয়ে ঘাঁটি গাড়েন। অসংখ্য কৃষককে লালফৌজে অন্তর্ভুক্ত করেন। চিয়াং কাইসেক তাঁর বাহিনী নিয়ে জিয়াংজি প্রদেশ ঘেরাও করলেও লালফৌজকে নিয়ে অবরোধ ছিন্ন করে বেরিয়ে আসেন মাও সে তুং। তারপর তিনি শুরু করেন লংমার্চ। ৬ হাজার মাইল দীর্ঘ লংমার্চে হাজার হাজার যুবক জড়ো হয় কমিউনিস্ট পার্টির লাল পতাকা তলে। ১৯৩৭ সালে শুরু হয় চীন-জাপান যুদ্ধ। মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষায় মাও সে তুংয়ের নেতৃত্বে কমিউনিস্টরা চিয়াং কাইসেকের সঙ্গে হাত মেলায়। ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধে ১৯৪৫ সালে জাপান পরাজিত হয়। এরপর গৃহযুদ্ধের কবলে পড়ে চীন। গৃহযুদ্ধে জয়ী হয় মাও সে তুংয়ের নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টি।

কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতায় এসে কল্পনাবিলাসী পথে দেশকে রাতারাতি এগিয়ে নিতে গিয়ে বহু ক্ষেত্রে বিপর্যয় ডেকে আনে। দুর্ভিক্ষে প্রতি ১৬ জনের ১ জনের প্রাণহানি তারই প্রমাণ। তবে চীনের জনগণ এ মহাবিপর্যয়ের পরও মাও সে তুংয়ের ওপর আস্থা হারায়নি। এ জাতীয় ঐকমত্য চীনকে আজ অপ্রতিরোধ্য বিশ্বশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠায় সাহস জুগিয়েছে।

চীনকে আজকের পর্যায়ে নিয়ে আসতে ভূমিকা পালন করেছেন দেং শিয়াও পিং। যিনি বিশ্বাস করতেন বিড়াল সাদা কি কালো বড় কথা নয়, সে ইঁদুর ধরতে পারে কি না, দেখার বিষয়। দেং চীনে অর্থনৈতিক সংস্কারে নেতৃত্ব দিয়েছেন অসীম সাহসে। গলাবাজির বদলে কাজে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। কট্টরপন্থিদের বিরোধিতার মুখেও তিনি কল্পনাবিলাসের বদলে বাস্তবমুখী পদক্ষেপের পক্ষে ছিলেন। ১৯৫০ দশকের মাঝামাঝি থেকে দেং শিয়াও পিং চীনের শীর্ষ নীতিনির্ধারকে পরিণত হন। তিনি চীনের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বস্তুগত প্রণোদনার ওপর জোর দেন। ফলে কট্টরপন্থি মাওবাদীদের আক্রমণের টার্গেটে পরিণত হন দেং। কট্টরপন্থিদের ১৯৬৬-১৯৭৬ সালের তথাকথিত সাংস্কৃতিক বিপ্লবে তাঁর সব পদ কেড়ে নেওয়া হয়। জনসমক্ষে দেং শিয়াও পিংয়ের উপস্থিতিও বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৭৩ সালে প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় দেং তাঁর সম্মান ফিরে পান। তাঁকে উপপ্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করা হয়। ১৯৭৫ সালে শীর্ষ পদে না থেকেও দেং শিয়াও পিং চীনের শাসনব্যবস্থার মূল পরিচালকে পরিণত হন। ১৯৭৬ সালে প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইয়ের মৃত্যুর পর কমিউনিস্ট পার্টির চার কুচক্রী চীনের সবচেয়ে প্রতিভাবান এ নেতাকে আবারও ক্ষমতাহীন করেন। ইতোমধ্যে মারা যান চীনের সর্বোচ্চ নেতা মাও সে তুং। চার কচক্রীও ক্ষমতা থেকে অপসারিত হন। তার পর থেকে দেং শীর্ষ পদে না থেকেও নেতাদের নেতা বলে বিবেচিত হয়েছেন কমিউনিস্ট পার্টিতে। ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত আমৃত্যু দেং তাঁর দেশকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন সামনের দিকে। চীনকে বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত করার যে মিশন দেং শুরু করেছিলেন তা প্রতিদিনই বেগবান হচ্ছে।

লেখক : সিনিয়র সহকারী সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রতিদিন

সুস্বাস্থ্যের দেশ গড়তে করণীয় কী

অধ্যাপক ডা. সৈয়দ মো. আকরাম হোসেন

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান স্বাস্থ্যকে সরকারের বিশেষ অগ্রাধিকার হিসেবে তুলে ধরেছেন। উন্নয়নের সুফল প্রতিটি পরিবার ও নাগরিকের কাছে পৌঁছানোর যে লক্ষ্য তিনি নির্ধারণ করেছেন, মানসম্মত ও সাশ্রয়ী চিকিৎসা ছাড়া তা পূর্ণতা পাবে না। জাতিসংঘের স্বাস্থ্যবিষয়ক সাইড ইভেন্টে তিনি মানুষের ঘর ও কমিউনিটি থেকে স্বাস্থ্যসেবা শুরু করা, রোগ প্রতিরোধকে গুরুত্ব দেওয়া এবং ডিজিটালব্যবস্থার মাধ্যমে সেবার ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার কথা বলেছেন। দৃষ্টিভঙ্গিটি আশাব্যঞ্জক। তবে আমাদের বর্তমান স্বাস্থ্যব্যবস্থা এখনো এর সঙ্গে পুরোপুরি তাল মেলানোর মতো প্রস্তুত নয়। সাধারণ পরিষদের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী ই-হেলথ কার্ড এবং বিভিন্ন সহায়তা কার্ডকে ভবিষ্যতে একটি সর্বজনীন কার্ডের আওতায় আনার পরিকল্পনা তুলে ধরেছেন। কভিড মহামারির অভিজ্ঞতা থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে টিকা, চিকিৎসাসামগ্রী ও রোগ নির্ণয়ের সরঞ্জাম সহজলভ্য করার প্রয়োজনীয়তাও বলেছেন। দেশের মানুষের চিকিৎসা পাওয়ার সুযোগ এবং বৈশ্বিক স্বাস্থ্য সহযোগিতা-দুই বিষয়ই তাঁর বক্তব্যে স্থান পেয়েছে।

জাতিসংঘে আয়োজিত স্বাস্থ্যবিষয়ক সাইড ইভেন্টে প্রধানমন্ত্রী তাঁর পরিকল্পনা আরও নির্দিষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। প্রতিরোধযোগ্য মাতৃ ও নবজাতকের মৃত্যু কমাতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় পেশাদার মিডওয়াইফদের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। অতিরিক্ত ১ লাখ স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগের পরিকল্পনা এবং ২৫ হাজার পেশাদার মিডওয়াইফের পদ সৃষ্টি ও নিয়োগের অঙ্গীকারের কথাও এসেছে। স্বাস্থ্য কার্ডকে ডিজিটাল চিকিৎসা নথি ও রেফারেলব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করার ধারণাও তিনি তুলে ধরেছেন, যাতে একজন রোগী উচ্চতর হাসপাতালে গেলে তার প্রয়োজনীয় চিকিৎসাতথ্য সেখানে পৌঁছায়। একই অনুষ্ঠানে মেধাবী হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ এবং জনস্বাস্থ্য বিষয়ে সক্রিয় চিকিৎসক ডা. জুবাইদা রহমান বক্তব্য দিয়েছেন। তিনি রোগপ্রতিরোধ, প্রাথমিক শনাক্তকরণ এবং মানুষের ঘরের কাছাকাছি ধারাবাহিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। জাতিসংঘের এ আলোচনায় তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। সরকারি স্বাস্থ্যবিষয়ক অনুষ্ঠান ও নীতিগত আলোচনাতেও তাঁর অংশগ্রহণ স্বাস্থ্য খাতের প্রতি মনোযোগ বাড়াতে সহায়ক হতে পারে। তবে ঘোষিত লক্ষ্য আর রোগীর বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে এখনো বড় ব্যবধান রয়েছে। স্বাস্থ্য কার্ড তখনই কাজে আসবে, যখন মানুষ সেবাকেন্দ্রে গিয়ে প্রশিক্ষিত কর্মী, প্রয়োজনীয় পরীক্ষা ও ওষুধ পাবে। জটিল রোগে আক্রান্ত হলে সহজলভ্যতাকে কোথায় পাঠানো হবে এবং সেই হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে কি না, তা-ও নিশ্চিত করতে হবে। কার্ড, জনবল ও হাসপাতালকে তাই একটি কার্যকর সেবাব্যবস্থার অংশ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। প্রথম কাজ হলো প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে শক্তিশালী করা। প্রত্যেক মানুষ যেন নিজ এলাকায় সাধারণ রোগের চিকিৎসা, মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা, টিকাদান এবং ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপের মতো রোগের নিয়মিত পরিচর্যা পান। পর্যায়ক্রমে পরিবার, চিকিৎসক বা জেনারেল প্র্যাক্টিশনারভিত্তিক সেবা চালু করা যেতে পারে। দ্বিতীয় কাজ হলো প্রাথমিক কেন্দ্র থেকে উপজেলা, জেলা, মেডিকেল কলেজ ও বিশেষায়িত হাসপাতাল পর্যন্ত কার্যকর রেফারেলব্যবস্থা গড়া। এজন্য উপজেলা ও জেলা হাসপাতালে জনবল, পরীক্ষা, ওষুধ, সচল যন্ত্রপাতি ও জরুরি সেবার সক্ষমতা বাড়াতে হবে। পাশাপাশি চিকিৎসার ব্যয় কমাতে আর্থিক সুরক্ষার ব্যবস্থাও এগিয়ে নিতে হবে। এ সংস্কারের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করবে স্বাস্থ্য খাতের নেতৃত্বের ওপর। গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক, একাডেমিক ও হাসপাতাল নেতৃত্বের পদে যোগ্য ব্যক্তিকে দায়িত্ব না দিলে ভালো পরিকল্পনাও মাঠপর্যায়ে থেমে যায়। পদায়নের ক্ষেত্রে লবিং ও গোষ্ঠীগত প্রভাবের অভিযোগ দূর করতে একটি দৃশ্যমান, স্বচ্ছ বাছাইপদ্ধতি প্রয়োজন। গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোর জন্য নিরপেক্ষ সার্চ কমিটি গঠন করে আগে থেকেই যোগ্যতার মানদণ্ড নির্ধারণ করা উচিত। প্রার্থীর সততা, পেশাগত দক্ষতা, নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা, পূর্ববর্তী কাজের ফলাফল এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জন্য পরিকল্পনা যাচাই করে পদায়ন করতে হবে। দায়িত্ব দেওয়ার পর কাজের নিয়মিত মূল্যায়নও জরুরি। ভুল পদায়নের ক্ষতি শুধু একটি প্রতিষ্ঠানে সীমাবদ্ধ থাকে না।

জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশনের নেতৃত্বে এমন একজন যোগ্য ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেওয়া উচিত, যিনি স্বাস্থ্যব্যবস্থা সম্পর্কে গভীর ধারণা রাখেন, বিভিন্ন পেশার মানুষের মধ্যে সমন্বয় করতে পারেন এবং সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ বজায় রাখতে সক্ষম। নেতৃত্ব ও সদস্য নির্বাচনে স্বচ্ছতা, পেশাগত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দিতে হবে। চিকিৎসক, নার্স, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, স্বাস্থ্য অর্থনীতিবিদ, প্রশাসক এবং রোগী প্রতিনিধিদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। কমিশন সংস্কারের বাধাগুলো দ্রুত সরকারের নজরে আনবে এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করবে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান জাতিসংঘে যে স্বাস্থ্যভাবনা তুলে ধরেছেন, তা বাস্তবে রূপ দেওয়ার সুযোগ এখন সরকারের সামনে। এজন্য প্রয়োজন সময়বদ্ধ সংস্কার কর্মসূচি, উপযুক্ত ব্যক্তির পদায়ন, পর্যাপ্ত অর্থায়ন এবং জনগণের কাছে ফলাফলের জবাবদিহি। সুস্বাস্থ্যের বাংলাদেশ গড়ে উঠবে তখনই, যখন মানুষ প্রয়োজনের সময়ে বাড়ির কাছে সেবা পাবে, প্রয়োজনে সঠিক হাসপাতালে পৌঁছাবে এবং চিকিৎসার ব্যয় নিয়ে অসহায় বোধ করবে না।

লেখক : চেয়ারম্যান, ক্লিনিক্যাল অনকোলজি বিভাগ, বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়; সাবেক সদস্য, স্বাস্থ্য খাত সংস্কার কমিশন; উপদেষ্টা, ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ

মাঝ আকাশে দুই পাইলটে

সরিয়ে আনতে সক্ষম হোন। পরে অবশ্য ইসরাইলি কর্মকর্তারা জানান, এটি ছিনতাইয়ের ঘটনা নয়। বিমানে থাকা ১৮০ যাত্রীর সবাই নিরাপদ আছেন বলে জানানো হয়েছে।

এ সময় বিমানে থাকা আরও দুই পাইলটকে ককপিটের নিয়ন্ত্রণ নিতে বলা হয়। আহত পাইলটকে বিমানে থাকা এক ডেন্টিস্ট জরুরি চিকিৎসা দেন। ঘটনার মধ্যে বিমানটি প্রথমে ৭৭০০ নম্বর সাধারণ জরুরি সংকেত এবং পরে ৭৫০০ সংকেত পাঠায়। ৭৫০০ সংকেত সাধারণত বিমান ছিনতাই বা অবৈধ হস্তক্ষেপের আশঙ্কা বোঝায়। ফলে ইসরাইলে নিরাপত্তা সতর্কতা জারি হয় এবং আকাশে যুদ্ধবিমান পাঠানো হয়।

ভারতের এনডিটিভির খবরে জানা গেছে, মূল পাইলট- যিনি সহকারি পাইলটের ছুরিকাঘাতের শিকার হয়েছেন তিনি একজন ভারতীয় নাগরিক। তিনি খুবই সাহসিকতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছেন। ছুরিকাঘাতে আহত হয়েও হামলাকারি সহকারি পাইলটকে প্রতিহত করতে সক্ষম হোন। সহকারী পাইলটের সাবোটাজ চেষ্টা ব্যর্থ করে দেওয়ায় যাত্রীরা পাইলটকে 'বীর' বলে অভিবাদন জানাচ্ছেন। এই পাইলটের নাম ক্যাপ্টেন স্মিত মাচ্ছার।

তবে বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, হামলাকারী কো-পাইলট ও মূল পাইলট দুজনই ওমানের নাগরিক। বিমানটি সৌদি আরবের তাবুক বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণের পর হামলাকারী কো-পাইলটকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং আহত মুল পাইলটকে নেওয়া হয়েছে হাসপাতালে। এনডিটিভির খবরে বলা হয়, সংঘর্ষের সময় কো-পাইলটের ছুরিকাঘাতে রক্তে ভেসে যান মূল পাইলট ক্যাপ্টেন স্মিত মাচ্ছার। কথা বলতে কষ্ট হতে থাকা ওই পাইলটকে যাত্রীরা বলছিলেন, আপনি পুরো বিমানটি বাঁচিয়েছেন, আপনি দুর্দান্ত কাজ করেছেন।

মাঝ আকাশে এই সংঘর্ষের কারণে প্রথমে বিমানটি ছিনতাই হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হলেও দ্রুত তা নাকচ করা হয়। পরবর্তীতে বিমানে যাত্রী হিসেবে থাকা আরেকজন পাইলট দ্রুত ককপিটের নিয়ন্ত্রণ নেন। পরে সৌদি আরবের তাবুক বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করিয়ে বিমানটিকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যান তিনি।

কে এই ক্যাপ্টেন মাচ্ছার?

এনডিটিভি বলছে, ভারতীয় নাগরিক ক্যাপ্টেন স্মিত মাচ্ছার গত চার বছর ধরে আরব আমিরাত সরকারের মালিকানাধীন 'ফ্লাইদুবাই' এয়ারলাইনসে কর্মরত ছিলেন। এর আগে তিনি টানা দশ বছর ভারতের স্পাইসজেট এয়াললাইনসে কাজ করেছিলেন।

তার লিঙ্কডইন প্রোফাইল অনুযায়ী, বোয়িং ৭৩৭ বহরে ক্যাপ্টেন মাচ্ছারের ১৩ বছরেরও বেশি বাণিজ্যিক উড্ডয়নের অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি 'লাইন ট্রেইনিং ক্যাপ্টেন' হিসেবেও ব্যাপকভাবে অভিজ্ঞ। তার ৯ হাজার ৭৫০ ঘণ্টারও বেশি উড্ডয়নের রেকর্ড রয়েছে।

ক্যাপ্টেন মাচ্ছার ২০১১ সালে স্পাইসজেটে যোগ দেন। ভারতের এই বাজেট এয়ারলাইন্সে লাইন ট্রেইনিং ক্যাপ্টেন ও সিনিয়র কমান্ডারসহ বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। ২০২২ সালের জুনে তিনি স্পাইসজেট ছেড়ে 'ডাইরেক্ট এন্ট্রি ক্যাপ্টেন' হিসেবে ফ্লাই-দুবাইয়ে যোগ দেন।

এদিকে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুও এক ভিডিও বার্তায় বলেছেন, বিমানটি মাঝআকাশে থাকা অবস্থায় এক পাইলট বিমানে ধ্বংসাত্মক কাজ চালানোর চেষ্টা করেন। ক্যাপ্টেন মাচ্ছার তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে তাকে ছুরিকাঘাত করা হয়। একটি ভিডিওতে দেখা যায়, ক্যাপ্টেন মাচ্ছার মাটিতে পড়ে আছেন এবং তার মুখ ও হাত রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

নেতানিয়াহু বলেন, "ফ্লাইট চলাকালীন বিমানটি ইসরায়েলের দিকে এগোতে থাকলে এক পাইলট অন্য পাইলটকে ছুরিকাঘাত করেন এবং সবাইকে নিয়ে বিমানটি ক্রাস করার চেষ্টা করেন। তবে এক কেবিন ক্রু ও এক যাত্রী ককপিটের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে অভিযুক্ত কো-পাইলটকে কাবু করতে সক্ষম হন। ককপিটে হাতাহাতি ও সংঘর্ষের দুই মিনিটের মধ্যে বিমানটি ১৭ হাজার ৪০০ ফুটেরও বেশি নিচে নেমে গিয়েছিল।

১২ বছর আগে সিরিয়ায় পাড়ি

তাঁকে আটক করেছে বা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে কি না, তা আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

মেইল অন সানডের প্রতিবেদনের বরাতে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, জার্মান তদন্তকারীরা শারমিনা ও হামলাকারী আবদুল বল্লুতের মধ্যে ম্যাসেজ আদান-প্রদানের তথ্য পেয়েছেন। হামলার আগে বল্লুত আইএসের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের একটি ভিডিও তাঁকে পাঠিয়েছিলেন বলেও দাবি করা হয়েছে। ওই বার্তার ভিত্তিতে হামলায় শারমিনার সরাসরি ভূমিকা ছিল কি না, তা জানা যায়নি।

জুলাইয়ে বার্লিনের প্রাইড উৎসবের (সমকামিদের উৎসব) কাছে মানুষের ভিড়ে একটি ভ্যান চালিয়ে দেওয়ার পর ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা করেন বল্লুত- বলে জার্মান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিল। এতে এক নারী নিহত হন এবং অনেকে আহত হন। পরদিন পুলিশের অভিযানে বল্লুত গুলিতে নিহত হন। হামলার তদন্তে আইএসের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের একটি ভিডিও পাওয়ার কথা জার্মান কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করলেও ভিডিওটি শারমিনার কাছে পাঠানো হয়েছিল কি না, সে বিষয়ে তাদের প্রকাশ্য বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

পূর্ব লন্ডনের বেথনাল গ্রিন একাডেমির শিক্ষার্থী শারমিনা ২০১৪ সালে সিরিয়ায় যান। পরের বছর তাঁর সাবেক সহপাঠী শামিমা বেগম আরও দুই বন্ধুর সঙ্গে সেখানে যান। শারমিনা তাঁদের আইএসে যোগ দিতে প্রভাবিত করেছিলেন বলে দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ রয়েছে। তবে শারমিনা ও শামিমা আত্মীয় নন।

অজু করতে গিয়ে লেকে পড়ে মর্মান্তিক

তলিয়ে যান। এ সময় পাশে থাকা এক বন্ধু তাকে উদ্ধারের চেষ্টা করে পানিতে ঝাঁপ দিলেও নাঈমকে খুঁজে পাননি। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হলে উদ্ধারকারী দল প্রায় ১৩ থেকে ১৪ ঘণ্টা অনুসন্ধান চালিয়ে নাঈমের মরদেহ উদ্ধার করে।

নাঈমের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশে তাঁর পরিবার, স্বজন ও পরিচিতজনদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে।

নাঈমের মামা মাওলানা সিদ্দিকুর রহমান জানান, লন্ডন থেকে দুই বৃটিশ-বাংলাদেশি বন্ধুকে নিয়ে ওয়েলসে বেড়াতে গিয়েছিলেন নাঈম। দুর্ঘটনার দিন রাত ১টার দিকে পরিবারের সদস্যরা তার পানিতে পড়ে যাওয়ার খবর পান। খবর পেয়ে পূর্ব লন্ডন থেকে ওয়েলসের উদ্দেশে রওনা হন নাঈমের বাবা মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম। সেখানে পৌছে তিনি পুত্রের মরদেহ দেখে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন।

২৮ সেপ্টেম্বর সোমবার নাঈমের মরদেহ ওয়েলস থেকে লন্ডনে আনা হয়। ওইদিন বাদ জোহর ইস্ট লন্ডন মসজিদে নামাজে জানাজা শেষে দাফন করা হয়। পরিবারের দ্বিতীয় সন্তান নাঈম যুক্তরাজ্যের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতেন। তার বাবা কেন্দ্রীয় কৃষক দলের একজন সদস্য। তাদের গ্রামের বাড়ি সিলেটের দক্ষিণ সুরমা উপজেলার গোয়ালাবাজার ইউনিয়নে।

নিস্পত্তির অপেক্ষায় ৯০ হাজার

তুলনায় বকেয়া মামলার বৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। ফলে সামগ্রিকভাবে আশ্রয় আপিলের জট স্থিতিশীল হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

নতুন আশ্রয় আপিল দায়েরের সংখ্যা বা 'রিসিপ্টস' আগের ত্রৈমাসিকের ১৪ হাজার ৭৪৯টি থেকে কমে ১১ হাজার ৫৯৬টিতে নেমেছে। ফ্রি মুভমেন্ট-এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী, এর একটি কারণ হলো হোম অফিস আগের তুলনায় কমসংখ্যক প্রাথমিক আশ্রয় সিদ্ধান্ত দিচ্ছে।

অন্যদিকে আশ্রয় আপিলের নিষপত্তি বা 'ডিসপোজাল'-এর সংখ্যা বেড়েছে। আগের ত্রৈমাসিকে যেখানে ৭ হাজার ৭৮৯টি আপিল নিষপত্তি হয়েছিল, এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিকে তা বেড়ে ৮ হাজার ৭০৯টিতে পৌঁছেছে। 'ডিসপোজাল' বলতে কোনো আপিলের কার্যক্রম কোনোভাবে শেষ হওয়াকে বোঝানো হয়। বিচারকের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কোনো আপিল শেষ হতে পারে। আবার আপিল অবৈধ হওয়া, বাতিল হওয়া কিংবা কোনো পক্ষ তা প্রত্যাহার করলেও সেটি নিষপত্তি হিসেবে গণ্য হয়।

পরিসংখ্যানে আরও দেখা গেছে, নিষপত্তি হওয়া আশ্রয় আপিলের ৩৭ শতাংশ প্রত্যাহার করা হয়েছে। ফ্রি মুভমেন্ট-এর বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, এসব প্রত্যাহারের বড় একটি অংশ হোম অফিসের সিদ্ধান্তের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে।

কোনো আশ্রয় প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল হওয়ার পর হোম অফিসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যদি মনে করেন যে আগের সিদ্ধান্তটি ট্রাইব্যুনালে টিকিয়ে রাখা কঠিন হবে, তাহলে সিদ্ধান্তটি প্রত্যাহার করা হতে পারে। এরপর অনেক ক্ষেত্রে হোম অফিস নতুন করে সিদ্ধান্ত নিয়ে আশ্রয়ের অনুমতি দেয়। কিছু ক্ষেত্রে নতুন ও অতিরিক্ত কারণ দেখিয়ে প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত আবারও দেওয়া হতে পারে।

ফ্রি মুভমেন্ট-এর প্রতিষ্ঠাতা ও ইমিগ্রেশন ব্যারিস্টার কলিন ইয়ো লিখেছেন, প্রথম ধাপেই হোম অফিসের সিদ্ধান্ত আরও নির্ভুল হলে ট্রাইব্যুনালের ওপর চাপ কমত এবং হোম অফিসের কাজের চাপও কমে যেত।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ৩৭ শতাংশ আপিল শুনানির আগে প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট আপিলগুলোর ৩৯ শতাংশ অনুমোদিত হয়েছে। এই পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে কলিন ইয়ো মন্তব্য করেছেন, প্রাথমিক আশ্রয় সিদ্ধান্তের বড় একটি অংশ পরবর্তী পর্যায়ে পরিবর্তিত হচ্ছে।

এদিকে আশ্রয় আপিল নিষপত্তিতে ট্রাইব্যুনালের সক্ষমতা বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও সামনে এসেছে। ফার্স্ট-টিয়ার ট্রাইব্যুনালের বিচারকদের মাধ্যমে আশ্রয় আপিলের সিদ্ধান্ত আগের ত্রৈমাসিকের ৪ হাজার ৮৭টি থেকে বেড়ে ৪ হাজার ৮২৮টিতে দাঁড়িয়েছে।

ফার্স্ট-টিয়ার ট্রাইব্যুনালের কিছু সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপার ট্রাইব্যুনালে আপিল করা যায়। ফলে এসব সিদ্ধান্ত সবসময় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে বিবেচিত হয় না। তবে সিদ্ধান্তের সংখ্যা বৃদ্ধিকে ট্রাইব্যুনালের সক্ষমতা বা উৎপাদনশীলতা বাড়ার একটি সূচক হিসেবে দেখা হচ্ছে।

ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত দেওয়ার সক্ষমতা কেন বেড়েছে, সে বিষয়ে নিশ্চিত কোনো কারণ উল্লেখ করা হয়নি। অতিরিক্ত সম্পদ, কর্মীদের ওপর বাড়তি চাপ অথবা আশ্রয় আপিল নিষপত্তির জন্য কার্যকর হওয়া নতুন আইনগত সময়সীমা-এসব কারণের যেকোনোটি ভূমিকা রাখতে পারে বলে ফ্রি মুভমেন্ট প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে।

চলতি বছরে যুক্তরাজ্যে নতুন আশ্রয় আবেদনের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। এর ফলে ট্রাইব্যুনালে নতুন মামলার চাপ কমেছে। একই সময়ে হোম অফিসের প্রাথমিক সিদ্ধান্তের বকেয়া মামলাও কমেছে।

এর পাশাপাশি আশ্রয় আপিলের মূল সিদ্ধান্তের সংখ্যা বেড়েছে এবং হোম অফিস আগের কিছু প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করছে। এসব কারণ একসঙ্গে আশ্রয় আপিলের বকেয়া মামলা কমার সম্ভাবনা তৈরি করেছে বলে ফ্রি মুভমেন্ট-এর বিশ্লেষণে বলা হয়েছে।

তবে আশ্রয় আপিলের মোট বকেয়া মামলা এখনো ৯০ হাজার ৩৪১টি। ফলে দীর্ঘদিনের এই জট পুরোপুরি শেষ হয়নি। সর্বশেষ পরিসংখ্যান মূলত বকেয়া মামলার বৃদ্ধির গতি কমে আসা এবং নিষপত্তির সক্ষমতা বাড়ার চিত্র তুলে ধরছে।

ফ্রি মুভমেন্ট-এর বিশ্লেষক কলিন ইয়োর মতে, পরবর্তী ত্রৈমাসিকে আশ্রয় আপিলের আটকে থাকা মামলা কমতে শুরু করার সম্ভাবনা রয়েছে। বহু বছর পর প্রথমবারের মতো মামলা কমার প্রবণতা দেখা যেতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

বাজেটের চেয়ে ১৯.২ মিলিয়ন

সহায়তা এবং হোমলেস পরিবারগুলোর টেম্পোরারী একোমোডেশনের ক্রমবর্ধমান ব্যয়কে অন্যতম কারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

কাউন্সিলের নিজস্ব তথ্যে দেখা যায়, ২০২৬-২৭ অর্থবছরে প্রায় ৬৯.৮ মিলিয়ন পাউন্ড সাশ্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে । কাউন্সিল বলছে, এসব সাশ্রয় পরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য অংশ বাস্তবায়নের পথে রয়েছে। একই সঙ্গে আর্থিক চাপ মোকাবিলায় কনটিনজেন্সি ও রিজার্ভস (জরুরি পরিস্থিতির জন্য সংরক্ষিত অর্থ) ব্যবস্থা থেকেও অর্থ ব্যবহার করা হচ্ছে ।

জুলাইয়ের কেবিনেট বৈঠকে কাউন্সিলের ফাইন্যান্স বিষয়ক কেবিনেট মেম্বার জানান, অতিরিক্ত ব্যয়ের পূর্বাভাস থাকলেও বছর শেষে তা কমিয়ে আনা সম্ভব হবে বলে তিনি আশাবাদী । কাউন্সিল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে আরও বলা হয়েছে, সব বিভাগে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ এবং অতিরিক্ত সাশ্রয়ের ব্যবস্থা খুঁজে বের করতে বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছে ।

এদিকে শুধু টাওয়ার হ্যামলেটস নয়, লন্ডনের বিভিন্ন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বর্তমানে সোশ্যাল কেয়ার, হাউজিং এবং অন্যান্য বাধ্যতামূলক সেবার ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের কারণে আর্থিক চাপের মুখে রয়েছে ।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এন্ড্রিবার্মহামও সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের সোশ্যাল কেয়ার ব্যবস্থার সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন । তিনি একটি জাতীয় কেয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন, যদিও এর বাস্তবায়ন ও অর্থায়ন নিয়ে আলোচনা চলছে।

টাওয়ার হ্যামলেটসের মতো দ্রুত বর্ধনশীল এবং উচ্চ সামাজিক চাহিদাসম্পন্ন একটি বারাতে এই আর্থিক পরিস্থিতি আগামী মাসগুলোতে কাউন্সিলের বাজেট ব্যবস্থাপনার ওপর আরও চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

সুত্র-দ্য স্ট্যান্ডার্ড

যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাজেটে আগে থেকেই ৩০ মিলিয়ন পাউন্ড আলাদা রাখা হয়েছে : আবু তালহা

এদিকে ৩০ সেপ্টেম্বর বুধবার রাতে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ফাইন্যান্স এন্ড অ্যাসেটস বিষয়ক লীড মেম্বার কাউন্সিলার আবু তালহা চৌধুরী তাঁর ব্যক্তিগত ফেসবুক প্রোফাইলে প্রদত্ত এক স্ট্যাটাসে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে কাউন্সিলের অবস্থান ব্যাখ্যা করেন। তিনি লিখেন, সম্ভাব্য যেকোনো আর্থিক ঝুঁকির কথা বিবেচনা করে গত বাজেটে আমরা অতিরিক্ত চাপ সামলানোর জন্য ৩০ মিলিয়ন পাউন্ড আলাদা করে রেখেছিলাম । অর্থাৎ, পূর্বাভাস অনুযায়ী অতিরিক্ত ব্যয় বাস্তবে হলে সেই সংরক্ষিত তহবিল থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যবহার করা যাবে। বর্তমানে সেটিই করা হচ্ছে।

তুলনা করে দেখা যেতে পারে, টাওয়ার হ্যামলেটস লন্ডনের সেই ১৩টি কাউন্সিলের মধ্যে নেই-বার্নেট, ক্রয়ডন, হ্যারিঙ্গে, হ্যাভারিং, হিলিংডন, ল্যাম্বেথ, রেডব্রিজ, সিটি অব লন্ডন, ওয়ালথাম ফরেস্ট, কেনসিংটন অ্যান্ড চেলসি, ওয়েস্টমিনস্টার, ওয়ান্ডসওয়ার্থ এবং হ্যামারস্মিথ অ্যান্ড ফুলহ্যাম-যারা হয় সরকারের কাছে জরুরি ঋণের জন্য আবেদন করেছে, অথবা বাজেট ঘাটতি পূরণে ৫ শতাংশের বেশি কাউন্সিল ট্যাক্স বাড়ানোর অনুমতি পেয়েছে। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, টাওয়ার হ্যামলেটসকে কেন এভাবে সংবাদে তুলে ধরা হচ্ছে?

তিনি লিখেন, বারার বাসিন্দাদের আমরা আশ্বস্ত করতে চাই, উল্লেখযোগ্য বাজেট চাপ থাকা সত্ত্বেও আমরা ফ্রন্ট লাইন সার্ভিসের কর্মীদের সুরক্ষা দিচ্ছি, বিভিন্ন সেবায় বিনিয়োগ অব্যাহত রেখেছি এবং দায়িত্বশীলভাবে বাজেট পরিচালনা করছি। একই সঙ্গে টাওয়ার হ্যামলেটসে কাউন্সিল ট্যাক্স এখনো লন্ডনের মধ্যে ষষ্ঠ সর্বনিম্ন অবস্থানে রয়েছে ।

যুক্তরাজ্যে মার্কিন বিমান

ফেয়ারফোর্ডের দিকে যাচ্ছিল বলে মনে হয়েছিল।

সশস্ত্র পুলিশ সদস্যরা পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেন। পরে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের প্রস্তুতির সন্দেহে তাঁদের হেফাজতে নেওয়া হয়। পুলিশ বলেছে, তারা মনে করছে, পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

সন্ত্রাসবাদবিরোধী পুলিশের জ্যেষ্ঠ জাতীয় সমন্বয়কারী ভিকি ইভান্স এক বিবৃতিতে বলেন, 'আমরা তদন্তের প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছি এবং পাঁচজন এখনো হেফাজতে রয়েছেন। ‚পরিস্থিতি বোঝার জন্য আমরা অংশীদারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছি।'

পুলিশ বলেছে, ঘাঁটির চারপাশে ৪০০ মিটার এলাকার মধ্যে নিরাপত্তাবেষ্টনী দেওয়া হয়েছে। বোমা নিষ্ক্রিয়কারী ইউনিট সন্দেহজনক ভ্যানগুলো পরীক্ষা করছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং সশস্ত্র পুলিশ সদস্যরা এলাকায় টহল দিচ্ছেন।

ব্রিটিশ সরকার যুক্তরাষ্ট্রকে ফেয়ারফোর্ডে থাকা বোমারু বিমান ব্যবহার করে হরমুজ প্রণালিতে জাহাজে হামলা চালানো ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপনায় হামলার অনুমতি দিয়েছে। সরকার জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ডি বার্নহামকে এ ঘটনার বিষয়ে নিয়মিত জানানো হচ্ছে।

জুলাইয়ে ব্রিটেন বলেছিল, যেকোনো হামলা থেকে দেশকে রক্ষা করতে তাদের সশস্ত্র বাহিনী প্রস্তুত রয়েছে। এর আগে ইরানের ইসলামী বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি) সতর্ক করে বলেছিল, ফেয়ারফোর্ড থেকে মার্কিন বোমারু বিমান যেন উড়তে দেওয়া না হয়। তারা বলেছিল, যেকোনো হামলা চালাতে যে ঘাঁটি ব্যবহার করা হবে, সেটি বৈধ লক্ষ্যবস্তু হবে।

এদিক ঘটনার সময় ওই ঘাঁটির কাছের একটি গ্রামের বাসিন্দাদের ভোররাতে ঘুম থেকে তুলে দেওয়া হয় এবং ৮৫টি বাড়ি খালি করে বাসিন্দাদের সরিয়ে নেওয়া হয়। সশস্ত্র পুলিশ সদস্যরা ঘাঁটির প্রবেশপথ বন্ধ করে রাখেন। সেখানে প্রবেশ ঠেকাতে বড় যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়।

রয়টার্সের প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, যুক্তরাজ্যে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবহৃত অন্যান্য ঘাঁটিতেও নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। পূর্ব ইংল্যান্ডের আরএএফ লেকেনহিথের প্রবেশপথে সাঁজোয়া যান ও সেনাসদস্যদের দেখা গেছে।

বড় ধরনের ঘটনা ঘোষণা

গ্লস্টারশায়ার পুলিশের সহকারী প্রধান কনস্টেবল রিচার্ড ওকোনে সাংবাদিকদের বলেন, 'বড় ধরনের ঘটনা মোকাবিলায় জরুরি সেবাদানকারী সংস্থাগুলোর সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা রয়েছে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে একটি নিরাপত্তাবেষ্টনী দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা কিছু সময়ের জন্য এলাকায় জরুরি সেবাদানকারী সংস্থার সদস্যদের উপস্থিতি দেখতে পারেন।'

ডেইলি মেইলের ওয়েবসাইটে পাঁচজন শার্টবিহীন পুরুষের একটি ছবি প্রকাশ করা হয়েছে। সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

যুক্তরাজ্যে একদিনে ঢুকল ৭৮১ অভিবাসনপ্রত্যাশী

প্রবেশ করেছেন বলে জানিয়েছে ব্রিটেনের পুলিশ ও কোস্টগার্ড বাহিনী।

যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে, চলতি ২০২৬ সালে দেশটিতে একদিনে সর্বোচ্চ সংখ্যক নথিবিহীন অভিবাসী অনুপ্রবেশের রেকর্ড ঘটেছে ২৩ সেপ্টেম্বর।

এ তবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য পর্যালোচনা করে জানা গেছে, ২০২৫ সালের তুলনায় চলতি ২০২৬ সালে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে যুক্তরাজ্যে বিদেশিদের অনুপ্রবেশ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করেছে ১৮ হাজার ৫৫৬ জন অভিবাসনপ্রত্যাশী। ২০২৫ সালে এই সংখ্যা ছিল ৩২ হাজার ১৮৮ জন। শতকরা হিসেবে এক বছরে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের আগমন কমেছে ৪২ শতাংশ।

ব্রিটেনের সরকারের মতে, ছোট নৌকা বা রাবারের ডিঙ্গিতে সওয়ার হয়ে অভিবাসীদের আগমন মোকাবেলায় এ বছর তাদের অগ্রগতি 'অনস্বীকার্য', তবে 'এই জঘন্য তৎপরতা' নির্মূল করতে আরও জোরালো পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

ব্রিটিশ কোস্টগার্ডের তথ্য বলছে, ২৩ সেপ্টেম্বরের আগে ২১ ও ২২ সেপ্টেম্বর, অর্থাৎ সোমবার ও মঙ্গলবার-উভয় দিনেই-ফ্রান্স থেকে তিনটি ছোট নৌকায় করে প্রায় ১৫০ জন মানুষ সমুদ্র পাড়ি দিয়েছে। এর আগে টানা পাঁচ দিন কোনো নৌকাই পারাপার করেনি।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সূত্রে জানা গেছে, ২০২৫ সালের ২০ ডিসেম্বর ৮০৩ জনের আগমনের পর বুধবারের সংখ্যাটিই ছিল একদিনে সর্বোচ্চ আগমনের রেকর্ড।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে একদিনে সর্বোচ্চ সংখ্যক অভিবাসীর আগমনের ঘটনাটি ঘটেছিল ২০২২ সালের ৩ সেপ্টেম্বর, যখন ১,৩০৫ জন অভিবাসী সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিলেন।

উল্লেখ্য, ইংলিশ চ্যানেল বিশ্বের অন্যতম বিপজ্জনক ও ব্যস্ত নৌ-চলাচলের পথ। আবহাওয়া উষ্ণ থাকলে এবং সমুদ্র শান্ত থাকলে পারাপারের ঘটনা বেশি ঘটে; সাধারণত জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে মাসিক আগমনের সংখ্যা সর্বোচ্চ থাকে।

ক্ষমতাসীন লেবার পার্টির উপ-নেতা লুসি পাওয়েল বিবিসি রেডিওকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ছোট নৌকায় আসা মানুষের সংখ্যা কমাতে সরকার অতিরিক্ত সম্পদ ও নতুন আইন প্রণয়নসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে। আরও বলেছেন, সরকারের 'ব্যাপক কর্মযজ্ঞের' ফলে সরকার ছোট নৌকায় করে আসা মানুষের সংখ্যা 'উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে এনেছে'।

বিবিসি রেডিও কেন্ট'কে লুসি পাওয়েল বলেন, "যদি এমন কোনো বোতাম থাকত যা টিপলেই আগামীকাল থেকে ছোট নৌকায় আসা বন্ধ করা যেত, তবে আমরা তা অবশ্যই টিপতাম।"

"আমি জানি মানুষ এই সমস্যার দ্রুত সমাধান চায়। আমরা জনগণের চাওয়াকে গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপগ নিচ্ছি এবং সেসব কাজও করছে।" সূত্র : বিবিসি

ঢাকায় ২৮ ও ২৯ ডিসেম্বর এনআরবি

এ উপলক্ষে ২৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পূর্ব লন্ডনের মাইল এন্ড রোডের একটি রেস্টুরেন্টে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সামিটের বিস্তারিত তুলে ধরা হয়। সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন এনআরবি ওয়ার্লডের প্রতিষ্ঠাতা এনামুল হক এনাম, কনভেনর মমিনুল হক এবং এক্সিকিউটিভ মেম্বার নন্দিতা সারমিন।

লিখিত বক্তব্যে মমিনুল হক বলেন, এনআরবি ওয়ার্লড একটি অলাভজনক, অরাজনৈতিক ও দেশসেবামূলক সংগঠন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের মেধা, দক্ষতা, পেশাগত অভিজ্ঞতা ও বিনিয়োগকে বাংলাদেশের উন্নয়নের সঙ্গে কার্যকরভাবে যুক্ত করাই সংগঠনটির মূল লক্ষ্য। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক এই সংগঠনের নেটওয়ার্কে বর্তমানে ৫০টিরও বেশি দেশের প্রবাসী বাংলাদেশি পেশাজীবী যুক্ত রয়েছেন ।

তিনি বলেন, প্রবাসীরা শুধু বাংলাদেশের দূত নন, দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নেরও গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সফল বাংলাদেশিদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সুফল যেন বাংলাদেশেও পৌঁছায়, সেই লক্ষ্যেই সংগঠনটি কাজ করছে।

তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, এবারের সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে এক হাজারের বেশি অনাবাসী বাংলাদেশি অংশ নেবেন। ব্যবসায়ী ও পেশাজীবী নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি রাজনীতিবিদ, মন্ত্রী, কূটনীতিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদেরও অংশগ্রহণের কথা রয়েছে।

দুই দিনের সম্মেলনে ব্যবসা, বিনিয়োগ, বাণিজ্য, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, প্রযুক্তি ও প্রবাসী সম্পৃক্ততাসহ বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় বিভিন্ন খাত নিয়ে আলোচনা, গোলটেবিল বৈঠক ও নেটওয়ার্কিং সেশন অনুষ্ঠিত হবে। পাশাপাশি থাকবে স্বাস্থ্য সম্মেলন, যেখানে দেশ-বিদেশের শিক্ষাবিদ, গবেষক ও বিজ্ঞানীরা স্বাস্থ্যসেবা খাতে বিনিয়োগের সম্ভাবনাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বক্তব্য রাখবেন।

সম্মেলনে কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন এবং এনআরবি ওয়ার্লডের ২০২৬-২০২৮ মেয়াদের নতুন নির্বাহী কমিটি ঘোষণা করা হবে । একই সঙ্গে 'যুক্তরাজ্যের ১০০ সফল বাংলাদেশি' এবং 'ইউরোপের ১০০ সফল বাংলাদেশি' শীর্ষক প্রকাশনার উদ্যোগের কথাও জানানো হয়।

এনআরবি ওয়ার্লড 'ব্রেইন ড্রেইন'কে 'ব্রেইন গেইন'-এ রূপান্তরের লক্ষ্যে প্রবাসী ডাক্তার, প্রকৌশলী, প্রযুক্তিবিদ ও অন্যান্য পেশাজীবীর দক্ষতাকে দেশের উন্নয়নে কাজে লাগাতে চায়।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের প্রবাসী বাংলাদেশিদের সামিটে অংশ নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে নতুন ব্যবসায়িক ও বিনিয়োগ সম্পর্ক গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

মাইগ্র্যান্টদের ৫ বছরের আইএলআর

দেশ ডেস্ক, ০২ অক্টোবর ২০২৬ : যুক্তরাজ্যে অভিবাসীদের স্থায়ী বসবাসের অধিকার বা ইনডেফিনিট লিভ টু রিমেইন (আইএলআর) পাওয়ার সময়সীমা নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। বিতর্কিত আর্নড সেটেলমেন্ট সংস্কারে পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছেন ব্রিটেনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শাবানা মাহমুদ। তার অবস্থান পরিবর্তনের পেছনে লেবার দলের অভ্যন্তরে মন্ত্রী ও এমপিদের চাপ রয়েছে বলে জানিয়েছে দ্য ডেইলি ড্যাজলিং ডন।

লিভারপুলে অনুষ্ঠিত লেবার পার্টির সম্মেলনে শাবানা মাহমুদ মাইগ্র্যান্টদের স্থায়ী বসবাসের নিয়ম নিয়ে সরকারের পরিকল্পনায় পরিবর্তনের সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিদ্যমান কর্মীদের ক্ষেত্রে পাঁচ বছরের আইএলআর পথটি কীভাবে রাখা যায়, তা নিয়ে সরকারের মধ্যে আলোচনা চলছে।

বর্তমানে নির্দিষ্ট শর্ত পূরণকারী অনেক দক্ষ কর্মী পাঁচ বছর যুক্তরাজ্যে বৈধভাবে বসবাসের পর আইএলআরের জন্য আবেদন করার সুযোগ পান। তবে প্রস্তাবিত আর্নড সেটেলমেন্ট ব্যবস্থায় অধিকাংশ মাইগ্র্যান্টের জন্য এই সময়সীমা পাঁচ বছর থেকে বাড়িয়ে ১০ বছর করার পরিকল্পনা রয়েছে। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবাখাতের কিছু কর্মীর ক্ষেত্রে অপেক্ষার সময় আরও দীর্ঘচ্চ ১৫ বছর পর্যন্ত হতে পারে।

এই সংস্কারের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো-যেসব মাইগ্র্যান্ট ইতোমধ্যে পাঁচ বছরের আইএলআর পথ ধরে যুক্তরাজ্যে এসেছেন, নতুন নিয়ম তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে কি না।

গত ১৫ সেপ্টেম্বর হোম অ্যাফেয়ার্স কমিটিতে দেওয়া বক্তব্যে শাবানা মাহমুদ নিশ্চিত করেছিলেন যে সরকারের প্রস্তাবে সাধারণ আইএলআর যোগ্যতার সময় পাঁচ বছর থেকে ১০ বছর করার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে একই সঙ্গে নতুন ব্যবস্থায় ট্রানজিশনাল অ্যারেঞ্জমেন্ট বা পরিবর্তনকালীন ব্যবস্থা নিয়ে কাজ চলছে বলেও জানানো হয়েছিল।

এর ফলে ইতোমধ্যে যুক্তরাজ্যে থাকা মাইগ্র্যান্টদের জন্য পাঁচ বছরের পথ পুরোপুরি বাতিল হবে কি না, সেটি এখনো চূড়ান্ত নয়।

শাবানা মাহমুদের পরিকল্পনা নিয়ে লেবার দলের ভেতরে মতবিরোধ তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে সামাজিক সেবাখাতে কর্মরত মাইগ্র্যান্টদের ১৫ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করানোর প্রস্তাব নিয়ে একাধিক এমপি ও ট্রেড ইউনিয়ন আপত্তি জানিয়েছে।

ইউনিসন জানিয়েছে, কেয়ার কর্মী, এনএইচএস কর্মী এবং কম বেতনভুক্ত সরকারি সেবাখাতের কর্মীদের পাঁচ বছরের সেটেলমেন্ট পথ বহাল রাখা উচিত।

এদিকে লেবার সরকারের কমিউনিটিজ সেক্রেটারি অ্যাঞ্জেলা রেনারও ইতোমধ্যে বলেছেন, যারা বিদ্যমান নিয়মের ভিত্তিতে যুক্তরাজ্যে এসে জীবন গড়ে তুলেছেন, তাদের ক্ষেত্রে নিয়ম পরিবর্তন করে অপেক্ষার সময় বাড়ানো নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন।

তবে পাঁচ বছরের আইএলআর পথ সব মাইগ্র্যান্টের জন্য বহাল রাখা হবে-এমন কোনো চূড়ান্ত সরকারি সিদ্ধান্ত এখনো ঘোষণা করা হয়নি।

হোম সেক্রেটারি শাবানা মাহমুদ জানিয়েছেন, সরকারের নতুন আর্নড সেটেলমেন্ট নীতির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত চলতি বছরের শেষ দিকে জানানো হবে। সরকার এর আগে জানিয়েছে, নতুন ব্যবস্থায় মাইগ্র্যান্টদের যুক্তরাজ্যে স্থায়ী বসবাসের সুযোগ তাদের অর্থনৈতিক অবদান, চরিত্র, সংযুক্তি ও অন্যান্য শর্তের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হবে।

অতএব, বর্তমানে পাঁচ বছরের আইএলআর নিয়ে যে আলোচনা চলছে, সেটিকে চূড়ান্ত নিয়ম পরিবর্তন হিসেবে দেখা যাচ্ছে না। বরং ইতোমধ্যে যুক্তরাজ্যে থাকা মাইগ্র্যান্টদের জন্য কী ধরনের ট্রানজিশনাল ব্যবস্থা রাখা হবে, সেটিই এখন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে উঠেছে।

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন
Year 13 | Issue 21 | 02 - 08 October 2026

যুক্তরাজ্যে মার্কিন বিমান ঘাঁটির কাছ থেকে গ্রেপ্তার ৫

সরিয়ে নেওয়া হয়েছে ৮৫ বাড়ির বাসিন্দা

দেশ ডেস্ক, ২ অক্টোবর ২০২৬: ইরানে হামলা চালাতে ব্যবহৃত হয়েছে, যুক্তরাজ্যের এমন একটি মার্কিন সামরিক বিমানঘাঁটির কাছে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে ব্রিটিশ পুলিশ। গত ২৭ অক্টোবর রোববার তিনটি গাড়ি (ভ্যান) ওই সামরিক বিমানঘাঁটির দিকে যাচ্ছিল, এমন খবর পাওয়ার পর তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। ঘাঁটির আশপাশের ৮৫টি বাড়ির বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

সন্দেহভাজন ব্যক্তিরা 'বড় ধরনের ক্ষতি' করার পরিকল্পনা করছিলেন বলে মন্তব্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্প। ব্রিটিশ ও মার্কিন কর্তৃপক্ষ পরিকল্পনাকারীদের বিষয়ে তদন্ত করছিল উল্লেখ করে ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, 'যুক্তরাজ্যে গ্রেপ্তারের ঘটনা চমৎকার হয়েছে। এটি একটি অসাধারণ কাজ ছিল।'

ট্রাম্প আরও বলেন, 'আমরা তাঁদের বিষয়ে তদন্ত করছিলাম। তাঁরা আমাদের ঘাঁটির বড় ধরনের ক্ষতি করার পরিকল্পনা করছিলেন। ব্রিটিশদের সঙ্গে কাজ করায় বিষয়টি দারুণভাবে হয়েছে, আমরা দীর্ঘ সময় ধরে তাঁদের ওপর নজর রাখছিলাম এবং শেষ পর্যন্ত তাঁদের ধরেছি।'

যুক্তরাজ্যের সন্ত্রাসবাদবিরোধী গোয়েন্দা কর্মকর্তারা তদন্তে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তাঁরা বলেছেন, আজ ভোরে পুলিশ তিনটি সন্দেহজনক গাড়ির বিষয়ে একটি ফোন পায়।গাড়িগুলোইংল্যান্ডেরপশ্চিমাঞ্চলের আ র এ এ ফ -- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

ঢাকায় ২৮ ও ২৯ ডিসেম্বর এনআরবি ওয়ার্ল্ড সামিট ২০২৬

সহস্রাধিক প্রবাসী বাংলাদেশির অংশগ্রহণের প্রত্যাশা

দেশ ডেস্ক, ২ অক্টোবর ২০২৬: 'দেশ ও প্রবাসের সেতুবন্ধন' গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে আগামী ২৮ ও ২৯ ডিসেম্বর ঢাকার শেরাটনে অনুষ্ঠিত হবে এনআরবি ওয়ার্লড সামিট ২০২৬। এবারের সম্মেলনের স্লোগান 'থিং বাংলাদেশ'। -- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

মাইগ্র্যান্টদের ৫ বছরের আইএলআর বহাল থাকছে

-- ২৩ নং পৃষ্ঠা

Editor: Taysir Mahmud
Published By: Reflect Media Ltd
53a Mile End Road London E1 4TT
Telephone: 0203 540 0942 • Advert: 07940 782 876
Email: info@weeklydesh.co.uk • advert@weeklydesh.co.uk